উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৩১৪.৫৯ (-২১.৮৬)
নিফটি : ২৩,২৭০.৬০ (+৫৩.০০)

দাউদের রক্ষিতা ছিলেন মন্দাকিনী? ৮

জোড়াফুল আপাতত কারও নয় ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৩°	২৪°	২৩°

শিলিগুড়ি ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 18 September 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 122

শংকরের সামনেই স্বীকারোক্তি

টোল বন্ধ ভুল ছিল : শিখা

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাসখানেক আগেকার কথা। ফুলবাড়ির টোল গেটটিকে অবৈধ বলে বন্ধ করে দিয়েছিলেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। সেই শিখাই কাজটি ভুল হয়েছে মেনে অনুশোচনা প্রকাশ করলেন বৃহস্পতিবার।

এই টোল গেট নিয়ে কম নাটক হয়নি পালাবদলের পর থেকে। বেআইনিভাবে টাকা তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন অর্থাৎ ৪ মে বিজেপির নেতা-কর্মীরা ভাঙচুর চালিয়ে বন্ধ করে দেন। কিছুদিন পর আবার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) নোটিশ দিয়ে টোল গেট চালু করে। কয়েকদিন পর হস্তক্ষেপ করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা। ফের বন্ধ করে দেন।

এদিন ফুলবাড়ির ক্যানাল রোড পুনর্নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে গিয়ে শিখাকে পাশে বসিয়ে নিয়ে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, 'টোল গেট বৈধ। সেটা বন্ধ করে দেওয়ায় এসজেডিএ-র আয়ের বড় রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

না জেনে যে তিনি টোল গেট বন্ধ করেছিলেন, শিখা অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নেমে সেই 'ভুল' স্বীকার করেন। পাশাপাশি আগামীদিনে টোল আদায়ে যেন কোনও ধরনের সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

চলাচলের অযোগ্য ফুলবাড়ির ক্যানাল রোড নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের অন্ত নেই। রাস্তা বেহাল, অথচ পণ্যবাহী গাড়ি থেকে নিয়মিত টোল আদায় করা নিয়ে অসন্তোষ বরাবরের। রাজ্যের তহবিলের জন্য অপেক্ষা না করে রোডের হাল ফেরানোর দাবি মেনে শেষপর্যন্ত এসজেডিএ নিজস্ব তহবিল থেকে ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা খরচ করে কাজ করছে। শেষ করতে ৯০ দিনের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে।

অন্যদিকে, টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টোল গেটটি ফের চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। তিনি বললেন, 'এসজেডিএ'র বৈধ টোল গেট এটা। সরকারের অনুমতি সাপেক্ষেই তৈরি হয়েছিল। কাজকর্ম চালাতে সহযোগিতা প্রয়োজন। কিছু অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশকে বলেছি যারা যুক্ত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে। টোল আদায় বন্ধ থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।'

শিখার কথায়, 'বাম আমলে তৈরি হয়েছিল। না জেনেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। *এরপর দশের পাতায়*

রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে শংকর ঘোষ ও শিখা চট্টোপাধ্যায়।

৩০ বলে সেঞ্চুরির পর ধ্যানমগ্ন অভিষেক শর্মা। আফগানিস্তান বনাম ভারত ম্যাচে।

বানভাসি ভূতনিতে জুলেখার ঘরে 'প্লাবন'

আজাদ

মানিকচক, ১৭ সেপ্টেম্বর : তার নাম প্লাবন। জন্মের আগেই যেন নামটি নিজের হাতে লিখে ফেলেছিল সময়। চারদিকে তখন প্লাবনের জল। ঘরবাড়ি ডুবে গিয়েছে, রাস্তা হারিয়েছে। সেই জলের মাঝেই বাড়ির ছাদে মাচা করে আশ্রয় নিয়েছিলেন জুলেখা। গভীর রাতে উঠল প্রসববেদনা। আর তারপর কালো জল চিরে ছুটল সিভিল ডিফেন্সের স্পিডবোট- একটি নতুন প্রাণের দিকে।

গত দু'সপ্তাহ ধরে বন্যার জলে ভাসছে ভূতনি। লোকালয়ে থইথই জল। গত ১০ দিন ধরে মানিকচকের সঙ্গে ভূতনির তিনটি অঞ্চলের যোগাযোগকারী রাস্তাগুলিও জলের তলায়। এমন প্রতিকূলতার মধ্যেই গত সোমবার রাতে আটশুইয়া গ্রামের গৃহবধূ জুলেখা বিবির প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। মুহূর্তে

দিশেহারা হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। খবর যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে। খবর পেয়েই প্রতিকূল জলপথ পেরিয়ে আটশুইয়ায় পৌঁছান সিভিল ডিফেন্সের দুই আধিকারিক সৌরভ দত্ত, রাহুল বিশ্বাস সহ অন্য কর্মীরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের স্পিড বোটে জুলেখাকে উদ্ধার করে তাঁরা রওনা দেন মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের দিকে।

বাইরে তখন শুধু জল, অন্ধকার আর অনিশ্চয়তা। সেই জল পেরিয়েই সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছান জুলেখা। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয় এক পুত্রসন্তান। হাসপাতালের আলোয় পৃথিবী দেখে ছোট্ট শিশুটি। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তার নাম দেন 'প্লাবন'। থইথই জলের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে যে শিশু, তার এর চেয়ে যথার্থ নাম আর কীই-বা হতে পারে! *এরপর দশের পাতায়*

হস্টেলে যৌন নিগ্রহ দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াকে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : প্রধাননগর থানা এলাকার একটি বেসরকারি বোর্ডিং স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। আবাসিক স্কুলের হস্টেলে এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধু তাই নয়, স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টারও অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ধুম জ্বর আসার কথা বলে দ্বিতীয় শ্রেণির ওই পড়ুয়ার অভিভাবককে ফোন করা হলেও হস্টেলে এ ধরনের ঘটনার কথা তাঁদের জানানোই হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

দুই বাংলায় দুই শাসকের আদিরা ব্রাত্য নব্যের ভিড়ে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। কথা বলেন এত আত্মবিশ্বাস নিয়ে, প্রতিটি বাক্যে লুকিয়ে থাকে নতুন তথ্য। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। ওপার বাংলায় সাংসদ রুমিন ফারহানার একটা ইন্টারভিউ শুনছিলাম ইন্টারনেটে। শুনে যে কেউ বুঝবে, দুই বাংলার রাজনীতি কীরকম এক পথে চলছে। পায়ে পা মিলিয়ে। হাতে হাত দিয়ে।

কাঁটাতার হয়তো ভূগোলের সংজ্ঞা পালটে নদীকেই করে তুলেছে সীমান্তরেখা। আমরা দুটো দেশের লোক হয়েছি আশি বছর হল। হিলি সীমান্তে সবুজ ট্রেন চলে যায়। দূর থেকে দেখি, ছোঁয়ার উপায় নেই। অথচ রাজনীতির মতিগতিতে দুই বাংলা আজও একেবারে যমজ ভাই। মৌলবাদের আস্ফালনে তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বিষের বাঁশি!

পশ্চিমবঙ্গে যখন বিজেপির পালে কোনও বাতাস ছিল না, তখন পদ্ম ফুলের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন প্রয়াত অমল দত্ত বা মনোহর আইচের মতো ব্যক্তিত্ব। লড়েছিলেন অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, জাদুকর পিসি সরকার কিংবা ক্রিকেটার রাজু মুখোপাধ্যায়,

এরপর দশের পাতায়

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে জমকালো নবীনবরণ

আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর : রঙারং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফ্যাশন শো আর বলিউড সংগীতের ছন্দে জমকালো আবহে সম্পন্ন হল ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নবীনবরণ উৎসব 'নোভাতস'। ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর দু'দিনব্যাপী ক্যাম্পাসের এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে শামিল হন ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীরা, যাঁরা ৬৩টি ভিন্ন পাঠ্যক্রমে ভর্তি হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন। ছাত্রছাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের গণ্ডি বা 'কমফোর্ট জোন' ছাড়িয়ে কঠোর পরিশ্রমে দক্ষ হয়ে ওঠার আহ্বান জানান অতিথিরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক (ডঃ) বিপ্লব হালদার নবাগতদের স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন বলিউড সংগীতশিল্পী রিক বসু ও ডিজে শ্যাডো, যাঁদের পরিবেশনায় মেতে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণ।

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR (W.B.)
NOTIFICATION
LATERAL ENTRY SELECTION TEST – 2027
FOR ADMISSION TO CLASSES IX & XI AGAINST VACANT SEATS (2027-28)
Applications are invited for Lateral Entry Selection Test-2027 for admission to Class IX & XI in Jawahar Navodaya Vidyalaya as follows :-
1. Date of Examination : 10th April, 2027 (Saturday)
2 Last Date for Online Application : 30th September, 2026
Portal will be live from 01.09.2026 on www.navodaya.gov.in
3 Eligibility for Class IX :
a Candidate must be a bonafide resident of Cooch Behar District.
b Candidate must be studying in Class VIII during 2026-27 in a Govt./Govt. recognized school of Cooch Behar District.
c) Date of Birth : Between 01.05.2012 to 31.07.2014 (both days inclusive)
4. Eligibility for Class XI :
a Candidate must be studying in Class X during 2026-27.
b Must be a resident of Cooch Behar District.
c) Date of Birth : Between 01.06.2010 to 31.07.2012 (Both days inclusive).
5. How to Apply :
Apply online only through NVS website www.navodaya.gov.in - No fee is charged. For further details, contact Vidyalaya office Admission I/C Mob. No. 6291008914.
- For class IX : https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix 9
- For class XI : https://cbseitms.nic.in./2026/nvsxi 11

Principal I/c
JNV, Coochbehar (WB)

বিজ্ঞপ্তি
"৩২তম আদিবাসী ভাষায় রচিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা- ২০২৬-২৭"

৩২তম আদিবাসী ভাষায় রচিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা- ২০২৬-২৭-এ অংশগ্রহণে আগ্রহী আদিবাসী নাট্যদলগুলিকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬- এর মধ্যে আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য জেলার ওয়েবসাইট https://darjeeling.gov.in পরিদর্শন করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
এছাড়াও, বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যাণ আধিকারিক, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, শিলিগুড়ি, এর কার্যালয়ে (ঠিকানা : শিবমন্দির, ডাকঘর, কদমতলা, জেলা : দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০১১) অথবা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

Sd/-
প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যাণ অধিকারিক
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवाहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL
ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT
Area under the ownership of Naresh Kumar Verma (PAN: ADBPV0170G) in under mentioned immovable property including the land and building (Total Build-up area = 2182.88 Sq. Meter). Schedule of land: Plot No. 104(P), J.L. No. 107, Khatian No. 61/4, Mouza: Mandlaguri, Sheet No. 1, Pargana: Patharghata, P.S. Pradhannagar, Ward No. 46, Dist. Darjeeling, Total area of land: Total area: 0.28736 acre (1162.89 Sq. m) area in respect of Naresh Kumar Verma: 0.2144 acre (75% of total area). Area in respect of Amrita Verma: 0.07296 acre has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide DIN: ITBA/COM/F/17/2026-27/1093496570(1) dated 16.09.2026. All concerned to Note.

স্টিল ব্রিজ গার্ডার রং করা এবং বিভিন্ন স্টিল ব্রিজ গার্ডারের বিয়ারিং-এর লুব্রিকেশন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০৫/২০২৬/এনজেপি; তারিখ: ১৫-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি (ডব্লিউ.বি), নির্ধারিত ফর্মে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিলমোহরকৃত খামে খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং. : ডিসিবিএল০৫২০২৬এনজেপি; কাজের নাম : (এ) এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির একতিয়ারভুক্ত এলাকায় এনজিপি-কেডিপিআর, কেআইআর-এমএফএ, কেডিপিআর-এমএলডিটি, জেআইআর-কেডিপিআর, আরএনআই-বিওআরএ-বিএমপিএস, এসজিইউজে-এইউবি, ওএমএলএফ-বিবিসিই এবং ইকেআই-বিএলজিটি সেকশনে আনুমানিক ৭৯,০১৭ বর্গমিটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ৬৬ টি স্টিল ব্রিজ গার্ডার রং করা এবং এনজিপি-কেডিপিআর, ওএমএলএফ-বিবিসিই, কেআইআর-এমএফএ, এসজিইউজে-এইউবি এবং কেডিপিআর-এমএলডিটি সেকশনে আনুমানিক ৮৩,২২৮ বর্গমিটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ১৭ টি স্টিল ব্রিজ পরিষ্কার করা। (বি) এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির একতিয়ারভুক্ত এলাকায় ৪৩ টি বিভিন্ন স্টিল ব্রিজ গার্ডারের বিয়ারিং-এর লুব্রিকেশন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য : ১,৫২,১১,০৭৪.২৪/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,০৪,২০০/- টাকা;
টেন্ডার নং. : ডিসিবিএল০৬২০২৬এনজেপি; কাজের নাম : (এ) এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জং-এর একতিয়ারভুক্ত এলাকায় এসজিইউজে-এপিডিজে, এনজিপি-এনওকেইউ, এনএমজেড-এনসিবিডি-এনসিবি, আরকিউজে-এইচডিবি এবং এনসিবি-জিকেজে সেকশনে আনুমানিক ২,৭৩,০৫১ বর্গমিটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ৬৬ টি স্টিল ব্রিজ গার্ডার পেইন্টিং। (বি) এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জং-এর একতিয়ারভুক্ত এলাকায় ৫৯ টি বিভিন্ন স্টিল ব্রিজ গার্ডারের বিয়ারিং-এর লুব্রিকেশন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য : ৩,৭৩,৭৮,২২৬.২৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৭,৪৭,৬০০/- টাকা;
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:০৫ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পুড়িয়ে নষ্টের উদ্যোগ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ২০০৯ সালের পর ফের একবার নিজেদের হেপাজতে থাকা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পুড়িয়ে নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিল বন দপ্তর। তালিকায় রয়েছে চিতাবাঘ ও বিভিন্ন প্রজাতির হরিণের চামড়া, গন্ডার ও হরিণের শিং থেকে শুরু করে সময়ের আগে জন্ম নেওয়া হাতির শাবকের দেহাংশ। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব গন্ডার দিবসকে সামনে রেখে এই উদ্যোগ। তার আগে বৃহস্পতিবার গরুমারায় সংরক্ষিত দেহাংশ ও নথি খতিয়ে দেখা হয়।

গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নষ্ট করা হলেও তথ্য নষ্ট হবে না। প্রতিটি দেহাংশ কখন, কোথা থেকে এবং কীভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিউআর কোড স্ক্যান করলেই সংশ্লিষ্ট দেহাংশের তথ্য পরবর্তীতে দেখা যাবে।

২০০৯ সালের পর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে চোরাকারবারিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশ। এর মধ্যে গন্ডারের শিং, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণের শিং, চিতল হরিণ ও চিতাবাঘের চামড়া রয়েছে। জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হওয়া প্রাণীর দেহাংশ নিয়ম মেনে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এমনকি সময়ের আগে জন্ম নেওয়া হাতির শাবকের দেহাংশও এতদিন গরুমারা, জলদাপাড়া সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চলের দপ্তরে সংরক্ষিত ছিল।

গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানান, প্রথমে উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁত সহ সমস্ত বন্যপ্রাণীর দেহাংশ নষ্ট করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু হাতির দাঁত নষ্ট করতে তুলনামূলক বেশি সময় লাগে। তাই আপাতত হাতির দাঁত বাদ রেখে অন্যান্য প্রাণীর দেহাংশ জলদাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে নিয়ম মেনে পুড়িয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হবে।

এদিন গরুমারার বিচাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিসে সংরক্ষিত দেহাংশগুলি নিয়ে যাচাই চলে। বনাধিকারিকরা প্রতিটি দেহাংশ পরিমাপ করেন। দেহাংশে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করে ডিজিটাল নথির সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে দেখা হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা দামের ওই দেহাংশ পুড়িয়ে নষ্ট করে চোরাশিকারিদেরও বার্তা দিতে চায় বন দপ্তর।

গরুমারায় উদ্ধার করা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ।

> **দেহাংশ নষ্ট করা হলেও তথ্য নষ্ট হবে না। প্রতিটি দেহাংশ কখন, কোথা থেকে এবং কীভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।**
> **দ্বিজপ্রতিম সেন** ডিএফও, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ

নিকটবর্তী নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএন-এসটি-০৯-২০২৬-২৭ তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-০৯-২০২৬-২৭। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত রঙ্গিয়া রেলওয়ে চিকিৎসালয়ে স্থাপন করার জন্যে নিকটবর্তী নিরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১৯,০৭,৫৮৬/-টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিএসটিই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে পার্সেল কার্যালয়ের উন্নয়ন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/ ৪৬ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১৪-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের যোগবানী পার্সেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৩,৩০,১০৩.৮৭/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,০৬,৬০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের ফরবেসগঞ্জ পার্সেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেন্ডার রাশিঃ ১,০২,০৭,৫১১.৫০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৪,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের রায়গঞ্জ পার্সেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৫,২৯,৩২৩.০৪/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,১০,৬০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের পূর্ণিয়া পার্সেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৫,২৯,৭১৩.৮৬/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,১০,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

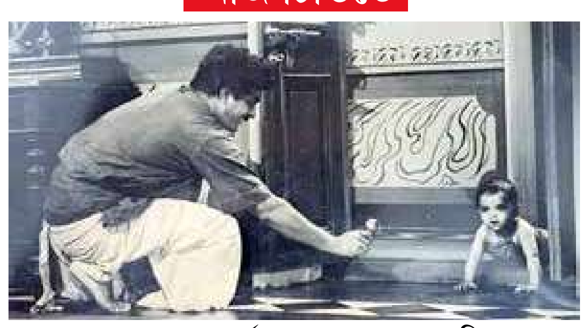
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন রাত ১০.০০ **জলসা মুভিজ**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.১৫ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১০.৩০ লভ স্টোরি, দুপুর ১.১৫ সকাল সন্ধ্যা, বিকেল ৫.০০ রক্তবীজ, রাত ১০.০০ খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন
কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ কালীশঙ্কর, দুপুর ২.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৫.৩০ হীরক জয়ন্তী, রাত ৯.৩০ ওয়ান্টেড
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাজি, বেলা ১১.৩০ মায়া মমতা, দুপুর ২.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ৮.০০ অভিমান, ১০.৩০ ইনস্পেকটর নটি কে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাপ পুণ্য
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১২ জান, দুপুর ১.৪৪ পুলিশগিরি, বিকেল ৪.২২ পিণ্ডম, রাত ১০.১৮ মহাবীর নাম্বার ওয়ান

গুড মর্নিং আকাশে আজকের শিল্পী অঙ্কিতা ভটাচার্য। সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

পিণ্ডম বিকেল ৪.২২ **জি অ্যাকশন**

আজকের রান্না বেগমতি চিকেন দুপুর ১.৩৫

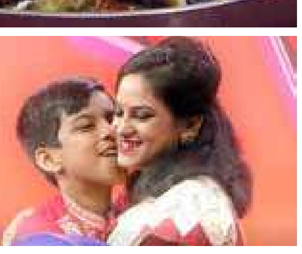
মা দ্য বস সন্ধে ৭.৩০
অনুষ্ঠান দুটি দেখুন ডিডি বাংলায়

সীমান্তে দেহ, ব্যাগে আরবি বই

হিলি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুকুর থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হিলি থানার ৫ নম্বর জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লকমা চৌরিঙ্গ এলাকায়। মৃতের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে আরবি ভাষার বই। দেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর পরিচয় উদ্ধারে মরিয়া তদন্তকারীরা।

ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, এলাকার কেউ ব্যক্তিটিকে চেনেন না। হঠাৎ কোথা থেকে তিনি এখানে এলেন, তা তদন্তের দাবি উঠছে। এমনকি লোকটির সঙ্গে বাংলাদেশ কিংবা জামাত-যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিন সকালে পুকুরটিতে একটি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। হিলি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপরে দেহ শনাক্তের প্রক্রিয়া শুরু করে পুলিশ। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরত্বেই সীমান্ত। ওই সীমান্তে কিছু জায়গা উন্মুক্তও রয়েছে। মৃতের পরনে লুঙ্গি এবং শার্ট ছিল। দেহের পাশ থেকে একটি ব্যাগ এবং ব্যাগের ভিতর থেকে একটি আরবি ভাষার বই পায় পুলিশ। সবকিছু মিলিয়ে ব্যক্তিটি সন্দেহভাজন বলেই মনে করছেন স্থানীয়দের অনেকে। মৃতের জামাত-যোগ থাকতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জিত টুডু বলেন, 'লোকটিকে আমরা চিনি না। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল এবং কোথা থেকে এসেছেন বোঝা যাচ্ছে না।'

হিলি থানার আইসি অমরেশ সিং জানান, ময়নাতদন্তের জন্য দেহ বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার জন্য বাংলাদেশ-যোগের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অ্যাফিডেভিট
I, Sanjoy Agarwalla S/o Manoharlal Agarwal resident of Dinbazar, Madanlal Brijmohan, Kotwali, Jalpaiguri - 735101, West Bengal, India do hereby declare that I have changed my name from Sanjoy Agarwalla to Sanjoy Agarwal and henceforth I shall be known as Sanjoy Agarwal in all purpose, vide affidavit no. Sl. No. 4 sworn before the Notary Public at Jalpaiguri on 02/09/2026 Sanjoy Agarwal and Sanjoy Agarwalla both are same and one identical person. (C/123162)

SILIGURI JALPAIGURI DEVELOPMENT AUTHORITY
AUCTION NOTICE
FOR TRANSFER OF LAND PURSUANT TO THE ORDER OF THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA DATED 03.09.2026, IN THE SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) DIARY NO.46595/2024 IN THE MATTER OF:
Siliguri Jalpaiguri Development Authority, a statutory body of Urban Development and Municipal Affairs Department, Government of West Bengal, constituted under West Bengal Town and Country, (Planning and Development) Act, 1979, having its registered office at Tenzing Norgey Central Bus Terminus, Pradhan Nagar, Siliguri, 734003 presently at Himanchal Vihar, Near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010.
Vs
Bengal Unitech Universal Siliguri Projects Limited., a company registered under the Companies Act 1956 having its registered office at 6, Community Centre, Saket, New Delhi, 110017 and also at Horizons Tower 7, Unit Nos. 001 & 002, Action Area III, Major Arterial Road, New Town, Rajarhat, Kolkata-700160.
INVITATION FOR TRANSFER OF LAND MEASURING ABOUT 92.96 ACRES in two blocks namely Block-A (Western side) & Block-B (Eastern side) each block having area more or less 46.48 acres ON LEASE HOLD BASIS FOR THE PERIOD OF 99 YEARS, SITUATED AT MOUZA-DABGRAM, J.L. NO-02, SHEET NO. 16 & 17 WITHIN P.S. NJP, DIST.-JALPAIGURI, WEST BENGAL (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "SAID LAND").
Pursuant to the order dated 3rd September 2026 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in special leave petition (Civil) Diary No (S) 46595/2024, offers are invited for the purpose of TOWNSHIP USE (Block A & Block B of the Township having area 92.96 acres) in respect of the "said land" on "As is where is and whatever there is basis" through physical Auction/open bid, process to be conducted by the Siliguri Jalpaiguri Development Authority at Conference Hall of the Siliguri Jalpaiguri Development Authority at Himanchal Vihar, near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara, PIN 734010 on **08.10.2026 at 14:00 hours.**
The terms & conditions of the transfer of lease hold right in respect of the "Said Land" will be available from the office of the District Magistrate cum Collector Darjeeling and Jalpaiguri Districts as well as from the office of the undersigned on and from 14.09.2026 upto 07.10.2026 during 10:00 **A.M. to 05:00 P.M. on working days. Terms & conditions may be also downloaded from the SJDA website** www.sjda.org.
Earnest Money Deposit: Interested parties/bidders have to deposit the earnest money amounting to Rs. 20,000,00,00.00 (Rupees Twenty Crore Only) separately for each land area i.e., Block-A & Block-B. Parties interested to bid for both the blocks A & B will have to deposit Rs. 40,000,00,00.00 (Rs. Forty Crore only). Earnest money will have to be deposited/transferred in the Bank Account of SILIGURI JALPAIGURI DEVELOPMENT AUTHORITY, bearing account no 912010035059401, in AXIS BANK, Hill Cart Road, Siliguri (W.B) branch, Siliguri 734403 having IFS code no.-UTIB0001403. Receipt of deposit of the earnest money along with relevant documents will have to be submitted on or before **11.00 hours of 08.10.2026.**
Interested parties may carry out physical inspection of the land on and from 22.09.2026 to 25.09.2026 during office hours on prior information to the Siliguri Jalpaiguri Development Authority either by mail (sjdawb@gmail.com) or through phone 0353-2515647. In case of any query designated officer namely Sri Pradeep Kumar Gupta may be contacted over mobile no.6295115845.
No. 1004/I/Eng/Pig/404/2003(Pt-V)/SJDA
Date: 11.09.2026

Sd/-
Chief Executive Officer,
Siliguri Jalpaiguri Development Authority,
Himanchal Vihar, near Passport Seva Laghu Kendra,Matigara-734010.
E-mail: sjdawb@gmail.com

উৎসব/অনুষ্ঠান
আগামী ১৮/৯/২০২৬ তারিখে (শুক্রবার) শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা পুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে (এস.এস.ই.আইসি/সিগনাল/নিউ জলপাইগুড়ি) অফিস প্রাঙ্গণে। উদ্বোধন করবেন মাননীয় শ্রী অপূর্ব রায় (এ.এস.টি.ই/নিউ জলপাইগুড়ি) এবং জিয়াউল হক (এস.এস.ই.আইসি/সিগনাল/নিউ জলপাইগুড়ি)। সাধারণ সম্পাদক - প্রীতম সেন, সুভাষ চন্দ্র ঝাঁ। কোষাধ্যক্ষ - নবীন কুমার রায়, বিবেক কুমার এবং অন্যান্য সদস্য ও সদস্যগণ বিজয় সিংহ, গৌতম মালাকার, তৃষাণ দে, সঞ্জয় চন্দ এস.কে.ছেত্রী, দেবরূপা কুণ্ডু, দীপা ভট্টাচার্য্য, মনীষা হেম্ব্রম (সোরেন)। সমস্তকিছু তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনায় শ্রী রবীন্দ্রনাথ অধিকারী। আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। (C/123833)

অ্যাফিডেভিট
আমি Sanicharowa Bhokta S/O- Telengu Bhokta, Sankos Tea Garden, Dist - Alipurduar, 736205 আমার সঠিক নাম আধার ID 4794 2303 0657 অনুযায়ী Sanicharowa Bhokta এবং আমার স্ত্রীর নাম আধার ID 5690 5301 3054 অনুযায়ী Tarshilla Kerketta আমার পুত্র Follorence Bhokta, এর Birth Certificate Registration No. 1111 Date - 06.11.2012 তে ভুলবশত: আমার নাম Sanicharwa Bhokta এবং আমার স্ত্রীর নাম Tershila Bhokta আছে। গত 09.06.2026 আলিপুরদুয়ার J.M কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Sanicharowa Bhokta এবং Sanicharwa Bhokta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার স্ত্রী Tarshilla Kerketta এবং Tershila Bhokta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
MIRZAPUR
*ing : Pankaj Tripathi, Ravi Kishan
Time : 1.00 & 4.45 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
Hanuman Ansh (H)
(Biopic of Baba Neem Karoli)
Show Time : 3:30, 6:30 pm
AC theatre with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
SHOW TIME 11.00 AM 1.30 PM BENGALI (U/A)
HANUMAN ANSH SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A)
Awarapan 2 SHOW TIME 7.00 PM HINDI (U/A)

JOB সত্বর নিয়োগ

সাব-এডিটর
যোগ্যতা- স্নাতক। পরিবর্তনশীল পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন। বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারা এবং ইতিবাচক মানসিকতা। অভিজ্ঞদের পাশাপাশি অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন।

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
যোগ্যতা- স্নাতক। ঝকঝকে, স্মার্ট, মিশুকে। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ।

অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক
যোগ্যতা- বিকম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।

ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ দিন : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্কে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। শ্বশুরকুল থেকে ধনসম্পত্তি পাওয়ার যোগ। বৃষ : আগের কোনও ভুলের জন্য আজ খেসারত দিতে হতে পারে। আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মিথুন : নতুন কোনও ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিন। সংসারের আর্থিক সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ কমবে। কর্কট : ব্যবসার ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার আশা কম। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। সিংহ : কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পায়ের হাড়ে চোট লাগতে পারে। কন্যা : দুপুরের পর খুব ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। তুলা : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে কথা শুনতে হতে পারে। কাউকে যেচে উপকার করতে যাবেন না। বৃশ্চিক : কোনও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের দ্বারা প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। ধনু : সামাজিক কাজে যোগ দিয়ে প্রতিপত্তি বাড়বে। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করবেন না। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মকর : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ লক্ষ করা যায়। সামান্য কারণে বাড়িতে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। খেলাধুলোয় সাফল্য মিলবে। কুম্ভ : মায়ের কুল থেকে মূল্যবান সামগ্রী উপহার পেতে পারেন। কাউকে কথা দিয়ে না রাখতে পেরে অনুশোচনা। মীন : কর্মক্ষেত্রে দারুণ খবর আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজনীতিবিদদের সামাজিক সম্মান বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ২৭ ভাদ্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৩১ ভাদ্, সংবৎ ৭ ভাদ্রপদ সুদি, ৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৭। শুক্রবার, সপ্তমী দিবা ১২।২৩। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।১৭। প্রীতিযোগ দিবা ৩।২২। বণিজকরণ দিবা ১২।২৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।২৩ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১১।১৭ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১২।২৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, দিবা ১২।২৩ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।৩২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩৪ গতে ১০।৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ১১।৩২ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১১।৩২ গতে ১২।২৩ মধ্যে সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পূজা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৩৭ মধ্যে ও ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৪৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৪৯ গতে ৫।২৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেলা সরছে অন্যত্র, নজর হোর্ডিংয়েও

দখলে ফের হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : এর আগে শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ।

বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানে পার্কিং লটের পরিকাঠামো তৈরির শিলান্যাস করতে এসে ফের কড়া বার্তা দিলেন তিনি। শংকরের কথা, 'শহরের রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করতে পারেন না। অথচ বাইরে থেকে আসা লোকজন ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন। আবার কিছু বড় ব্যবসায়ী নিজের দোকানের সামনের অংশ ভাড়া দিয়ে পয়সা তুলছেন। এসব চলতে পারে না।' শিলিগুড়িবাসীকে যানজট থেকে মুক্তি দিতে সমস্ত মেলা শহরতলিতে সরানো সহ ধাপে ধাপে আরও একাধিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা এদিন জানিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক।

যখন কলকাতায় পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল দখলদারদের হটাতে প্রায় রোজ অভিযানে নামছেন, তখন শিলিগুড়ির ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে কোমড় বেঁধে নেমেছেন পর্যটনমন্ত্রী। আর যাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি, সেই ফুটপাথে পসার সাজিয়ে বসা ব্যবসায়ীদের কী বক্তব্য? প্রায় সকলেই বলছেন, তাঁরা সরতে রাজি, কিন্তু ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে সংসার চলবে কীভাবে? মানবিকতার খাতিরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক সরকার।

যে পার্কিং লটের শিলান্যাসে গিয়ে মন্ত্রী এদিন উচ্ছেদের পক্ষে সুর চড়ান, সেটার জন্য শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। শংকর মঞ্চ থেকে বলেন, 'যানজট মেটাতে এখানে পার্কিং চালু হয়েছে। এবার পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো তৈরি হবে। পেভার্স ব্লক বসিয়ে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা হবে। এছাড়া, সিসিটিভি ক্যামেরাও বসবে।' শংকর জানিয়েছেন, বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। কাজে যাতে সমস্যা না হয়, সেজন্য মাঝের কিছুদিন আগের মতোই গাড়িগুলি বিভিন্ন এলাকায় পার্ক করতে হবে।

> **বাইরে থেকে আসা লোকজন ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন। আবার কিছু বড় ব্যবসায়ী নিজের দোকানের সামনের অংশ ভাড়া দিয়ে পয়সা তুলছেন। এসব চলবে না।**
>
> **-শংকর ঘোষ**

শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি মাঠে ফুড ফেস্টিভাল সহ অন্য মেলা হয়। মন্ত্রী জানালেন, এবার থেকে আগে নিশ্চিত করতে হবে, সেই মাঠের পাশে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে বা করা হয়েছে। নয়তো অনুমতি দেওয়া যাবে না।

এরপরই মন্ত্রী বলেন, 'স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানে পার্কিং লট হওয়ায় বইমেলা, ফুলমেলা কোথায় হবে- সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কাওয়াখালিতে একটি হাট (পড়ুন- বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাট) রয়েছে। সেখানে ধীরে ধীরে সবক'টি নেওয়া যায় কি না, চিন্তাভাবনা করছি।'

তবে, অনুষ্ঠানে বিধায়কের বক্তব্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে দখলদারি। কোনও পরিস্থিতিতেই সেসব বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'কারও রুটিরুজির সঙ্গে বিরূপ আচরণ করতে চাই না। কিন্তু যেখানে-সেখানে ব্যবসা চলে না। ইচ্ছে হলেই আমাদের শহরে এসে বসবে, পসার সাজাবে- তা চলবে না। সবার সহযোগিতা এবং পরামর্শ নিয়েই শহরকে নিয়মের মধ্যে আনা হবে। নতুন দখল তো হবেই না, পুরোনো দখলদারির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কোনও অনুষ্ঠান হলে সাতদিন আগে ও তিনদিন পরে হোর্ডিং, পোস্টার, ফ্লেক্স রাখা যাবে না বলে মন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন। তাঁর সাফ কথা, উদ্যোক্তারা নিজেরাই ফ্লেক্স-ফেস্টুন খুলে নেবেন। নয়তো পুরনিগম খুলবে এবং ওই কাজের জন্য উদ্যোক্তাদের কাছে মূল্য নেওয়া হবে।' পুজোর আগেই শহরের সমস্ত রাস্তার মেরামতি হয়ে যাবে বলে আশ্বাস মিলেছে এদিন। পাশাপাশি ৬৫ কোটি টাকায় নতুন কয়েকটি রাস্তা তৈরির টেন্ডারও হয়েছে। পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাইয়ের বক্তব্য, 'প্রায় ৭০ কোটি টাকার দেনা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। এরমধ্যেই উন্নয়ন চলছে।' পরিবহণনগরীতে বাসস্ট্যান্ড তৈরির জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকায় টেন্ডার হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ওই কাজের শিলান্যাস হবে বলে জানা গেল।

স্টেশনে ঠাঁই নেই, তবুও আশার আলো

ঢাকিদের 'মিলনক্ষেত্র' হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। পুরোনো ভবন সাজানো চলছে। সবুজ নেট দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ঘেরা। তাই সেখানে থাকা অসম্ভব। ৩০ টাকা দিয়ে স্টেশন সংলগ্ন ঘরে কেউ কেউ রাত কাটিয়েছেন। অনেকে রেললাইনের ওপর বসে বা ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আগে ঢাকিদের 'মিলনক্ষেত্র' হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। বিভিন্ন জেলার ঢাকিরা এসে এই স্টেশন চত্বরেই হাজির হন। পুজো শেষে বাড়ির পথে রওনা দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এই স্টেশনই তাঁদের ঠিকানা হয়ে ওঠে।

ঢাকিদের থাকার জায়গা নিয়ে সমস্যা বরাবরই ছিল। প্ল্যাটফর্মে মশার কামড় খেয়ে কত রাত নির্ঘুম কেটেছে। টানা ঘর ভাড়া করার সামর্থ্য না থাকায় স্টেশনই অনেকের 'কাঙ্ক্ষিত ঘর' হয়ে উঠত। বৃহস্পতিবার ভোরে বিশ্বকর্মাপুজোর আগে এবছরও তাঁরা এসেছেন। কেউ বা বুধের রাতে পৌঁছেছেন। তবে এবছর ছবিটা আলাদা।

পুরোনো ভবন সাজানোর কাজ চলছে। সবুজ নেট দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ঘেরা । তাই সেখানে থাকা অসম্ভব। ৩০ টাকা দিয়ে স্টেশন সংলগ্ন ঘরে কেউ কেউ রাত কাটিয়েছেন। অনেকে রেললাইনের ওপর বসে বা ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রেলিং বা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঢাকিদের ঢাকগুলো একপাশে সরিয়ে রাখা ছিল। সবাই ভেবেছিলেন, নিশ্চিতভাবে তাঁরা বিপদে পড়েছেন।

ঠিক তখনই জলেশ্বরীর সঞ্জয় বর্মন এসে তাঁদের কাছে 'মুশকিল আসান' হিসেবে উদয় হলেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশ্বাস দেওয়ার পর ঢাকিদের মুখ আনন্দে চকচক।

টাউন স্টেশনের লাইনের ধারে সারি দিয়ে বসে ঢাকিরা। বৃহস্পতিবার। -সূত্রধর

সঞ্জয় শিলিগুড়ি টাউন ক্লাবের সঙ্গে কথা বলেছেন। পুজোয় ঢাকিদের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে তিনি ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সঞ্জয়ের ব্যান্ডপার্টি ও ঢাকি সরবরাহের ব্যবসা রয়েছে। ঢাকিদের সমস্যা তিনি খুব ভালো বোঝেন। তাই তিনি আর বসে থাকতে চাননি। শিলিগুড়ি টাউন ক্লাব জানিয়েছে, ক্লাবের পাশে ফাঁকা জায়গায় ত্রিপল টাঙিয়ে বা ক্লাবের ঘর দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব। সঞ্জয়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে তারা শীঘ্রই আলোচনায় বসবে। কোনও সংস্থা সাহায্য করলে খাবারের ব্যবস্থাও হবে।

মালদা থেকে এসে স্টেশনের রাস্তা ধরে হাঁটার সময় দীপক রবিদাস বলছিলেন, 'আজকে এসে টিফিন পেলাম। শুনছি, আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে এক ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতিদিন ঘরভাড়া করে থাকার মতো আমাদের সামর্থ্য নেই। তাই এবছর স্টেশনের কাজ শুরু হওয়ায় সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। থাকার ব্যবস্থাটা সত্যিই হয়ে গেলে আমাদের খুব উপকার হবে।'

ময়নাগুড়ি থেকে বিশ্বকর্মাপুজোয় কাজ খুঁজতে আসা সুনীল ঋষি স্টেশন এলাকায় সঞ্জয় বর্মনের কাছে নাম লেখান। সুনীল অনেকটাই নিশ্চিন্ত, 'বুধবার রাতে এসেছি। আশপাশে শুয়েবসে রাত কাটিয়েছি। কী হবে বলে খুব চিন্তায় ছিলাম। সেই সমস্যা মেটার আশা দেখায় আমি অনেকটাই আশ্বস্ত।'

কার্তিক দাস ৩০ টাকা ভাড়া দিয়ে এক জায়গায় রাতে শোবার বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলেন। চিন্তায় রাতে সেভাবে ঘুম হয়নি। আপাতত আশার আলো দেখা দেওয়ায় শুক্রবার বিশ্বকর্মাপুজোয় প্রাণ ঢেলে ঢাক বাজাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

বাসের পিছনে ট্রাকের ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড় এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি স্কুলবাস ও ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর ওপর একটি বেসরকারি স্কুলের বাস আচমকা রাস্তায় ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সময় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে বাসের পেছনে ধাক্কা মারে। এর ফলে বাস ও ট্রাক—দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সেই সময় বাসে কোনও পড়ুয়া ছিল না। গাড়ি দুটির চালক বা খালাসি কেউই গুরুতর আঘাত পাননি। দুর্ঘটনার পর এনজেপি থানার পুলিশ গাড়ি দুটি সরিয়ে নিয়ে যায়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকার বাসিন্দা দীপু রায়ের (৪০)। অভিযোগ, বুধবার রাত ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনবাত্তি এলাকায় একটি ট্রাক তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় দীপুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।

স্থানীয়রা উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সিটংয়ের হোমস্টেতে অগ্নিদগ্ধ তরুণী

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ের কোলে আনন্দঘন ছুটির মুহূর্ত নিমেষেই বদলে গেল বিভীষিকায়। কার্সিয়াং মহকুমার মনোরম পাহাড়ি গ্রাম সিটংয়ের (সিটং-১) খাসমহল এলাকার এক হোমস্টেতে দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এক মহিলা। ওই হোমস্টে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

মহিলার পরিবারের দাবি, হোমস্টেতে ন্যূনতম অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। দুর্ঘটনার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি আনা হয়। ফলে সিটং থেকে শিলিগুড়িতে নামিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। সূত্রের খবর, দিলারাম ফাঁড়ির পুলিশ ওই হোমস্টেতে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছে। কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ পুলিশ সুপার অনিন্দ্যসুন্দর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করছে।

১৩ সেপ্টেম্বর রাতের ঘটনা। চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনির বাড়ি থেকে মোটরবাইকে স্বামী সৌভিকের সঙ্গে সিটংয়ের ওই হোমস্টেতে ওঠেন নিকিতা সাহা। হোমস্টের ম্যানেজার দীপেন তামাংয়ের দাবি, সেদিন রাতে ন'টি ঘরই বুকিং ছিল। প্রচুর পর্যটক ছিলেন। রাতের মেনুতে মাছ ছিল। কিন্তু চোপড়ার দম্পতি মাছ খাবেন না বলে জানান। বদলে তাঁরা চিকেন বারবিকিউ অর্ডার করেন।

বারবিকিউয়ে বিপত্তি

একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ), কাঠকয়লার আগুন নিভু নিভু দেখে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি জ্বালানি জাতীয় তরল ঢেলে দেন। সেইমুহূর্তে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে এবং তরুণীর সারা শরীরে আগুন ধরে যায়। তরুণী চেয়ার থেকে পড়ে যান। তাঁর স্বামী আর্তনাদ করতে থাকেন। হোমস্টে ম্যানেজারের বক্তব্য, 'হঠাৎ বাঁচাও বাঁচাও, হেল্প হেল্প বলে মহিলার শব্দ শুনতে পাই। তারপরেই আমি একটা ভেজা তোয়ালে মহিলার শরীরে জড়িয়ে দিই। আগুন নিভে যায়।'

বৃহস্পতিবার তিনি দাবি করলেন, চিকেন বারবিকিউ করার সময় আগুন নিভে যাচ্ছে দেখে এখানকারই এক নির্মাণশ্রমিক তারপিন তেল ঢালছিলেন। তখন দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই ব্যক্তি বললেন, 'সিটংয়ে অ্যাম্বুল্যান্স থাকে না। আমার ভাইয়ের গাড়ি অনেকটা নীচে নাসপাতিগাঁওয়ে ছিল। সেখান থেকে গাড়ি আসতে আসতে ১০-১৫ মিনিট সময় লেগেছে। তারপর ওই তরুণীকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।'

যদিও আহত তরুণীর বাবা নির্মল সাহা হোমস্টে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'মেয়ে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল। তারপর সিটং থেকে সমতলে নামানো হয়।' আরও আগে মেয়ের চিকিৎসা শুরু করা গেলে হয়তো শারীরিক অবস্থার এতটা অবনতি হত না বলে দাবি নির্মলের।

পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্রগুলো, বিশেষ করে হোমস্টেতে নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সহ সামগ্রিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক নির্দেশিকা থাকলেও, বাস্তবে কতটা মানা হয়- সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

তিন দুষ্কৃতী ধৃত

খড়িবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বড়সড়ো ডাকাতির ছক বানচাল করল খড়িবাড়ি পুলিশ। পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার ৩ দুষ্কৃতী! ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পলাতক দুষ্কৃতীদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে টহলদারির সময় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ খবর পায় যে, জায়গিরজোত গ্রামের একটি ছোট চা বাগান সংলগ্ন নির্জন এলাকায় দুষ্কৃতীরা জড়ো হচ্ছে। এই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুষ্কৃতীদের ঘিরে ফেলে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে ৩ জন দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করে পুলিশ। তবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অন্তত ৭-৮ জন দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা পুলিশের কাছে ডাকাতির পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছে। খড়িবাড়ি এলাকায় একটি বাড়িতে ডাকাতির ছক ছিল তাদের। পরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এসে রাতভর জেরা করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে সনৎ মজুমদারের বাড়ি খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে, মণীশ বর্মন খড়িবাড়ি পশ্চিম হাওদাভিটার বাসিন্দা এবং সচিন সাহানি থানঝোরা চা বাগানের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে হাঁসুয়া, লোহার রড, কাটার সহ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র।

ত্রাণের হুড়োহুড়ি। মালদার ভূতনিতে বৃহস্পতিবার।

গ্রেপ্তার ৩

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার গভীর রাতে হিমাঞ্চল বিহার এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন মহম্মদ আমিন, মহম্মদ সমাজ ও রাহুল রায়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মশার জিনগত পরিবর্তনে কাজ করছে না ওষুধ

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজ্যজুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে এক নতুন তথ্য। গবেষণায় জানা গিয়েছে, এডিস মশার জিনগত পরিবর্তনের ফলে মশা মারার ওষুধ আর সেভাবে কাজ করছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা ও বায়োইনফরমেটিক্স বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই গবেষণা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ ধীরাজ সাহার তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা করা হয়েছে। ধীরাজ, শুভজিৎ দাস, প্রাপ্তি দাস, অভিরূপ সাহা, শুভজিৎ ঘোষ, অভিন্ন তামাং এবং সুবর্ণা ঠাকুর- এই সাতজন গবেষক প্রায় আড়াই বছর ধরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এই গবেষণা করেছেন। গবেষণাপত্রটি গত শনিবার 'এলসেভিয়ার' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ডেঙ্গি থেকে রেহাই পেতে স্প্রে এবং ফগিং করা হয়। গবেষণার দেখা গিয়েছে, ক্রমাগত রাসায়নিক ব্যবহার করার ফলে মশার প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, এখন আর এই স্প্রে কাজ করছে না বললেই চলে। ধীরাজ বলেন, 'পাঁচটি জেলা থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এডিস এজিপ্টাই মশার প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।'

গবেষণায় দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গের সব জেলার মশার প্রতিরোধ ক্ষমতার মাত্রা একরকম নয়। কোনও জেলায় কীটনাশক ব্যবহারে কিছুটা কাজ হলেও অন্য জেলায় সেই রাসায়নিক একেবারেই প্রভাব ফেলতেই পারছে না। শিলিগুড়ি শহরে এই রাসায়নিকের প্রভাব ১০ থেকে ২০ শতাংশ। এমনকি এলাকাভেদে মশার প্রতিরোধ ক্ষমতার তারতম্য হয়।

ল্যাবরেটরি এবং বায়োইনফরমেটিক্স পরীক্ষায় গবেষকরা পর্যবেক্ষণ করেছেন, মশার দেহে 'কার্বক্সিলএস্টারেজ' নামক একটি উৎসেচক অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে এডিস মশার 'থ্রি-এ' এবং 'সিক্স-এ' জিন দুটো বেশি পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। যার ফলে মশার শরীরে কীটনাশক ঢোকার পরেই এই এনজাইমটি বিষাক্ত রাসায়নিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কীটনাশককে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। তাই মশা মরছে না।

শুভজিৎ বলেন, 'এনজাইম-ব্লকার ব্যবহার করে যদি কার্বক্সিলএস্টারেজ এনজাইমটিকে ব্লক করে দেওয়া যায় তাহলে আবার কীটনাশক কাজ করবে।'

সেনাকর্মীদের চাল সাবাড় করল হাতি

বাগডোগরা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার রাতে আচমকাই সাইরেন বেজে উঠল ব্যাংডুবি সেনাছাউনিতে। মুহুর্মুহু বাজি, পটকা ফাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে হুলুস্থুল ব্যাপার।

সেনাছাউনির সাপ্লাই ডিপোতে তখন বনকর্মীদের চূড়ান্ত তৎপরতা। হঠাৎই বাজির ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সাপ্লাই ডিপোর একটি গোডাউন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা হাতি। বন দপ্তরের গাড়ির আলোয় দেখা গেল, লেজ তুলে ছুটে পালাচ্ছে গজরাজদের দল। কার্সিয়াং ডিভিশনের বনকর্মীরা হাতির দলটিকে তাড়িয়ে ফের জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরই হাঁফ ছাড়েন। ততক্ষণে অবশ্য গোডাউনের ভিতরে থাকা চাল সহ অন্য বস্তাগুলো ওলোট-পালট হয়ে গিয়েছে। বেশ খানিকটা সাবাড়ও করে দিয়েছে হাতির পাল।

সামরিক বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনাছাউনির সাপ্লাই ডিপো হল সামরিক

ছবি : এআই

বিভাগের রসদ ভাণ্ডার। সেনাবাহিনীর খাবার, খচ্চরের খাবার, জ্বালানি তেল এখান থেকেই সরবরাহ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। তবে গত কয়েক দিন ধরে এখানেই হাতির আনাগোনা বেড়েছে। ওই রাতে সাপ্লাই ডিপোতে বেশ কয়েকবার হাতির দলটি হানা দেয়। ব্যাংডুবির সিক্সটিন এফএডি-র কর্মী বিলাস দেবনাথের কথায়, 'বুধবার রাতে প্রায় ৪০টি হাতির একটি দল আমাদের ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। বিকেলের পরেই বাগডোগরা-পানিঘাটা সড়কে হাতির দল চলে আসছে। বৃহস্পতিবার বিকেলেও বাগডোগরা-পানিঘাটা সড়কের ইঞ্জিনিয়ার পার্কের সামনে রেললাইনের ওপরে হাতি ছিল।'

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, 'বাগডোগরা জঙ্গলে এখন হাতির সংখ্যা ১২৪টি। গ্রামের কৃষিজমিতে ধান হাতিদের খাবারের উপযোগী হতে আরও কয়েক দিন লাগবে। এজন্য হাতিরা বাগডোগরা জঙ্গলের মধ্যে সেনাবাহিনীর ছাউনিতে হানা দিচ্ছে।'

কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানিয়েছেন, ব্যাংডুবি সেনাছাউনির সাপ্লাই ডিপোতে বারবার হাতি হানা দিচ্ছে। সামরিক বিভাগের কর্মীরা সাইরেন বাজিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করলেও হাতি নড়তেই চায় না। বন বিভাগের গাড়ি দেখলে হাতিরা ঠিক চিনে ফেলে। চলেও যায়। এজন্য বন দপ্তরের তরফে সর্বক্ষণের জন্য একটা টিম ওখানে রাখা হয়েছে, যাতে সামরিক বিভাগের কোনও ক্ষতি না হয়।

ত্রিহানা চা বাগানের শ্রমিক মনোজ লাকড়ার কথায়, 'গতকাল সন্ধ্যায় বাইকে আসার সময় হাতির দল রাস্তা পার হচ্ছিল। সাবধানে ছিলাম, তাই বেঁচে গিয়েছি।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নীল আকাশের নীচে।।
গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন বুনিয়াদপুরের অঙ্কুর রায়।

টোটোয় জরিমানার নিদান

বাগডোগরা, ১৭ সেপ্টেম্বর : রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া যে সমস্ত টোটো জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে চলাচল করছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ। মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার— তিনদিনে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ড প্রায় ১৭০টি টোটো আটক করে। তবে প্রতিদিনই টোটোগুলি সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এবারে আরও কড়া হচ্ছে পুলিশ। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'এতদিন সচেতন করা হচ্ছিল, সতর্ক করা হচ্ছিল। এবার আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে টোটো ধরে জরিমানা করা হবে।'

বৃহস্পতিবার বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা টোটো আটকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন। এক আধিকারিক বলেছেন, 'জাতীয় সড়ক এবং এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া টোটো চালানো যাবে না। এর আগেও আমরা বহুবার সতর্ক করেছি। তারপরেও আইন মানা হচ্ছে না। দিন-দিন টোটোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শুধু বাগডোগরাতেই এখন টোটোর সংখ্যা প্রায় আট হাজার। তার ওপরে আশপাশের গ্রাম থেকে আসছে। ফলে এই দুই সড়কে শুধুই টোটো আর টোটো।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক টোটোচালক বলেন, 'বাগডোগরায় বেশ কিছু টোটোচালক নাবালক। এই নাবালক চালকরা সর্বক্ষণ বিভিন্ন ধরনের নেশা করে।'

মাদকাসক্ত চালকরা হাতে টোটো চালালে যাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দিকটিতেও নজর দেওয়া হবে।

স্কুলে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ি এলাকায় দুটি পৃথক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ফুলবাড়ির আমাইদিঘি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ভিতর এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। এদিকে, এক স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে উত্তরকন্যা সংলগ্ন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপল্লি এলাকার একটি বাড়ি থেকে।

ফুলবাড়ির আমাইদিঘি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ভিতর ক্লাসরুম ও মিড-ডে মিলের ঘরের মাঝে থাকা টিনের শেডের মধ্যে ওই ব্যক্তির দেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। সকালে স্কুলে ঢুকে এক শিক্ষিকা বিষয়টি দেখেন। এনজেপি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য কয়েক মাস আগে বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্দীপ সরকার বলেছেন, 'সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ এক শিক্ষিকা ফোন করে খবরটি জানান। ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।'

এদিকে, শ্রীরামপল্লির বাসিন্দা নবম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম বর্ষা সরকার (১৫)। এদিন সকালে ঘর থেকে ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় জখম

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে সেবক রোডে রাস্তা পার হওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে একটি বেপরোয়া টোটো। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও টোটোচালক পালিয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, টোটোটি অতিরিক্ত গতিতে যাচ্ছিল। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারেন। টোটোটির নম্বর হাতে পেয়েছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।

রেইনকাটের জেরে ময়নাগুড়ির জরদা সেতুতে তৈরি হয়েছে গর্ত। ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন।

সিটি স্ক্যানের প্লেট হাতে ঘুরছেন রোগী

হাড়ের জটিল অপারেশনও বন্ধ হাসপাতালে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : হাসপাতালে রোগীরা আসছেন। তবে ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামপুর হাসপাতাল নিয়ে রোগীদের অসন্তোষ বাড়ছে। অথচ সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। যেমন সিটি স্ক্যান বিভাগে রেডিওলজিস্ট নেই। প্রায় তিন মাস আগে বদলি করা হয়েছে তাঁকে। ফলে স্ক্যান করানোর পর রোগীদের হাতে প্লেট ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই প্লেট নিয়ে ডাক্তারের টেবিলে ঘুরছেন রোগীরা। রিপোর্ট তৈরিই সম্ভব হচ্ছে না। বাইরে সেই রিপোর্ট করাতে গেলে গুনতে হচ্ছে প্রচুর টাকা। রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা জানাচ্ছেন, এতে প্রায় ৩ থেকে ৯ হাজার টাকা লাগছে।

ইসলামপুর হাসপাতালে সিটি স্ক্যান বিভাগের এই চরম অব্যবস্থার কথা স্বীকার করেছেন একাধিক চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা। শুধু রেডিওলজিস্টের সমস্যাই নয়, ট্রমা কেয়ার ইউনিটের অপারেশন থিয়েটারে সি-আর্ম মেশিন নেই। হাসপাতালের মূল ওটিতেও তিন বছর ধরে ওই মেশিন নেই বলে অভিযোগ। ফলে, জটিল অর্থোপেডিক সার্জারি পুরোপুরি বন্ধ। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। সম্প্রতি রায়গঞ্জের বাসিন্দা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী বান্টি দাস তাঁর আত্মীয়ের কাছে ইসলামপুরে বেড়াতে এসেছিলেন। আচমকা পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। পরিজনরা তাঁকে নিয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখালে চিকিৎসক সিটি স্ক্যান করাতে বলেন। সেসময়ে হাসপাতালে বান্টির সিটি স্ক্যান হয়। তবে প্লেট দেওয়া হলেও কোনও রিপোর্ট পাননি তাঁরা। পরে বান্টির ঠাকুমা ষাটোর্ধ্ব মাধুরী দাস সিটি স্ক্যানের প্লেট নিয়ে বহির্বিভাগে একের পর এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেও তাঁরা কেউ সেই প্লেট ছুঁয়েও দেখেননি। অসহায় মাধুরীর বক্তব্য, 'ডাক্তাররা বলছেন সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট ছাড়া তাঁদের কিছু করার নেই। বাইরে থেকে নাতনির সিটি স্ক্যান করানোর জন্য প্রায় হাজার দশেক টাকা জোগাড় করা আমার পক্ষে কঠিন। কী করব জানি না।'

এদিকে মাস খানেক আগে হাত ভেঙেছিল জ্যোৎস্না ঘোষের। স্বামীর যৎসামান্য আয়। ভাঙা হাতে প্লেট বসাতে হত। কিন্তু হাসপাতালে সি-আর্ম মেশিন না থাকায় বিপাকে পড়েন জ্যোৎস্না। নার্সিংহোমে সেই অপারেশন করাতে সোনার গয়না বেচে ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হয় দম্পতিকে। জানা গিয়েছে, সি-আর্ম মেশিনের মূল্য প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। তবে রাজ্যের নতুন সরকার বা বিগত তৃণমূল সরকার কেউই এই বিষয়ে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, 'সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট ছাড়া চিকিৎসা তো আইওয়াশ মাত্র। রেডিওলজিস্ট রিপোর্ট না দিলে আমাদের কিছু করার নেই। একইভাবে সি-আর্ম মেশিনের অভাবে প্রাথমিক কিছু সার্জারি ছাড়া হাড়ের বড় ও জটিল সার্জারি অসম্ভব।'

ইসলামপুর হাসপাতালের সিটি স্ক্যান ইউনিট।

আবার খোদ স্বাস্থ্য প্রশাসনের এক কর্তা জানালেন, এক রেডিওলজিস্টকে বদলি করা হলে তাঁর জায়গায় অন্য একজনকে ইসলামপুর হাসপাতালে কেন দেওয়া হল না, তা তিনি জানেন না। এপ্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেছেন, 'সমস্যা যে হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দুটি বিষয় নিয়েই স্বাস্থ্য ভবন সহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।'

দেহ হস্তান্তর

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির মহানন্দা নদীতে তলিয়ে মৃত বাংলাদেশি পড়ুয়া মহম্মদ সাফায়েল হোসেন নওসাদের দেহ ফিরল তাঁর নিজের দেশে। বৃহস্পতিবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে ওই পড়ুয়ার দেহ বাংলাদেশে হস্তান্তরিত করে প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশনের আধিকারিক সুরজিৎ বিশ্বাস সহ বিএসএফের আধিকারিকরা। ওপারে বিজিবি, পুলিশ এবং মৃত পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সাফায়েল বাংলাদেশের নেত্রকোনার বাসিন্দা ছিল। সে ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের একাদশ শ্রেণিতে পড়ত। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ফুলবাড়ির মহানন্দা নদীতে নেমে তলিয়ে যায় দুই পড়ুয়া। তাদের মধ্যে একজন সাফায়েল এবং অন্যজন মালদার প্রাগজ্যোতি দাস। ১৫ সেপ্টেম্বর তাদের দেহ উদ্ধার করে এনডিআরএফ। ময়নাতদন্তের পর সাফায়েলের দেহ বাংলাদেশে হস্তান্তর করল ভারতীয় প্রশাসন।

খাদ্য প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং মাইক্রোবায়োলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া-র সহযোগিতায় দুইদিনের মাইক্রোবায়োলজি ও ফুড বায়োটেকনলজি কর্মশালা বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার স্টুডেন্ট ইউনিটের উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে আন্তর্জাতিক মাইক্রোঅর্গানিজম ডে উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও খাবারের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে প্রায় ১০০ জন অংশ নেন। মোমো, ইডলি, ছাঁচ, কাসুন্দি, বাঁশের আচার সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রদর্শিত হয়।

পুরোনো ভবনের বুকিংয়েও জট

দরজা বন্ধ নয়া অতিথিনিবাসের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ঘটা করে উদ্বোধন করা হলেও কলকাতার বেলেঘাটায় শিলিগুড়ি অতিথিনিবাসের নয়া ভবনের দরজা অবশ্য আমজনতার জন্য বন্ধ। এদিকে পুরোনো ভবনের বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও বিড়ম্বনার শেষ নেই। অভিযোগ, অতিথিনিবাসের পুরোনো ভবনে ১৫টি ঘর থাকলেও অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে মাত্র চারটি ঘর নজরে আসে। কোনও কোনও সময় ওই চারটির মধ্যে দু-একটি ঘর আগে থেকেই বুকিং হয়ে থাকে। ফলে কারও বেশি সংখ্যক ঘরের প্রয়োজন হলে তাঁরা হতাশ হয়ে বেসরকারি পরিষেবার দিকে ঝোঁকেন। ঘটনায় পুরনিগমের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আবার নয়া ভবন উদ্বোধন হলেও আমজনতার জন্য তার দরজা কেন খোলা হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলছেন, 'আমাদের সময়ে পুরোনো ভবন সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছিল। নতুন ভবনটি উদ্বোধনও করা হয়েছিল। তবে প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জেরে তা এখনও চালু করা হল না।' প্রাক্তন মেয়রের অভিযোগ প্রসঙ্গে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলছেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, বাম জমানায় কলকাতার বেলেঘাটায় প্রথম শিলিগুড়ি অতিথি নিবাস তৈরি হয়। নানা কাজে কলকাতায় গিয়ে যাতে শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের বিপাকে পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যে ওই অতিথিনিবাস তৈরি হয়েছিল। পুরোনো ওই ভবনে ১৫টি ঘর রয়েছে। তৃণমূল জমানায় ওই অতিথিনিবাসটি ঢেলে সাজানো হয়। তবে সমস্যা হয় বুকিংয়ের ক্ষেত্রে। অভিযোগ, অনলাইন মাধ্যমে বুকিং করার সময় মাত্র চারটি ঘর নজরে পড়বে। কখনো-কখনো আবার ওই চারটির মধ্যে দু-একটি ঘর বুক হয়ে থাকে। ফলে নির্দিষ্ট দিনে বেশি ঘরের প্রয়োজন হলেও অনেকেই বুকিং করতে গিয়ে হতাশ হন। এ বিষয়ে অবশ্য পুর কর্তৃপক্ষের সাফাই, ১৫টি ঘর বুকিংয়ের জন্য অনলাইনে ছেড়ে দেওয়া হলে শহরের মানুষ বঞ্চিত হতে পারেন। রাজ্যের যে কোনও প্রান্ত থেকেই ঘরগুলি বুকিং করা সম্ভব হবে। সেই সমস্যা এড়াতেই অনলাইনে মাত্র চারটি ঘর দেখানো হয়। তবে পুরনিগমে গিয়ে শহরের যে কোনও প্রান্তের বাসিন্দা একযোগে চার বা ততোধিক ঘর বুকিং করতে পারবেন।

- শিলিগুড়ি পুরনিগমের নিজস্ব তহবিলের প্রায় ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচে নতুন ভবন তৈরি হয়েছিল
- নয়া ভবনে এখনও লিফট বসানো বাকি রয়েছে
- ভবনের সব কাজ এখনও শেষ না হওয়ায় কলকাতা পুর সংস্থার তরফে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি

শিলিগুড়ি অতিথিনিবাসের তিনতলা নতুন ভবনে ১৮টি ঘর আছে। পুরনিগমের নিজস্ব তহবিলের প্রায় ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচে ওই ভবন তৈরি হয়েছিল। চলতি বছরের শুরুতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ওই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। যদিও আজ পর্যন্ত ওই ভবনের দরজা আমজনতার জন্য খোলা সম্ভব হয়নি। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, শিলিগুড়ি অতিথিনিবাসের নয়া ভবনের সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। লিফট বসানো বাকি রয়েছে। ফলে কলকাতা পুর সংস্থার তরফে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। সেই কারণেই নয়া ভবন উদ্বোধন হলেও তা চালু করা সম্ভব হয়নি। তৃণমূলকে একহাত নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলছেন, 'এবার রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। আগামীদিনে নির্বাচনের মাধ্যমে পুর বোর্ড গঠন হলেই ওই কাজ সম্পন্ন করা হবে।'

ধর্ম যার, উৎসব তার!

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের পরিবর্তন হতেই বদলে গেল উৎসবের স্লোগান। বিগত সরকারের আমলে এতদিন পুজোর স্লোগান ছিল— ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। বৃহস্পতিবার কোচবিহার সদর মহকুমার বিভিন্ন পুজো কমিটিকে নিয়ে বৈঠক করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। কোচবিহার শহরের সাহিত্যসভার হলঘরে অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠান মঞ্চের মূল ব্যানারে বড় বড় করে লেখা ছিল, 'ধর্ম যার, উৎসব তার।' তবে শুধু ব্যানারেই যে এই স্লোগান লেখা রয়েছে তা নয়, অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিভিন্ন নেতার পাশাপাশি রাজ্যের নবদ্বীপ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সাধুসন্তদের কথাতেও বারবার তা ধরা পড়েছে। অনেকে বিষয়টিকে সমর্থন করলেও দুর্গাপুজোকে শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার বিষয়টি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একেবারে মেনে নিতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে জেলার বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভাষণে নবদ্বীপধাম থেকে আসা নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বলেন, 'দুর্গাপুজো হিন্দুদের পুজো, সবার নয় তো। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার— এ কথাটা ঠিক নয়। যাঁরা নিজেদের নাস্তিক বলেন, যাঁরা আমাদের ঈশ্বরকে ভালোবাসেন না, মানেন না, এটা তাঁদের উৎসব কখনোই হতে পারে না। তাই সঠিক হচ্ছে— ধর্ম যার, উৎসব তার।'

হিন্দু পরিষদের পুজোর বার্তায় বিতর্ক

বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের মন্দির, অর্চ ও পুরোহিত প্রমুখ সুকুমার ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম যার, উৎসব তার।' তাঁর কথায়, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোনও ফতোয়া জারি করছে না। কোনওরকম খাদ্য নিয়ে বিধিনিষেধ করছে না। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের পুজোর যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে, সেটাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।'

কোচবিহার সদর মহকুমার দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠক করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সন্ধ্যার আগে সাহিত্যসভার হলঘরে অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানে পুজো কমিটিগুলোর ভিড় উপচে পড়ে। শারদীয়ার মতো বিশাল উৎসবে শুধু হিন্দুরা ছাড়া বাকিরা যে আর কেউ থাকছে না, এদিন ঘুরিয়ে সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি অরুণ কুমার বলেন, 'পুজো যাতে নিয়মবিধি মেনে সাত্ত্বিক মতে হয়, পুজোর পরিবেশ এবং পুজোর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যাতে পুজোর মতোই থাকে, এদিনের অনুষ্ঠানে পুজো কমিটিগুলোকে ডেকে সেসব বিষয়ে বলা হয়েছে।'

যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই স্লোগানের কঠোর সমালোচনা করেছে। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জন্ম নেওয়ার হাজার হাজার বছর আগে থেকে ভারতবর্ষ রয়েছে। আমাদের মনীষীরা বলে গিয়েছেন, বিবিধের মাঝে মিলন মহান। আমাদের কোচবিহারের মহারাজারাও সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাই ভিএইচপি-র এই স্লোগান একেবারেই মেনে নিতে পারছি না। আগের স্লোগানটাই ঠিক ছিল।'

বৃষ্টিতে পণ্ড শিলিগুড়ির বিশ্বকর্মাপুজোর বাজার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যায় সবেমাত্র ক্রেতাদের ভিড় জমেছে। নানা আকারের বিশ্বকর্মার মূর্তি দেখিয়ে দরদাম করছিলেন মৃৎশিল্পী মিলন পাল। একটা প্রতিমা বেছে নিয়ে সুরজ তামাং বললেন, 'হাজার টাকা দিতে পারি।' মাটি সহ প্রতিমা তৈরির খরচ কতটা বেড়েছে, বোঝানোর চেষ্টা করলেন মিলন। এমন দরদাম পরিস্থিতি শহরের সর্বত্র। হঠাৎই আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি। দুপুরে বৃষ্টি শেষে আকাশ ঝলমলে হয়ে ওঠায় অনেকেই আশাবাদী ছিলেন, প্রকৃতি আর বিমুখ হবে না। কিন্তু কালো মেঘে ঢাকা পড়তে আকাশ বেশি সময় নেয়নি। সন্ধ্যা থেকে রাত, দফাওয়ারি বৃষ্টি হয়েছে শহরে।

রাস্তার ধারের অস্থায়ী বাজারে প্রতিমা সাজিয়ে কার্যত অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নামেন মৃৎশিল্পীরা। ক্রেতা টানতে সুন্দর প্রতিমাগুলিকে সামনে রাখা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার বজ্রগর্ভ মেঘসৃষ্ট বৃষ্টির জন্য প্রতিমা বাঁচানোর লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল তাঁদের। বিক্রির জন্য বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে রাস্তার ধারে বসা বিক্রেতারাও সমস্যায় পড়েন। শোলা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের ফুল প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে রাখতে দেখা গেল অনেককে। কেউ আবার ফলের ওপর প্লাস্টিক বিছিয়ে অপেক্ষা করলেন বৃষ্টি কমার। বিশ্বকর্মাপুজোর আগের রাতের বৃষ্টিতে ভিজে বাজার করলেন অনেকে। এমনই একজন নির্মল দে বললেন, 'কী আর করা যাবে। সময় তো আর থমকে থাকবে না। দোকানের পুজোর প্রস্তুতিও সারতে হবে।'

গণেশপুজোর মধ্য দিয়েই শহরে উৎসবের আবহ। গণেশপুজোর আমেজের মধ্যে বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন। সকালের আবহাওয়া দেখে সন্ধ্যারাতে বাজার করার পরিকল্পনা করেছিলেন মহানন্দাপাড়ার অভয় রায়ের মতো অনেকেই। কিন্তু বিকেলের আগেই আবহাওয়ার বদল ঘটে। সন্ধ্যার দিকে অঝোর বৃষ্টিতে স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তায় মূর্তিগুলো ঢাকা দেওয়ার সময় মৃৎশিল্পী নির্মল রায় হতাশার সুরে বললেন, 'বিকেলের দিকে বৃষ্টির সময় ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার পর আর হয়তো বৃষ্টি হবে না। ক্রেতাদের ভিড়ও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সমস্তটা নষ্ট করে দিল বৃষ্টি।'

প্রতিমা বাঁচাতে বন্ধ দোকানের সামনের শেডের নীচে কোনওভাবে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন মন্দিরা দাস, বিনিতা রায়ের মতো অনেকেই। হতাশার সুরে মন্দিরা বললেন, 'এভাবে বৃষ্টি হবে বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারছি না অক্ষত অবস্থায় বিশ্বকর্মাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব কি না।' শোলা দিয়ে তৈরি ফুল ভিজে যাওয়ায় তা আলাদা করছিলেন নরেশ মাহাতো। মন্দিরার কথা কানে যেতে বললেন, 'সবই বাবার ইচ্ছে।'

একটু রাতের দিকে অবশ্য পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। নতুন করে ভিড় জমে বিভিন্ন বাজারে। হায়দরপাড়ায় বৃষ্টির মধ্যেই তনুশ্রী দাস ও মঞ্জুশ্রী রায়রা দোকানে ফল কিনতে আসায় কিছুটা অবাক হন ফল ব্যবসায়ী অমল রায়। ত্রিপল সরিয়ে ফল দেখানোর সময় বলে উঠলেন, 'এই বৃষ্টির মধ্যেও আপনারা বেরিয়েছেন। এটাই আমাদের জন্য অনেক। অন্তত কিছু আয় করে পুজোর দিনে বাড়ি ফিরতে পারব।'

বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে প্লাস্টিক শেডে রাখা হয়েছে মূর্তি। বৃহস্পতিবার।

মমতাকে অনুমতি

অবশেষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীরামপুরে সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুধু সভাস্থল পরিবর্তন হল। রাজ্যের প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে সভা করতে হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।

পুজোর আগে টাকা

পুজোর আগেই টাকা ফেরত পেতে পারেন রোজভ্যালির আমনতকারীরা। বৃহস্পতিবার চিটফান্ড কাণ্ড মামলায় অ্যাসেটস ডিসপোজাল কমিটি হাইকোর্টে জানায়, আরও ৫০০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে আমনতকারীদের।

জিআই স্বীকৃতি

জিআই স্বীকৃতি পেল রাজ্যের কনকচূড় খই। ২০২২ সালে এই খইয়ের স্বীকৃতির জন্য আবেদন করার পর ধাপে ধাপে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর স্বীকৃতি মিলেছে। গ্রামবাংলার এই খই জয়নগরের মোয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ঝালমুড়িতে অফার

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে প্রত্যেক ক্রেতাকে ২০ গ্রাম করে অতিরিক্ত ঝালমুড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই ভাইরাল ঝালমুড়ি বিক্রেতা ঝাড়গ্রামের বিক্রম কুমার সাউ। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঘর বানিয়ে দেওয়ারও আবদার করেছেন বিক্রম।

পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক অসহযোগিতা ও রাজনৈতিক বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'পিএম বিশ্বকর্মা'। বৃহস্পতিবার বিশ্বকর্মা পুজো এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিন বছর আগে দেশজুড়ে চালু হওয়া এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকা রাজ্যের ১৮টি পেশার কারিগররা এবার এর সুফল পাবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রী জিতন রাম মাঝি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত তিন বছর ধরে কেবল রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে কেন্দ্রের এই ঐতিহাসিক কল্যাণকামী প্রকল্পটি রাজ্যে কার্যকর করতে দেওয়া হয়নি। আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসেই সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। স্বর্ণকার, কর্মকার, কূর্মকার, ভাস্কর, সূত্রধর সহ ঐতিহ্যবাহী ১৮টি পেশার সঙ্গে যুক্ত বাংলার পাঁচ লক্ষেরও বেশি কারিগর এই যোজনার মাধ্যমে উন্নত কারিগরি প্রশিক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং নামমাত্র সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাবেন।'

রাজ্যের ত্রিসীমানায় লালসন্ত্রাস খতম : মুখ্যমন্ত্রী

গ্রেপ্তার মাওবাদী নেতা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জালে ধরা পড়ল কিষেনজি-ঘনিষ্ঠ তথা সিপিআই (মাওবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম শীর্ষ সদস্য অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ। বৃহস্পতিবার কাকভোরে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। ধৃত ৬৪ বছর বয়সি এই মাওবাদী নেতার মাথার দাম ঝাড়খণ্ড সরকার ১ কোটি টাকা এবং ওড়িশা সরকার ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল। দীর্ঘ দেড় দশক ধরে আন্তঃরাজ্য সীমানায় অতিবাম উগ্রপন্থী হিংসা ও নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আকাশের গ্রেপ্তারিকে রাজ্য নিরাপত্তা পরিকাঠামোর এক বিরাট সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আকাশের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'রাজ্যের সিপিআই (মাওবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আকাশ ওরফে অসীম মণ্ডলকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পটাশপুরের লালট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে আন্তঃরাজ্য সীমানায় যে ধরণের সন্ত্রাস চলছিল, তা দমন করতে নিজেদের দক্ষতার পাশাপাশি উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই সাফল্য এসেছে। স্পষ্ট বলে দিতে চাই, রাজ্য সরকার লালসন্ত্রাস বরদাস্ত করবে না। কোনওভাবে তা মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।'

কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ জানান, ধৃত আকাশের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডে ১৮টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ১২-১৩টি গুরুতর পুরোনো ফৌজদারি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রয়েছে। ২০১০ সালে লালগড় আন্দোলন পরিচালনা এবং সুদীপ চোঙদার গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজ্য মাওবাদী সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছিলেন জঙ্গলমহলের চন্দ্রকোণার বাসিন্দা আকাশ। ২০১১ সালে কিষেনজির মৃত্যুর পর আকাশ সহ অন্তত ১২ জন মাওবাদী নেতা ঝাড়খণ্ডে চলে যান। তিনি ঝাড়খণ্ডের সারান্ডা জঙ্গল এলাকায় আত্মগোপন করেন। সম্প্রতি পূর্ব সিংভূম এলাকার এরিয়া কমান্ডারেরা আত্মসমর্পণ শুরু করেন। তখন সারান্ডা জঙ্গলে আরও এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা মিশির বেসরার স্কোয়াডের কাছে আশ্রয় নেন তিনি। কিছুদিন আগে মিশির বেসরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর সারান্ডা থেকে স্কোয়াডের বিভিন্ন নেতারা নানা জায়গায় আশ্রয় নেওয়া শুরু করেন। ওই সময় তিনজন গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। এই রাজ্যে আকাশ কেন এসেছিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

> রাজ্যের সিপিআই (মাওবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আকাশ ওরফে অসীম মণ্ডলকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পটাশপুরের লালট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে আন্তঃরাজ্য সীমানায় যে ধরনের সন্ত্রাস চলছিল, তা দমন করতে নিজেদের দক্ষতার পাশাপাশি উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই সাফল্য এসেছে।
>
> –শুভেন্দু অধিকারী

সম্প্রতি যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাওবাদী নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়ায় এবং অর্থের সংস্থান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পূর্ব মেদিনীপুরে এক আত্মীয়র বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে নগদ ৯৫ হাজার টাকা, পেনড্রাইভ ও বহু গোপন নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ধৃত শীর্ষ মাওবাদী নেতাকে শুক্রবার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নেবে এসটিএফ। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতায় আসছে। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের তরফে রঞ্জিত শূর আকাশকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার দাবি করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন মুখ্যমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার বাবুঘাটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গার ঘাটে জ্বলল লক্ষ প্রদীপ

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ৭৬ বছরে পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে তাঁর পূর্ণ হল মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছরের প্রশাসনিক জীবন। মোদির সেই সাফল্যকে তুলে ধরতে এদিন দেশজুড়ে যে সেবা সংকল্প অভিযান শুরু করেছে দল ও সরকার, তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার এ রাজ্যেও অনুষ্ঠিত হল একাধিক মেগা ইভেন্ট।

এদিন সকালে সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে মোদির মোমের মূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তারপর দিনভর কখনও ধনধান্যে বিশ্বকর্মা যোজনার সূচনা। আবার কখনও সেন্ট্রাল পার্কে অন্নপূর্ণা যোজনা সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পের লাভার্থী সমাবেশের মাধ্যমে উদযাপন হল মোদির জন্মদিন। এর পাশাপাশি দলের বিধায়ক এবং সাংসদরা তাঁদের নিজ নিজ বিধানসভা ও সংসদীয় এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। মূল অনুষ্ঠান হয়েছে কলকাতায়। গঙ্গার তীরে বাজে কদমতলা ঘাটে জ্বলেছে লক্ষ প্রদীপ। আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থির মধ্যেও সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সরকারি উদ্যোগে মোদির জন্মদিন পালনের একাধিক কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৭ অক্টোবর প্রশাসক মোদির ২৫ বছর পূর্তিতে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২০ অক্টোবরের মধ্যে সেই অনুষ্ঠান শেষ হবে। এছাড়া কলস যাত্রা, রঙ্গোলি সহ একাধিক কর্মসূচি মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আগামী ২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির ছবিকে তুলে ধরা হবে।'

এছাড়া মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে হাওড়া ব্রিজে লেজার শোয়ের বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। আগামী এক মাস ধরে এই আলোকসজ্জা দেখা যাবে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ঐতিহাসিক সাফল্য এবং কলকাতার নগরপরিবহণ কাঠামোর এক অনন্য মাইল ফলক। যা বাংলার প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক ইচ্ছার ফসল। সকালে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে পুজো দেন শমীক।

মহিলাদের এগোনোর বার্তা মোদির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলায় পরিবর্তনের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণকে স্মরণীয় করে রাখতে মোদির জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বরকে এদিন অন্নপূর্ণা যোজনা দিবস বলে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সেই অনুষ্ঠানেই যোজনার মহিলা উপভোক্তাদের উদ্দেশে মহিলা ভাতা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভাতা ব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার বাংলার মহিলাদের ওপর ছেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী চান, সরকারের দেওয়া এই ভাতা থেকে আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে এগিয়ে যাক বাংলার মহিলারা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বলেছেন, আগের সরকারের মতো শুধু ভাতা দেওয়া নয়, সংস্কারই তাঁর লক্ষ্য।

মোদির জন্মদিন উদযাপন ও এক মাসব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযানের কর্মসূচি উপলক্ষ্যে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরকে বেছে নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির মধ্যেই দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। অন্নপূর্ণা যোজনা মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, এই দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বৃহস্পতিবার দেড় কোটি বোনের খাতায় অন্নপূর্ণা যোজনার কিস্তির টাকা পৌঁছেছে। আমরা চাই বাংলার মহিলারা সিদ্ধান্ত নিক। এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাক তারা।'

বিরোধী থাকাকালীন মমতার ভাতা নির্ভর রাজনীতির সমালোচনায় সরব হয়েছিল বিজেপি। কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতা বদলের রাজনীতিতে মমতার ভাতা রাজনীতিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বুঝেই নির্বাচনি সংকল্পপত্রে মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দেড় হাজারি বরাদ্দকে একধাক্কায় দ্বিগুণ করে তিন হাজার দেওয়ার ঘোষণা করে বিজেপি।

এদিন মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেন্ট্রাল পার্কে অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত ৬০ হাজার উপভোক্তার সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, চলতি সেপ্টেম্বরে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে যোজনার টাকা পাঠানো চলছে। অর্থাৎ অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা দিতে মাসে সরকারের খরচ হচ্ছে ৪৮০ কোটি টাকা। এরপরেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাঁরা এখনও পাননি সেগুলিও যাচাই করে দ্রুত তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। অর্থাৎ, অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তার সংখ্যা আগামীতে আরও বাড়বে।

এদিন ভার্চুয়াল ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মূল মন্ত্র কথা কম কাজ বেশি। এই ভাবনা থেকে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করা হয়েছে রাজ্যে। আমরা জানি, জরুরি খরচ নিয়ে চিন্তা না থাকলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আর অন্নপূর্ণা যোজনা সেই আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে।' সেই সঙ্গে 'নতুন বাংলা' গড়ারও অঙ্গীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীও এদিন সেন্ট্রাল পার্কের উপভোক্তা সমাবেশ থেকে মহিলা সুরক্ষাকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে একাধিক ঘোষণা করেছেন। আইসিডিএস-এর আশাকর্মীদের ৫ হাজার টাকা, প্রাণীমিত্রদের ২ হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি ও তাদের অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাদ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে মমতার কন্যাশ্রী প্রকল্পের পড়ুয়া ২০ লক্ষ ১৩ হাজার ছাত্রীর পড়াশোনার খরচ বাবদ আপাতত ১ হাজার করে মাসিক ভাতা ও আগামী বছর থেকে তা দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতিও শুনিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের জন্যও তিন বছরে মোট ৫০ হাজার করে শিক্ষাভাতা দেওয়ার ঘোষণাও করেন তিনি। পিএম আবাস যোজনায় আরও ৫০ লক্ষ আবাস পেতে চলেছে রাজ্য।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন সাতারা-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, সাতারা - এর একজন

বাসিন্দা রানাওয়ারে মহেশ লক্ষণ - কে 01.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 37G 53105 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার এমন একটি চমৎকার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি আমার জীবনের একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মমতার কাছে কানিমোঝি

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া ফুল প্রতীক এবং নাম শেষমেশ কাদের হাতে থাকবে তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। বৃহস্পতিবার কালীঘাট এবং ঋতব্রত দুই শিবিরের সঙ্গেই ফের বৈঠকে বসেছিল নির্বাচন কমিশন। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো কালীঘাটে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক সারলেন ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি। প্রায় একঘণ্টা তাঁদের মধ্যে কথা হয়। যদিও কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে মমতা কিংবা কানিমোঝি কেউই কিছু জানাননি।

সূত্রের খবর, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলিকে সঙ্গে নতুন করে সর্বভারতীয়স্তরে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে।

মিড-ডে মিলে আরও ৫৫ হাজার পড়ুয়া

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : মিড-ডে মিল বা পিএম পোষণ প্রকল্পে আরও পড়ুয়াকে যুক্ত করার পথে রাজ্য। বর্তমানে রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলের ৪৫ হাজার পড়ুয়া অন্নমৃতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে উন্নত মানের সুষম আহার পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১ অক্টোবর থেকে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ১ লক্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ইসকনের সহযোগী সংস্থা 'অন্নমৃতা ফাউন্ডেশন'-এর সাহায্যে ধাপে ধাপে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়ার কাছে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে।' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টির ঘাটতি দূর করাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু লিখেছেন, 'গত ১ অগস্ট থেকে প্রকল্পের প্রথম ধাপ শুরু হয়। প্রথমে প্রায় ৩০ হাজার পড়ুয়ার জন্য কেন্দ্রীভূত আধুনিক রন্ধনশালায় রান্না করা খাবার সরবরাহ শুরু হয়েছিল। নির্ধারিত ক্যালোরি ও প্রোটিনের মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থার কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় পরবর্তী ধাপে আরও ১৫ হাজার পড়ুয়াকে যুক্ত করা হয়। ফলে বর্তমানে সুবিধা পাচ্ছে ৪৫ হাজার পড়ুয়া।' বিদ্যালয় স্তরে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করে পড়ুয়াদের সুস্থ শরীর ও মেধার বিকাশ নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যেক পড়ুয়ার জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত মানের সুষম ও পুষ্টিকর আহার সুনিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।' একই সঙ্গে পরিষেবার জন্য অন্নমৃতা ফাউন্ডেশনের পরিচালন মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম বাজেটেই কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার কথা ঘোষণা

হয়েছিল। কলকাতায় কয়েকটি স্কুলে পরিষেবা চালুর পর খাবার পৌঁছতে দেরি এবং নিরামিষ খাবার দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। পরে পড়ুয়াদের আলাদা করে ডিম দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু করে রাজ্য। ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে পথে নামেন মিড-ডে মিল কর্মীরা। এসবের মধ্যে গত ১১ সেপ্টেম্বর বর্ধিত জেলাগুলিতে ইসকনকে দেওয়া মিড ডে মিলের দায়িত্ব আপাতত প্রত্যাহার করে নেয় রাজ্য। জানিয়ে দেওয়া হয় পুরনো পদ্ধতিতেই খাবার তৈরি ও পরিবেশন হবে।

বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

আপনিও লেখক

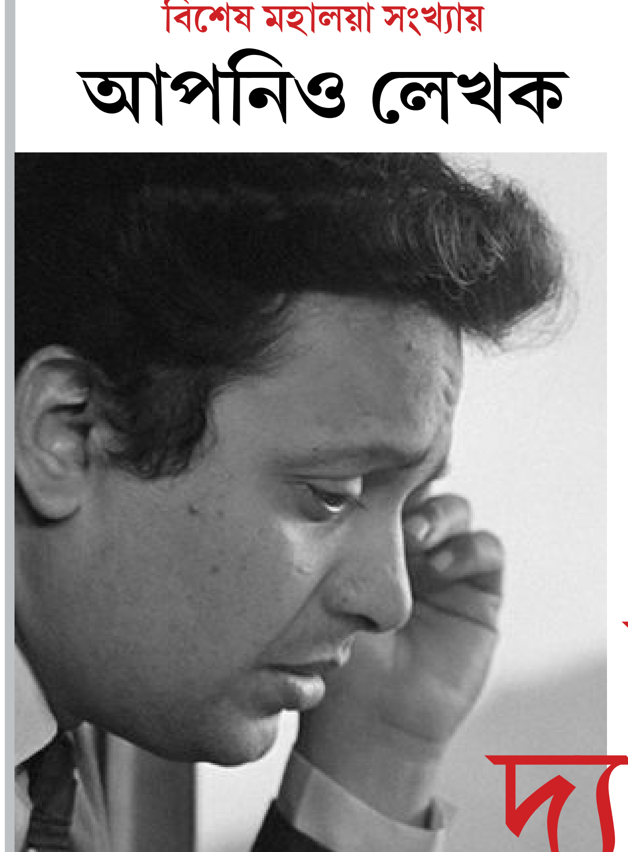

উত্তম প্রেমে

সেই চোখ। সেই হাসি। সবই যেন মায়াময়। উত্তমকুমারের প্রেমে আজও হাবুডুবু? ভিতর ঘরের গোপন প্রেমিক উত্তমকে লিখুন ১০০ শব্দে প্রেমের চিঠি। কিশোরী থেকে বয়সে গিঁটপড়া নারী, যে কোনও বয়সি লিখুন প্রেমের চিঠি। না, কোনও পুরুষের লেখা এই বিভাগে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্য টপ
দ্য টপ
দ্য টপ
আজও

স্বল্পগল্পে উত্তম

রূপে উত্তম। গুণে উত্তম। হৃদয়ে-মনে আজও তিনি উত্তমেরও উত্তম। শতবর্ষে সেই উত্তমকুমারকে ফুটিয়ে তুলুন আপনার কলমে। ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে ফেলুন অণুগল্প। যে গল্পে থাকতেই হবে উত্তম শব্দটি। অথবা উত্তম অভিনীত যে কোনো সিনেমার নাম।

রসনায় উত্তম

মায়ের হাতের ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি। সুপ্রিয়া দেবীর তৈরি কাজু চিকেন, চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে পাতুরি। শেষ পাতের সেরা পছন্দ সাগর দই, রসগোল্লা। লিখে ফেলুন উত্তমকুমারের উত্তম-পদের রেসিপি। মন চাইছে, নতুন কোনও রেসিপি শতবর্ষে পা রাখা মহানায়ককে নিবেদন করতে। পাঠাতে পারেন সেই রেসিপিও।

৩টি বিভাগের যে কোনও একটি বিষয়ে লেখা পাঠান এই হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে— ৯৮৩০২৫৮৬৬৮

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর

মনোনীত লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

বাড়ল ক্যাশলেস চিকিৎসার সীমা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৭ তম জন্মদিনে সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের চিকিৎসার খরচ নিয়ে স্বস্তির বার্তা দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে থাকা গ্রাহকরা এবার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। রাজ্য সরকারের অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে এতদিন ক্যাশলেস বিমার অঙ্ক ছিল ২ লক্ষ টাকা। এবার তা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অর্থ দপ্তরের মেডিকেল সেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বাস্থ্যবিমায় ক্যাশলেসের সীমা বাড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রতি বার হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে এই সুবিধা মিলবে। তবে রাজ্যের তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে ১ অক্টোবর বা তারপর ভর্তি হলেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। তার আগে যাঁরা ভর্তি হচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আগের মতোই ঊর্ধ্বসীমা দু'লক্ষ টাকা থাকছে।

পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য আকাদেমি
আয়োজিত
গৌড়ীয় নৃত্যের কর্মশালা
২৬ - ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি ভবন

- কর্মশালায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীকে সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য আকাদেমির নিকট সাদা কাগজে বয়সের প্রমাণপত্র, নাম, ঠিকানা সহ আবেদনপত্র আকাদেমি ভবনে জমা দিতে হবে।
- আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
- আবেদনকারীর বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।
- প্রয়োজন হলে আগে অডিশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি ভবন
৩৬ প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড, কলকাতা ৭০০০৩৩
দূরভাষ - (০৩৩) ২৪১৭ ৯৫০২
সোম - শুক্র (শনি, রবি ও ছুটির দিন বাদে) বেলা ১টা থেকে ৫টা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA- N 249(3)/2026

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি
আয়োজিত
কীর্তন কর্মশালা
২৩ - ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি ভবন

- কর্মশালায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীকে সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমির নিকট সাদা কাগজে বয়সের প্রমাণপত্র, নাম, ঠিকানা সহ আবেদনপত্র আকাদেমি ভবনে জমা দিতে হবে।
- আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
- আবেদনকারীর বয়স ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।
- প্রয়োজন হলে আগে অডিশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি ভবন
৩৬ প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড, কলকাতা ৭০০০৩৩
দূরভাষ - (০৩৩) ২৪১৭ ৯৫০২
সোম - শুক্র (শনি, রবি ও ছুটির দিন বাদে) বেলা ১টা থেকে ৫টা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA- N 250(3)/2026

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২২ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩

প্রদীপের নীচে আঁধার

মালদার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ বিলিতে চলছে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। ভূতনির চরে অসহায় মানুষ মাথার ওপরে একফালি ত্রিপল আর পরিবারের সদস্যদের মুখে সামান্য খাবার জোগাড় করার জন্য মাথা কুটে মরছেন। সন্ধ্যার পরে নেমে আসছে ঘোর অমানিশা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপনকে স্মরণীয় করে তুলতে রাজ্যজুড়ে সরকারি তহবিলের টাকায় কেনা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মাটির প্রদীপ।

যখন এত এত প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হল বাংলার আকাশ, তখন অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকল এইসব হতভাগ্য মানুষের বুকভাঙা কান্নার শব্দ। একদিকে মানুষের হাহাকার আর অন্যদিকে প্রদীপের আলোকশিখা- এই দুই বিপরীত ছবির মাঝে ফুটে উঠল আরেকটি নির্মম পরিহাসের ছবি। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার ত্রাণশিবিরগুলিতে প্রধামন্ত্রীর জন্মদিনের প্রদীপ পৌঁছে দিয়ে এসেছেন বিজেপি নেতারা।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপনে যে নজরকাড়া ব্যস্ততা এবং উৎসাহ সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে, তেমনটি অন্য কোনও জনকল্যাণমূলক কাজে সাধারণত দেখা যায় না। সরকারি কোষাগারের অর্থ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপনে ব্যয় করা যায় কি না, তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক এবং প্রশ্ন থাকলেও সেসব দিকে মন দেওয়ার সময় এখন প্রশাসনিক আধিকারিকদের নেই।

দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি কোনও বিশেষ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এই সংবিধান স্বীকৃত সত্যটি বিস্মৃত হয়েছেন সরকারি আধিকারিকরা। জনগণের করের টাকা এভাবে ব্যয় করা কতটা যুক্তিসংগত, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সকলে দ্বিধাগ্রস্ত। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্য একটি কারণে খ্যাতনামা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উন্নত মানের স্থপতি। মাউন্ট ভারনোনে নিজের বাসগৃহের নকশা তিনি নিজেই করেছিলেন।

১৭৯৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেই প্রাসাদোপম বাসগৃহ ওয়াশিংটনের উত্তরাধিকারীরা সরকারের কাছে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। একজন পূর্বতন প্রেসিডেন্টের বাসগৃহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনগণের করের টাকা ব্যবহারের প্রস্তাব তখন মার্কিন কংগ্রেস খারিজ করে দিয়েছিল। আজ যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনে জনগণের করের টাকা খরচ হচ্ছে, তখন উল্লিখিত ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতের মূলমন্ত্র ছিল সামাজিক ন্যায় এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। সেই দায়িত্ব কি সরকারি আধিকারিকরা বা শাসকদলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পালন করছেন? এই প্রশ্নটি ক্রমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। এই বাংলায় নতুন সরকার স্থাপিত হওয়ার পর অনেকের মনে আশা জেগেছিল, সামাজিক কল্যাণ হয়তো সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পাবে।

সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম সে আশা পূর্ণ করতে এখনও সফল হয়নি। রাজ্যের বানভাসি এলাকায় বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ বা পুনর্বাসনের কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের মুখে শোনা যাচ্ছে না। উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্যের নিজস্ব তেমন কোনও দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার যদি প্রকৃতই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকত, তাহলে যেসব বানভাসি এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে আলোর ব্যবস্থা করা হত, দুর্গতদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হত।

বিদ্যুতের অভাবে সেখানে মানুষ মোবাইলে চার্জটুকুও দিতে পারছে না। বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। প্রশাসন জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছিল বটে, কিন্তু শুধুমাত্র প্রচারের ঢক্কানিনাদের জন্য। কিছুদিন পরেই জেনারেটর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বন্যাদুর্গতরা কার্যত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। যে বিপুল পরিমাণে অর্থ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপনের জন্য খরচ করা হচ্ছে, সে অর্থ এইসব অসহায় মানুষের পুনর্বাসনে ব্যয় করা হলে তা অনেক বেশি যুক্তিসংগত হত। রাজ্য সরকার সে পথে না হেঁটে কেন্দ্র নির্দেশিত প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপনে মন দিয়েছে। প্রদীপের শিখার নীচের অন্ধকার যে সমাজে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল থাকছে না রাজ্য সরকারের।

অমৃতধারা

অবিশ্বাসী মনের লোক কখনও শান্তি পায় না এবং যার মনে শান্তি নেই সে সুখী কী করে পাবে? তুমি যখনই কোনও কিছুতে বোঝা বোধ করবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই বোঝা ঈশ্বরের কাঁধে চাপিয়ে দাও, তাঁর বিশাল প্রশস্ত স্কন্ধ বিশ্বের সব বোঝা নেবার জন্য সদা প্রস্তুত। নীরবতার অর্থ শুধু শব্দহীনতা নয়, অবিচল, নিস্তরঙ্গ মনের অবস্থাও বোঝায়। প্রশংসায় যদি আমি আনন্দ অনুভব করি, তাহলে নিন্দায় আমি অতি সহজেই আঘাতপ্রাপ্ত হব। স্বাধীনতার নিয়মাবলি যখন তুমি গ্রহণ করতে পারবে, তখনই তুমি নিজেকে স্বাধীন বলতে পারবে। প্রত্যহ সকালবেলায় যদি তুমি কিছু সময় একান্তে নিজের চিন্তাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে পার এবং ঈশ্বরকে একমনে স্মরণ কর, তাহলে তোমার সারাদিন কাটবে ম্যাজিকের মতো।

-ব্রহ্মাকুমারী

শিলিগুড়ির ঐতিহ্যের স্টেশন ফিরছে গৌরবে

যে স্টেশনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল শহর, দীর্ঘ অবহেলার পরে ফিরছে তার পুরোনো রূপ।

নবেন্দু গুহ

নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে। ছবি : নিতাই সাহা

এক সময় শিলিগুড়ি মানেই ছিল এক ছিমছাম জনপদ। উনিশ শতকের শেষভাগে যখন উত্তরের এই মাটিতে প্রথম রেলের ইঞ্জিন হুইসল বাজাল, তখন থেকেই বদলাতে শুরু করল এই পুরো অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও অর্থনৈতিক চালচিত্র। চা শিল্পের প্রসার, পাহাড়ের যোগাযোগ ও মানুষের যাতায়াতের প্রধান ধমনী হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। আজ সেই ঐতিহ্যের স্টেশন দীর্ঘ দশকের অবহেলার ধুলো ঝেড়ে ফেলে ফের সংস্কারের মুখ দেখছে, যা ইতিহাসপ্রেমী মানুষের কাছে এক দারুণ আনন্দের বার্তা।

দার্জিলিং পাহাড়ে চা চাষের বাণিজ্যিক প্রসার শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। পাহাড়ের প্রথম চা বাগান হল পুতাবং চা বাগান; ১৮৫২ সালে এই চা বাগান স্থাপন করেছিলেন আধুনিক দার্জিলিং শহরের রূপকার ডাঃ আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল। এর কিছুকাল পরে, ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হ্যাপিভ্যালি চা বাগান, যা দার্জিলিংয়ের দ্বিতীয় প্রাচীনতম। এর পাশাপাশি তরাই ও ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও ক্রমে চা বাগান গড়ে উঠতে থাকে। উৎপাদিত চা সমতলে নামিয়ে কলকাতা বন্দর হয়ে বিদেশে পাঠানোর জন্য দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে পাহাড়ি পথে টাঙ্গা ও গোরুর গাড়ির ওপর নির্ভর করতে হলেও সেই পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ধীর ও কষ্টসাধ্য।

শিলিগুড়ির সঙ্গে কলকাতার সরাসরি রেল যোগাযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ১৮৭৮ সালে। তখন পদ্মার দক্ষিণ তীরের দামুকদিয়াঘাট পর্যন্ত ট্রেন চলত; নদী পারাপারের পরে উত্তর তীর থেকে আবার ট্রেন। ঈশ্বরদী, সান্তাহার, পার্বতীপুর, হিলি, নীলফামারি, হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ি পেরিয়ে সেই রেলপথ এসে পৌঁছাত শিলিগুড়িতে। রেলপথের এই বিস্তৃতি কেবল চা বাণিজ্যের পথই সুগম করেনি, শিলিগুড়ির ভাগ্যাকাশকেও বদলে দেয়। নতুন এই রেলস্টেশনের আশপাশে গড়ে উঠতে থাকে দোকানপাট, গুদাম ও বসতি। বাইরে থেকে মানুষ আসায় ছোট্ট জনপদটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

এরপর এল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সোনালি অধ্যায়। ১৮৭৯ সালে কাজ শুরু হয়ে ১৮৮০ সালের মার্চে শিলিগুড়ি থেকে তিনধারিয়া এবং ১৬ অগাস্ট কার্সিয়াং পর্যন্ত ট্রেন চলাচল চালু হয়। অবশেষে ১৮৮১ সালের জুলাই মাসে দার্জিলিং পর্যন্ত লাইন সম্পূর্ণ হয়। সেই ঐতিহাসিক রেলপথই পরবর্তীতে 'টয়ট্রেন' নামে পরিচিতি লাভ করে। পাহাড়ি ঢালের মারাত্মক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জিগজ্যাগ ও লুপের মতো অভিনব প্রকৌশল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই রেল ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের স্মৃতি। একদা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের কর্মী প্রয়াত বেণু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পাহাড়ের রেল যোগাযোগ নিয়ে বহু তথ্য পেয়েছিলাম। টয়ট্রেন চালুর গুরুদায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার রামজের কাঁধে। কিন্তু রংটং থেকে রেলপথের কিছু অংশ এতটাই খাড়া ছিল যে, ইঞ্জিন সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় এক ইউরোপিয়ান ক্লাবের বলরুমে নাচের আসরে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে তাঁর স্ত্রী এক চমৎকার পরামর্শ দেন— গাড়ি যেমন পাহাড়ি রাস্তায় ব্যাক করে ঘুরিয়ে নিতে হয়, ঠিক তেমনি ইঞ্জিনকে আগু-পিছু করে খাড়া চড়াই পার করা সম্ভব। সেই বুদ্ধি থেকেই চালু হয় বিখ্যাত 'জিগজ্যাগ ব্যবস্থা'। পাশাপাশি, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় খোদ লর্ড লিটন এই টয়ট্রেন প্রকল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর উদ্বোধনী দিনে নিজেই টয়ট্রেনে চেপে কার্সিয়াং পর্যন্ত যাত্রা করেছিলেন। এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে এই প্রকল্প কতটা মর্যাদাপূর্ণ ছিল।

রেল যোগাযোগ চালুর সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ির সামাজিক ও প্রশাসনিক গুরুত্বও বাড়তে শুরু করে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাজার, দপ্তর, হাসপাতাল, ডাকঘর, আদালত, স্কুল ও কলেজ গড়ে ওঠার নেপথ্যে রেলের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। চা ও কমলার পাশাপাশি তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যেও রেল গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। জেলেপ লা রুট দিয়ে সেই সময় তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশদের জমজমাট ব্যবসা চলত। তিব্বত থেকে কালিম্পং পর্যন্ত আমদানি করা হত মূল্যবান পশম, যা রেলের মাধ্যমেই সমতলে ছড়িয়ে পড়ত। ১৯১৫ সালে শিলিগুড়ি থেকে গেইলখোলা পর্যন্ত তিস্তাভ্যালি লাইন চালু হওয়ায় কালিম্পংমুখী যোগাযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। শীতের দিনে পাহাড় থেকে কমলা শিলিগুড়ি হয়ে সমতলে নামত।

এক সময় শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা পড়েছে বহু দেশবরেণ্য মানুষের। প্রবীণ নাগরিকদের স্মৃতিচারণায় সেসব আজও উজ্জ্বল। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ভগিনী নিবেদিতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, বাঘা যতীন, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহীয়ান ব্যক্তিদের সঙ্গে শিলিগুড়ির রেলযাত্রার নানা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। যদিও গবেষকদের মতে, প্রত্যেকের উপস্থিতির নির্দিষ্ট প্রামাণ্য তথ্য আলাদা করে যাচাই করা বাঞ্ছনীয়।

রেল আসার আগে দুর্গম পাহাড়ে যাতায়াতের প্রধান ভরসা ছিল পাহাড়ি হিলকার্ট রোড। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং এবং সেখান থেকে শিলিগুড়ির দিকে এই সড়ক যোগাযোগ ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল। পাহাড়ি পথের বিপজ্জনক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মালপত্র আনা-নেওয়া ছিল কঠিন কাজ। রেল সেই ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে শিলিগুড়ি হয়ে পাহাড়ে ওঠার পথকে নিরাপদ করে তোলে। কলকাতা থেকে যে মেল ট্রেনগুলো আসত, তার সঙ্গে শিলিগুড়ির নাম জড়িয়ে যায়।

তবে ইতিহাসের চাকা সবসময় একভাবে ঘোরে না। ১৯১২ সালে পদ্মার ওপর হার্ডিঞ্জ সেতু নির্মিত হওয়ার পর নদী পারাপারের দুর্ভোগ কমলেও, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের করুণ অভিঘাতে কলকাতা ও শিলিগুড়ির সরাসরি রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের নতুন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হয়। ১৯৪৯ সালের দিকে শিলিগুড়ি জংশন নতুন প্রধান স্টেশন হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে। এরপর ষাটের দশকে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) জংশন গড়ে ওঠার পর দূরপাল্লার রেলের কেন্দ্র আরও দূরে সরে যায়। এর ফলেই ধীরে ধীরে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন তার পুরোনো গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। এরই মাঝে ১৯৫০ সালের ভয়াবহ বন্যা ও ধসের ধাক্কায় তিস্তাভ্যালি লাইনের শিলিগুড়ি-গেইলখোলা অংশটি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যস্ততা কমলেও স্টেশনটি শহরের অতীতের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় শিলিগুড়ি ছিল ছোট্ট জনপদ। রেল এল, সঙ্গে এল চা, পাহাড়, বাণিজ্য ও মানুষের যাতায়াত। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে ঘিরেই ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করল শহরের চেহারা। এখান থেকেই দার্জিলিংয়ের পথে ছুটত টয়ট্রেন, আসত পাহাড়ের চা ও কমলা, যেত কলকাতার দিকে। পরে শিলিগুড়ি জংশন ও নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের উত্থানে টাউন স্টেশনের গুরুত্ব কমে যায়। দীর্ঘ অবহেলার পরে এবার সেই ঐতিহাসিক স্টেশনটির সংস্কার শুরু হয়েছে। পুরোনো স্থাপত্যের চরিত্র বজায় রেখে তাকে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই সুবাদে ফিরে আসতে পারে শহরের এক টুকরো ইতিহাস।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিলিগুড়ির এই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের সংস্কারের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২৬ সালের জুনে সংস্কারের বাস্তব কাজ শুরু হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই শহরের সচেতন মহলে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করে। পুরোনো স্টেশন ভবন, ঐতিহ্যবাহী টিনের ছাউনি এবং পেরিফেরাল পরিকাঠামো সংস্কারের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সেখানে একটি সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম গড়ে তোলার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। রেলের এই পরিকল্পনায় মূল স্থাপত্যের প্রাচীন চরিত্র ও রূপ বজায় রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

এই সংস্কার কেবল একটি জীর্ণ পুরোনো স্টেশনকে নতুন রঙে রাঙানোর কাজ নয়। এটি আসলে শিলিগুড়ির সঙ্গে রেলের সেই নাড়ির টান এবং শহরের জন্মের ইতিহাসের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস। দার্জিলিংমুখী টয়ট্রেন, পাহাড়ের চা, কালিম্পংয়ের কমলালেবু, দূরদেশের বাণিজ্য, দেশভাগের বেদনা এবং পরবর্তীতে জংশন ও এনজেপির উত্থানের প্রতিটি অধ্যায়ের নির্বাক সাক্ষী হল এই টাউন স্টেশন।

আজকের শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম ও ব্যস্ত শহর। এই কোলাহলমুখর শহরের বুকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন যেন অন্য এক সময়ের দরজা। সংস্কারের সুবাদে সেই পুরোনো দরজা যদি আগামীদিনে আবারও মানুষের জন্য খুলে যায়, তবে কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী ভবনই রক্ষা পাবে না, বরং এই শহরের আধুনিক প্রজন্মের সঙ্গে তাদের হারানো শিকড়ের একটি জীবন্ত মেলবন্ধন তৈরি হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী শাবানা আজমি।

১৯৭৬

ব্রাজিলীয় ফুটবল তারকা রোনাল্ডোর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

পুলিশের হাতে নাকি এত সময় যে 'ঘোঁতঘোঁত' করা নিয়েও তদন্ত চলছে! যে কমপ্লেন করেছে সে কি ঘোঁতঘোঁত করে নাকি? তা-ও তো জানি না! পোস্টে তো কারও নাম লেখা নেই। তা হলে আগ বাড়িয়ে কোনও ব্যক্তি কীভাবে দাবি করতে পারেন যে ওই ছবিটা তাঁর? আমি তো কাউকে শুয়োর বলিনি! অভিযোগকারীকে তো আগে আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হবে যে ওই প্রাণীটির সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে, তবেই না মানহানির প্রশ্ন উঠবে!

- কুণাল ঘোষ

ভাইরাল/১

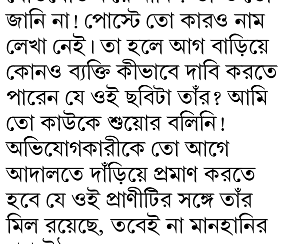

নাসিকের নিফাড় শহরে পথকুকুরের উপদ্রবে রাস্তায় বেরোনো দায়। অভিযোগ সত্ত্বেও প্রশাসনের হেলদোল নেই। এক নেতার নেতৃত্বে স্থানীয়রা বস্তায় পথকুকুর এনে পুরসভার প্রধান আধিকারিকের টেবিলে ছেড়ে দেন। তাঁর টেবিলে ঝোলানো হয় টাকার নোটের মালাও।

ভাইরাল/২

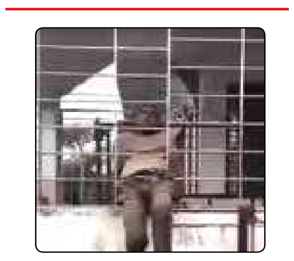

সুরাটের নানা ভারাছায় এক প্রবাসী ভারতীয়ের বাড়ি ফাঁকা পড়েছিল। গভীর রাতে চোর ঢোকে। কিন্তু জানলার গ্রিল থেকে গলতে গিয়ে সেখানেই আটকে যায় চোরবাবাজি। সারারাত ওভাবেই থাকে। সকালে জানাজানি হতেই সেই চোরের নাকানিচোবানি অবস্থা দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রা।

জনমন

জনমত

সুটুঙ্গায় বিসর্জন ফেরানোর দাবি

মাথাভাঙ্গার দুর্গাপুজো মানে তো শুধু পুজো নয়, এ এক আবেগ, সংস্কৃতি ও পরম্পরা। আর সেই পরম্পরার প্রাণকেন্দ্র ছিল আমাদের সকলের প্রিয় সুটুঙ্গা নদী। দশমীর বিকেলে সুটুঙ্গার ঘাট ঘিরে যে উৎসবের আবহ তৈরি হত, যে মিলনমেলা বসত, তা আজও মাথাভাঙ্গাবাসীর হৃদয়ে অমলিন। প্রতিমা নিরঞ্জনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ দেখতে পরিবার-পরিজন, আট থেকে আশি, কচিকাঁচাদের হাত ধরে ভিড় জমাতেন শহরের আপামর মানুষ। নৌকাবিহার, ঘাটে বসে বিসর্জন দেখা, সিঁদুর খেলা - এটাই ছিল মাথাভাঙ্গার চিরন্তন ছবি, মাথাভাঙ্গার গর্বের ঐতিহ্য। কিন্তু আজ সেই ছবিটা বড়ই ঝাপসা।

গত কয়েক বছর ধরে কোনও অজ্ঞাত কারণে, কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই, হঠাৎ করেই সুটুঙ্গা নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন এবং ঐতিহ্যবাহী নৌকাবিহার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মা দুর্গাকে টেনেহিঁচড়ে ফেলা হচ্ছে অন্যত্র, যা দেখে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের চোখে জল আসে, বুকে কষ্ট হয়। সুটুঙ্গাকে বাদ দিয়ে মাথাভাঙ্গার বিসর্জনের সেই চেনা আবেগ, সেই সংস্কৃতির স্পর্শ আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দশমীর আনন্দ কি তাহলে শুধুই বিষাদে পরিণত হবে?

এই পরিস্থিতিতে যখন প্রতিবেশী দিনহাটায় প্রশাসনিক উদ্যোগে থানাদিঘিতে বিসর্জন ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তখন মাথাভাঙ্গার সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিক সমাজের একটাই দাবি, এবার পুজোয় সুটুঙ্গা নদীতে বিসর্জন হোক।

অতএব দুর্গাপুজোর আগেই অবিলম্বে সুটুঙ্গা ঘাট পরিদর্শন করে, ঘাট সংস্কার, আলোর ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব বিসর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ জানাই।

কাজল রায়, পচাগড়, মাথাভাঙ্গা।

আট থেকে আশির মেগা-মোহ

বাংলা টিভি ধারাবাহিক একদিকে যেমন বিনোদনের মাধ্যম, অন্যদিকে জীবনের চলার পথে কিছুটা অনুপ্রেরণাও জোগায়। সন্ধ্যা হলেই বোকাবাক্সের সামনে বসে পড়েন বাড়ির মা-কাকিমারা, বাদ যান না দাদু-দিদিমারাও। এমনকি লেখাপড়া ফেলে বাড়ির ছোটদেরও টিভির সামনে বসা চাই-ই চাই! সিরিয়ালের চেনা গল্পগুলো যেন প্রত্যেকের ঘরেই নিত্যদিনের কাহিনী হয়ে উঠেছে। জনপ্রিয় ধারাবাহিকগুলোর কাহিনী প্রায় সকলেরই মুখস্থ। কেউ কেউ আবার আগামী পর্বে কী হতে পারে, তা আগেই বলে দেন।

কখনও আবেগঘন টানটান অভিনয়, কখনও বা নির্মল হাস্যরসে মেতে থাকে বাঙালি। অনেকে আবার ভালোবেসে ধারাবাহিকের পছন্দের চরিত্রের নামে নিজের মেয়েটিরও ডাকনাম রাখেন। সবমিলিয়ে সন্ধ্যা নামলেই টিভির পর্দায় যেন একচ্ছত্র রাজত্ব শুরু হয়। শত কাজ থাকলেও তখন ওঠার উপায় থাকে না। একদিন পছন্দের ধারাবাহিক দেখতে না পেলে মন কেমন যেন খুঁতখুঁত করে। পাড়ায় কোনও পুজো বা অনুষ্ঠান থাকলেও আগে সেই পর্ব দেখা চাই। সত্যি বলতে, এইসব ধারাবাহিক এখন আট থেকে আশি— সকলেরই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যারাণী সাহা, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ভোকাট্টায় ফিরে আসে পুরোনো শৈশব

বিশ্বকর্মাপুজোর ঘুড়ি আজও বয়ে আনে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের টান ও স্মৃতি।

শংকর সাহা

প্রতীকী।

শরৎ এলেই যেন চারিদিকে কেমন পুজো পুজো গন্ধ। প্রকৃতিতে কাশফুলের সমারোহ, দোকানে দোকানে পুজোর কেনাকাটা। প্রকৃতির বুকে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় ঢাকের কাঠির আওয়াজ। বাঙালি চিরকালই উৎসবপ্রিয়। উৎসবের মধ্যে যেন জড়িয়ে আছে কতদিনের ঐতিহ্য, পরম্পরা। শত কাজ, ব্যস্ততা, তবু তারই মধ্যে বাঙালির এই উৎসবমুখীনতা চোখে পড়ে। ভাদ্রের শেষে আসে বিশ্বকর্মাপুজো। আর বিশ্বকর্মাপুজো এলেই মনে হয় দুর্গাপুজো আসতে আর কিছু দিনের অপেক্ষা। বিশ্বকর্মাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরা, ঘুড়ি ওড়ানো। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিটি ক্রমশই পালটে যাচ্ছে।

বিশ্বকর্মাপুজো এলেই মনে পড়ে যায় ঘুড়ির কথা। অনেকে আবার বলেন, বিশ্বকর্মাপুজো মানেই তো ঘুড়ি ওড়ানো, সেই পরিচিত নাম 'ভোকাট্টা'। লাটাই হাতে মাঠে কিংবা বাড়ির ছাদে ভিড় জমে অনেকের ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যস্ততায়। বহু যত্নে বানিয়ে তোলা রঙিন ঘুড়ি, সকলের হাতে লাটাই। জোরালো বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুড়ি হাতে নিয়ে ছুটে চলা। কখনও বা দস্যি ঘুড়ি এসে গোত্তা খেতে খেতে পড়ে নিরীহ সুতোর উপর। কাটা ঘুড়ির পিছনে ছোটার সেই উন্মাদনা, একসঙ্গে ছাদে বা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকার সেই আনন্দ, বিশ্বকর্মাপুজোর দিনের সঙ্গে যেন মিশে ছিল। বাংলার আকাশে এই ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গে বিশ্বকর্মাপুজোর দিনের একটি দীর্ঘদিনের পরিচয় রয়েছে। সেই পরিচিতির মধ্যেই যেন মিশে থাকে একসঙ্গে আনন্দ করার অভ্যাস।

কিন্তু আজ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো সেইসব স্মৃতি যেন ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে। আজ ঘুড়ি আছে, কিন্তু ওড়াবার কেউ নেই। নেই সেই আবেগ বা ভালো লাগার মুহূর্তগুলো। আজ শৈশব যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। শৈশবে থাবা বসিয়েছে মোবাইল নামক যন্ত্রটি, যা অক্টোপাসের মতো শৈশবকে আঁকড়ে ধরেছে। ফলে শিশুমন ক্রমশ পারিবারিক তথা সামাজিক দিক থেকে সরে আসছে। ক্রমশ গৃহকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে তারা। মাঠে বা বাড়ির ছাদে আজও নজরে আসে দু'একটি ঘুড়ি ওড়ানো, তবে তার সঙ্গে চলে সেলফি তোলার পালা। আকাশের দিকে তাকানোর সময় যেন কমছে, স্মৃতির সেই পুরোনো দৃশ্যও তাই বদলে যাচ্ছে। ব্যস্ততার এই বদলে যাওয়া সময়ে সেই সহজ আনন্দের জায়গাটিও যেন অনেকটাই ছোট হয়ে এসেছে।

আজ ঘুড়িও সেলফিতে ধরা দিলে তুমি! তবে কি আমরা আমাদের পুরোনো দিনের ঐতিহ্যকে আজ ভুলতে বসেছি? কী দেখবে আগামী প্রজন্ম? বাবা, ঠাকুরদাদাদের আমলের সেই ঘুড়ি ওড়ানো আজকের প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় না হলেও পুরোনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য। আর সেই দায়িত্ব নিতে হবে সকলকে। তবেই তো সকলে মাঠে বা বাড়ির ছাদে গিয়ে লাটাইয়ের সুতোয় টান দিয়ে সমস্বরে বলব, 'ভোকাট্টা'। ঘুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই আনন্দ, এই মিলেমিশে থাকার মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখাই যেন হয়ে ওঠে আমাদের প্রত্যাশা।

সময় বদলে যায়। হয়তো বদলাই আমরাই। সময়ের অন্তরালে ফিকে হয়ে আসে অতীত। তবুও তারই মাঝে কিছু স্মৃতি, কিছু ঐতিহ্য, যা কখনও হারিয়ে যায় না। হয়তো আগের মতো আর তেমনভাবে ঘুড়ি-লাটাইয়ের দোকান বসে না, আর বসলেও তেমন ক্রেতা থাকে না। তবুও তারই মাঝে কেউ কেউ মনে রাখেন, এই বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে ঘুড়ি ওড়াতে হবে। তাই তাঁরা নিত্যদিনের কাজের মাঝেও ঘুড়িকে নিয়ে তাঁদের প্রত্যাশাটুকু বাঁচিয়ে রাখেন। ঘুড়ির দোকানে আগের মতো ভিড় না থাকলেও, স্মৃতির টানে কেউ কেউ এখনও লাটাই আর ঘুড়ির খোঁজ করেন। তাঁদের হাত ধরেই হয়তো পুরোনো সেই আনন্দের কিছুটা এখনও টিকে আছে। ভাদ্রের শেষে বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে আজও আকাশে ঘুড়ি ওড়ে, লাটাইয়ে টান পড়ে, আর কেউ কেউ পুরোনো দিনের মতোই বলে ওঠেন, 'ভোকাট্টা'।

(লেখক শিক্ষক। পতিরামের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

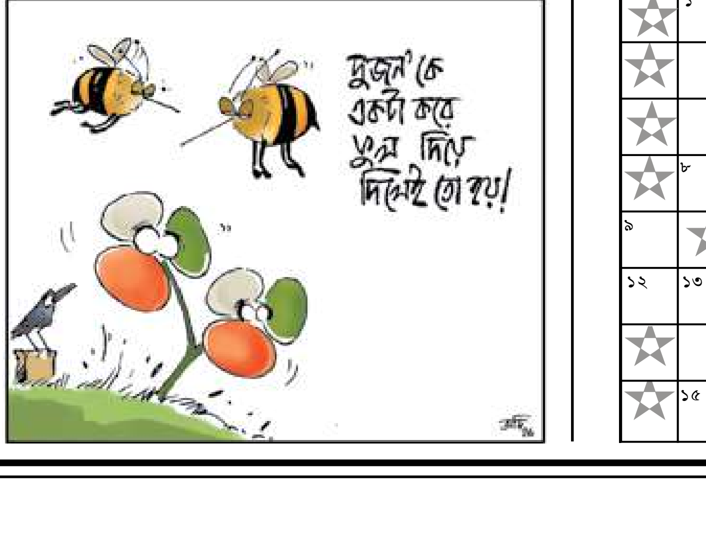

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৩

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। ইংরেজি বছরের মাস ৩। কায়দা, ফ্যাশন ৫। কেতকী ফুলের আরেক নাম ৬। সুতো কাটার যন্ত্র ৮। অভিলাষ, ইচ্ছা ১০। পুরুষানুক্রমে ভোগের সম্পত্তি ১২। নিরেট বোকা, আকাট মূর্খ ১৪। জল, খাদ্য বা অন্ন ১৫। কর্তা-এর কথ্যরূপ ১৬। অনুমতিপ্রাপ্ত, অনুমোদিত বা গৃহীত।

উপর-নীচ : ১। জোনাকির আরেক নাম ২। প্রধানত ঘরে ফুল সাজাবার প্রথাবিশেষ ৪। ভূসম্পত্তি, জমিদারির অংশ ৭। অমসৃণ খোসাযুক্ত এবং ভিতরে মিষ্ট শাঁসযুক্ত ছোট ফলবিশেষ ৯। বক-এর আঞ্চলিক ও গ্রাম্যরূপ ১০। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ১১। চাঁদ ১৩। সমস্ত, সমুদয়।

সমাধান ■ ৪৫৫২

পাশাপাশি : ১। ঝিলিক ৩। দলদলে ৪। পিত্যেশ ৫। চটপট ৭। মচ ১০। মরু ১২। নাকছাবি ১৪। জাপান ১৫। বনবিবি ১৬। তার্পিন।

উপর-নীচ : ১। ঝিমঝিম ২। কপিত্থ ৩। দশচক্র ৬। পশ্চিম ৮। চন্দক ৯। হাবিজাবি ১১। রুইতন ১৩। জনতা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জোড়াফুল কারও নয়

দুই তৃণমূল-কমিশনের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শেষ পর্যন্ত প্রতীক যুদ্ধে হার তৃণমূলের দুই শিবিরেরই। মমতাপন্থী ও ঋতব্রত শিবির- কোনও পক্ষই আপাতত জোড়াফুল প্রতীকে লড়তে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে তো নয়ই।

বৃহস্পতিবার উভয় শিবিরকে বৈঠকে ডেকেছিল নির্বাচন কমিশন। দুপক্ষের বক্তব্য শোনার পর রাতে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় কমিশন। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের হাতে যে প্রতীকগুলি মুক্ত বলে চিহ্নিত, তার মধ্যেই যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হবে তৃণমূলের দুই পক্ষকে। শুধু তাই নয়, কোনও পক্ষই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নামটি ব্যবহার করতে পারবে না।

কী নামে দুটি শিবির লড়াই করবে তা বেছে নেওয়ার জন্য শুক্রবার পর্যন্ত সময় দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, তিনটি পছন্দের নাম ও তিনটি প্রতীক জানাতে হবে উভয় গোষ্ঠীকে। তার ভিত্তিতে দলের নাম ও প্রতীক ঠিক করে দেবে নির্বাচন কমিশন।

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন। দুই তৃণমূলই ওই দুটি আসনে জোড়াফুল প্রতীকে প্রার্থী দিয়েছে। কিন্তু প্রতীক বিভ্রাটে সেই উদ্যোগ আর কার্যকর হবে না। কংগ্রেসের তরফে অবশ্য দুই তৃণমূল প্রার্থীরই মনোনয়ন বাতিলের দাবি তোলা হয়েছে। দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আপাতত কারো হাতেই দেওয়া হবে না বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। আসল তৃণমূল কোন পক্ষ, দলের তহবিলের মালিকানা কোন গোষ্ঠীর ইত্যাদি নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ করে রাখল নির্বাচন কমিশন।

> **কমিশনের চাওয়া সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের বক্তব্য ও যুক্তি বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। জোড়াফুল প্রতীক পাওয়ার বিষয়ে আমরা আশাবাদী।**
> ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

> **স্পিকারের কাছে দেওয়া চিঠিতেও নিজেদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ঋতব্রত। তাহলে এখন দলের নাম ও প্রতীকের ওপর পৃথক দাবি উঠছে কেন?**
> কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋতব্রত শিবিরের হয়ে বৃহস্পতিবার কমিশনে হাজির ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, আখরুজ্জামান, অরূপ রায় ও তাঁদের আইনজীবী। বৈঠক শেষে ঋতব্রত বলেন, 'কমিশনের চাওয়া সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের বক্তব্য ও যুক্তি বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে।'

মমতা শিবিরের হয়ে বৈঠক করেন মহুয়া মৈত্র, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরিকা ঘোষ এবং তাঁদের আইনজীবী। বৈঠকের পর কল্যাণের দাবি, 'দলের সংবিধান অনুযায়ী বুথ, অঞ্চল, ব্লক, জেলা এবং রাজ্য স্তরের সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সর্বভারতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা।' ঋতব্রত শিবির সেই প্রক্রিয়া মেনেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। কল্যাণের বক্তব্য, '১৯ মে ও ৬ জুনের দলীয় বৈঠকে ঋতব্রত উপস্থিত ছিলেন এবং ৩ জুন লোকসভার স্পিকারের কাছে দেওয়া চিঠিতেও নিজেদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তাহলে এখন দলের নাম ও প্রতীকের ওপর পৃথক দাবি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন?'

নিষ্পাপ শৈশব... উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে প্রশাসন। তার মানে জানে না রোহিঙ্গা বস্তির শিশুরা। মনের আনন্দে খেলায় ব্যস্ত। বৃহস্পতিবার জম্মুতে।

ভরসাস্থল ভারতই, বার্তা নমোর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : সদ্যসমাপ্ত অষ্টাদশ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে 'নয়াদিল্লি ঘোষণা' গৃহীত হওয়াকে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতি ক্রমবর্ধমান ভরসার বড় প্রতিফলন হিসেবে আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নিজের ৭৬তম জন্মদিনে যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬'-এর পঞ্চম সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'একদিকে ভারতের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হচ্ছে, অন্যদিকে ভারতের ওপর বিশ্বের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। এই ভরসারই ছবি ধরা পড়েছে দিনকয়েক আগে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে। সর্বসম্মতভাবে নয়াদিল্লি ঘোষণা গ্রহণ করার ঘটনা ভারতের প্রতি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আস্থার আরও একটি প্রমাণ।'

এদিনের ভাষণে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি প্রকাশিত ত্রৈমাসিক জিডিপি রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারত ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির হার বজায় রেখেছে। এর পাশাপাশি জাপানের একটি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পর ভারতের সার্বভৌম রেটিং বৃদ্ধি করেছে, যা দেশের মজবুত অর্থনীতিরই পরিচয় দেয়। মোদির মতে, একদিকে ভারতের অর্থনীতি যেমন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্যতাও সমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বকর্মা জয়ন্তীর শুভ দিনে সেমিকন ইন্ডিয়া সম্মেলনের সূচনা এবং 'প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা' যোজনার রূপায়নকে ভারতের বহুকালের ঐতিহ্য ও একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির এক অনন্য মেলবন্ধন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন মোদি। ১৯ সেপ্টেম্বরল পর্যন্ত চলবে এই সম্মেলন। ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দ্বন্দ্ব মেটাতে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের কথাও তুলে ধরেছেন মোদি। মতানৈক্য সত্ত্বেও কীভাবে ব্রিকস মঞ্চে আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে তাও জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জানান, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ইতিমধ্যে ১২টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকটি প্রকল্পে বাণিজ্যিকভাবে চিপ উৎপাদনের কাজও শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। মোদির কথায়, 'প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং উৎপাদন- এই তিনটি ক্ষেত্রকে সঙ্গে নিয়েই আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যপূরণের পথে এগোবে দেশ।'

জন্মদিনে সেমিকন ইন্ডিয়া মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার।

> **ভারতের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ভারতের ওপর বিশ্বের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। এই ভরসারই ছবি ধরা পড়েছে দিনকয়েক আগে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে।**
> নরেন্দ্র মোদি

চন্দ্রশেখরনের পুনর্নিয়োগে সায় টাটা সন্সের

মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বর : ধোপে টিকল না নোয়েল টাটা এবং টাটা সন্সের আপত্তি। বৃহস্পতিবার টাটা সন্সের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান পদে এন চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানোর অনুমোদন দিল সংস্থা। সেইসঙ্গে টাটা সন্সকে শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত বা লিস্টিং করার প্রক্রিয়া শুরুরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এদিন তিন ঘণ্টা ধরে বোর্ডের ঝোড়ো বৈঠক চলে। টাটা সন্সের সিদ্ধান্তকে বেআইনি বলে আখ্যা দিয়ে আইনি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে টাটা সন্স। এর ফলে টাটা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে এক নতুন টানাপোড়েন শুরু হয়েছে।

৬৩ বছর বয়সী চন্দ্রশেখরনের বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। গত অগাস্টেই তিনি বোর্ডকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আর নতুন মেয়াদ চান না। কিন্তু টাটা সন্সের নমিনেশন অ্যান্ড রেমিউনারেশন কমিটির আর্জি ও পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুরোধে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে সম্মত হন। বোর্ড সদস্যদের একাংশের মতে, আসন্ন আইপিও বা লিস্টিং প্রক্রিয়ার আগে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা জোগাতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে, নোয়েল টাটা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, চেয়ারম্যান পুনর্নিয়োগের এই প্রক্রিয়াটি বেআইনি এবং এটি ট্রাস্টের নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) কঠোর অবস্থানের পরই লিস্টিংয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে।

দাগ কাটল না নোয়েলের আপত্তি

রুশ তেলে মার্কিন চাপে অনড় ভারত

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে আমেরিকার চাপের মুখে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি। ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না বলে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। রাশিয়ার থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখলে ভারতের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর আইনি রাস্তা পরিষ্কার করল মার্কিন আইনসভা। বুধবার আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে 'লিন্ডসে ও গ্রাহাম স্যাঙ্কশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট' ২৬২-১৫৯ ভোটে পাশ হয়েছে। ট্রাম্প বিলে স্বাক্ষর করলেই তা আইনে পরিণত হবে।

তবে নতিস্বীকার না করে ভারত জানিয়েছে,১৪০ কোটি দেশবাসীর জ্বালানি সুরক্ষাই সরকারের অগ্রাধিকার। এদিকে ভারতীয় পণ্যে ১০০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক বসানোর আশঙ্কার মুখে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে বাক্যবাণে বিঁধল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় নীতিকে 'ব্যর্থ' দাবি করে প্রধান বিরোধী দলের বক্তব্য, অন্যকে খুশি করার রাজনীতি কখনওই সুফল দেয় না।

মার্কিন কংগ্রেসে বিলটি পাস হওয়ার পরেই ভারত ও চিনকে উদ্দেশ্য করে ডেমোক্র্যাট সেনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল জানিয়েছেন, চিন এবং ভারতের উচিত অবিলম্বে অন্য কোনও উৎস থেকে তেল ও গ্যাস সংগ্রহ করা। মস্কোর তেল রপ্তানির আয় কমাতে এবং গোপন জাহাজের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর কৌশল রুখতেই এই আইন আনছে ওয়াশিংটন।

আমেরিকার এই শুল্ক-হুমকির মুখে মাথা নোয়াতে নারাজ নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, 'দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারত পুরোপুরি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই জ্বালানি আমদানি চালিয়ে যাবে দেশ।' নয়াদিল্লি আগেই জানিয়েছিল, এই ধরনের একতরফা শুল্ক বা নিষেধাজ্ঞা শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষতি করবে না, বরং বিশ্বজুড়ে জ্বালানির বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতেও প্রস্তুত রয়েছে সরকার।

> **দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারত পুরোপুরি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।**
> বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি
> ....
> **তোষণ নীতি অতীতেও কখনও লাভজনক হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।**
> জয়রাম রমেশ

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডলে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'তোষণ নীতি অতীতেও কখনও লাভজনক হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।' বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, সরকারের বৈদেশিক নীতির দুর্বলতার ফলেই আজ দেশের বাণিজ্যকে এই ধরনের বাণিজ্যিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ অজয় শ্রীবাস্তবের মতে, 'বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হওয়া পর্যন্ত ভারতের রুশ তেল কেনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।'

অন্যদিকে, নতুন মার্কিন শুল্ক প্রস্তাবকে 'বন্ধুত্বহীন পদক্ষেপ' আখ্যা দিয়ে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'ওয়াশিংটনের এই বাড়তি নিষেধাজ্ঞা ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তুলবে।'

এরই মাঝে অন্য এক কূটনৈতিক সমীকরণে নজর কেড়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিন। এই বিশেষ দিনে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। চলতি মাসেই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের কথা স্মরণ করে পুতিন দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রুশ দূতাবাসের পোস্টে 'দ্রুঝবাদোস্তি' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে দুই দেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ভক্তের ভগবান... বৃহস্পতিবার মাদুরাইতে।

প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি বন্ধে উদ্যোগ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অনিয়ন্ত্রিত ও বেআইনি ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ করছে কেন্দ্র। নতুন নিয়ম মেনে দেশের প্রতিটি খুচরো ওষুধের দোকানে নজরদারি বাড়াতে বাধ্যতামূলক হতে চলেছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের খসড়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৯৪৫ সালের ড্রাগস বিধি সংশোধন করা হচ্ছে। তপশিল এইচ, এইচ ১ ও এক্স তালিকাভুক্ত ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক এবং কাশির সিরাপ বিক্রির লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিটি দোকানে বেচাকেনার প্রক্রিয়াটি সিসিটিভির নজরদারিতে করা আবশ্যক। রেকর্ড করা ফুটেজ অন্তত তিন মাস সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্য পাইকারি বিক্রেতাদের এই নিয়মের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। ড্রাগস কনসালটেটিভ কমিটির আলোচনার পর ড্রাগস টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড এতে সায় দিয়েছে। আমজনতা ও অংশীদারদের মতামত পর্যালোচনার পর এই নিয়ম কার্যকর হবে।

দোকানে বাধ্যতামূলক হতে পারে সিসিটিভি

দেশজুড়ে বেনিয়ম রুখতেই এই সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি 'লোকালসার্কেলস' সংস্থার এক সর্বভারতীয় সমীক্ষায় উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। ৩২৭টি জেলার এক লক্ষেরও বেশি মানুষের মধ্যে চালানো সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৬৪ শতাংশ ক্রেতার কাছে ওষুধ কেনার সময় চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দেখানোর প্রয়োজন হয়নি। এর মধ্যে ৩৪ শতাংশ ক্রেতা জানান তাঁদের থেকে কখনই প্রেসক্রিপশন চাওয়া হয়নি, ৩০ শতাংশ জানান কালেভদ্রে তা চাওয়া হয়। তাছাড়া যোগ্য ফার্মাসিস্টের অভাব, জাল-অকেজো ওষুধ বিক্রি ও হোম ডেলিভারিতে নিয়ম ভাঙার বিস্তর অভিযোগও মিলেছে।

এই অরাজকতা নিয়ন্ত্রণে সিসিটিভি ক্যামেরাকেই মূল হাতিয়ার করছে সরকার। খসড়া বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, 'প্রস্তাবিত সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা ওষুধ সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়াবে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করবে।'

'হামসে জো টকরায়েগা...'

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : আরব সাগরে টহল দেওয়ার সময় ভারতীয় নৌসেনার রণতরি 'আইএনএস কলকাতা'কে ধাক্কা মারে পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ 'পিএনএস হুনাইন'। গত ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক জলসীমায় ধাক্কার পর পাকিস্তানি টহলদারি জাহাজটির সামনের অংশ দুমড়ে যায় ও তাতে ফাটল তৈরি হয়। ফলে সেটিকে মেরামতির জন্য বন্দরে ফিরে যেতে হয়। ঘটনায় চারজন পাকিস্তানি সেনাকর্মী আহত হন। অন্যদিকে ৭,৪০০ টন ওজনের ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস কলকাতার গায়ে সেভাবে আঁচড় লাগেনি। সমুদ্রে নজরদারি চালিয়ে যেতে এখনও কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সন্দীপ উন্নিথান বলেন, হুনাইন একটি সাধারণ টহলদারি জাহাজ, আর আইএনএস কলকাতা ভারতীয় নৌসেনার অন্যতম বিশাল ও প্রধান রণতরি। তাঁর কথায়, 'আইএনএস কলকাতা নিজের নাবিকদের বাঁচাতে ঘুরে গিয়ে ধাক্কা মারলে পাকিস্তানের জাহাজটি উলটে ডুবে যেত। আমাদের সঙ্গে লাগতে এলে এরকমই হবে।' ১৬৪ মিটার দীর্ঘ ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রবাহী রণতরির সামনে ৯৮ মিটার দীর্ঘ পাকিস্তানি জাহাজ পাঠানোর সিদ্ধান্তকে চরম ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা।

ত্রাণশিবিরে রহস্যমৃত্যু ও যৌন নির্যাতনে সুপ্রিম ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : মণিপুরের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে ঘরছাড়া বাসিন্দাদের যৌন নির্যাতন ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। বাস্তুচ্যুত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিয়ে আদালত অবিলম্বে সমস্ত নথিপত্র তলব করেছে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ প্রাক্তন বিচারপতি গীতা মিত্তল কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে শুনানি গ্রহণ করে। আটটি জেলার ত্রাণশিবিরে মোট ৬৪০ জনের মৃত্যু এবং ২৫টি রহস্যমৃত্যুর চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। চূড়াচাঁদপুর এলাকার একটি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পাঠানো তথ্যে উঠে আসে এক পীড়িতার যৌন নির্যাতনের পর অস্বাভাবিক মৃত্যুর তথ্য। অথচ একাধিক ফৌজদারি মামলা সত্ত্বেও কেন মাত্র ২০ জনের ময়নাতদন্ত হল, তা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত।

- ত্রাণশিবিরে অস্বাভাবিক মৃত্যুর সমস্ত তথ্য ও নথি পেশ করতে হবে
- প্রতিটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় অবিলম্বে এফআইআর দায়ের বাধ্যতামূলক
- মাত্র ২০টি মরদেহের কেন ময়নাতদন্ত হল, ব্যাখ্যা চাই
- নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কারণ রাজ্যকে স্পষ্ট করতে হবে
- বাস্তুচ্যুত সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করা জরুরি

রাজ্যের তরফে স্পষ্ট তথ্য না মেলায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্য সরকারের আইনজীবীকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনার মুখ্যসচিবকে বলুন, আদালতকে যেন কড়া নির্দেশ জারি করতে বাধ্য না করা হয়।'

বাস্তুচ্যুত নিহতদের পরিবারকে কেন মাত্র ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার নামমাত্র সাহায্য দেওয়া হল, সেই বিষয়েও রাজ্যকে হলফনামা পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জবাবে রাজ্য সরকারের কৌঁসুলি অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনি পদক্ষেপ করার কথা জানান।

শীর্ষ আদালত মণিপুর রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে শিবিরের প্রতিটি রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় অবিলম্বে 'এফআইআর' দায়ের করে বিস্তারিত তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে পীড়িতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ ও থাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

তারেক যাননি বলেই চক্রান্ত ভারতের

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন বাদে আবারও ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটের জেরবার পদ্মাপার। লাগাতার দীর্ঘক্ষণ ধরে লোডশেডিংয়ের জেরে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে বাংলাদেশ। নাকাল হতে হচ্ছে রাজধানী ঢাকার অভিজাত গুলশন, বনানীর বাসিন্দা থেকে শুরু করে গ্রামেগঞ্জের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। লাগাতার লোডশেডিংয়ের ছাপ পড়েছে বস্ত্র সহ একাধিক শিল্প। এই পরিস্থিতিকে নয়ের দশকের বিদ্যুৎ সংকটের সঙ্গে তুলনা করছেন অনেকেই। বহু মানুষ পরিস্থিতির চাপে এখন ঘরে ঘরে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালাতে বাধ্য হচ্ছেন। সংকট এতটাই তীব্র যে বরিশাল জেনারেল হাসপাতালে জেনারেটরের জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ায় নার্সদের মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে রোগীদের সেবা করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের এই ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটের জন্য তারেক রহমানের সরকার যেমন একদিকে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার পূর্বতন আওয়ামি লীগ সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে তেমনই বিএনপি-র একাংশ ভারতের বিরুদ্ধেও চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরপরই ইচ্ছাকৃতভাবে আদানি গোষ্ঠীর পরিচালিত ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে। ওই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যান্ত্রিক বিভ্রাটের ঘটনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবিও করেছে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল। রিজভী বলেন, 'ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল সুইচ ভারতে থাকায় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে যখন-তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ বা চালু করতে পারে।' তাঁর মতে, ব্রিকসের সাইডলাইনে বসিয়ে রাখার মতো আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। ভারতের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছিল, বিমস্টেক চেয়ারম্যান হিসেবেই তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

তোপ বিএনপি নেতার

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বিদ্যুতের ঘাটতি সাড়ে ৩ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গিয়েছে। যা ২০০৭ সালের থেকেও বেশি। ওপার বাংলার এহেন গুরুতর সংকটের মূল কারণ হল প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং ঘরোয়া গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ কমে যাওয়া। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৪৪ শতাংশই আসত গ্যাসভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের ঘরোয়া গ্যাস উত্তোলন কমে যাওয়ায় কাতারসহ বিদেশি সংস্থাসমূহের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে বাধ্য হয় ঢাকা। গ্যাসের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোও চরম কারিগরি সমস্যায় ভুগছে। বিদ্যুৎ নেই বলে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে দেশের মূল চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক বা তৈরি পোশাক শিল্পে। বিদ্যুৎ সংকটের কারণে শতকরা ৮৭ ভাগ কারখানা শিপমেন্ট বা পণ্য পাঠাতে বিলম্বের মুখোমুখি হয়েছে এবং ৫৫ শতাংশের বেশি কারখানা কার্যাদেশ বাতিলের সম্মুখীন হয়েছে। টেক্সটাইল, স্টিল, সিরামিক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রায় ছ'শটিরও বেশি কারখানা জ্বালানি ও বিদ্যুতের অভাবে উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

সৃজিতের শরৎচন্দ্র কি শেষ থেকে শুরু করবেন?

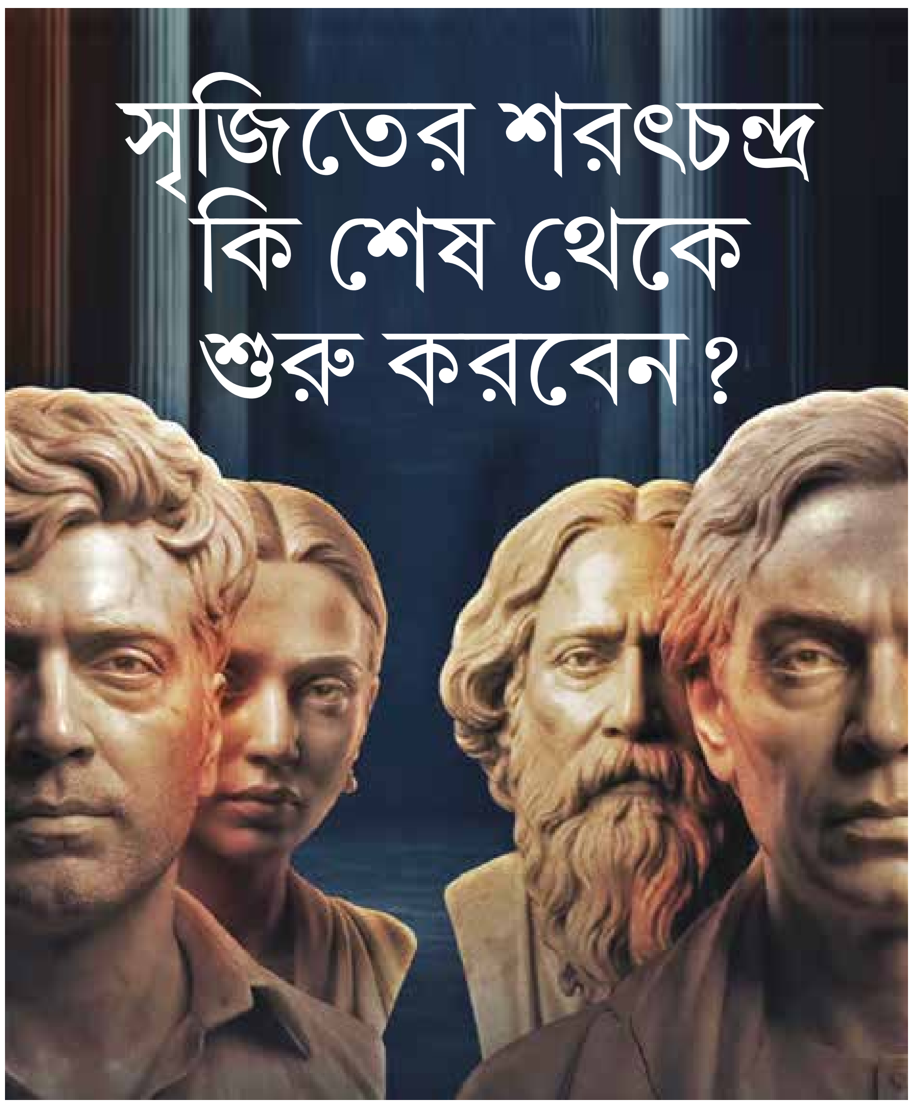

সৃজিতের শরৎচন্দ্র কি শেষ থেকে শুরু করবেন?

সৃজিত মুখোপাধ্যায় কি তাহলে শুরু থেকেই নিজেকে সরিয়ে রাখছেন? নাকি তাঁর খেলাটা একেবারে অন্য মাত্রার? 'এম্পেরার ভার্সেস শরৎচন্দ্র'

নিয়ে আসছেন এবারের পুজোয়। কথাশিল্পীর ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে সৃজিতের এই ছবি কিন্তু শুরু থেকেই প্রচারে সেভাবে সামনে আসেনি। যদিও দেশু ৭, বহুরূপী ২, একেন প্রভৃতি ছবির ভিড়ে সৃজিতের ছবিটি লো বাজেটের। তার ওপর তেমন কোনও কমার্শিয়াল বিনোদন নেই। সুতারাং সৃজিত জানেন যে, তিনি খুব কম হল পাবেন। বাকি ছবিগুলো অনেক বেশি হল পেয়ে যাবে। তবে সৃজিত তাতে বিন্দুমাত্র ভাবিত নন। কারণ তাঁর লো বাজেটটাই সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট। দর্শকরা যদি ছবিটা ভালোবেসে ফেলেন, তাহলে এই ছবির কপাল ফিরবে। যা উঠবে, সবটাই লাভ।

নন্দী মুভিজের আগে সৃজিতের এই ছবির প্রযোজনা করার কথা ছিল ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের। কিন্তু কালক্রমে সে কথা আর রইল না। এসভিএফ থেকে পুজোয় আসছে একেন বাবু।

প্রসঙ্গত, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'-এর শতবর্ষ পূর্তিকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায় চৌধুরি, মিমি চক্রবর্তীকে।

ইন্ডাস্ট্রিতে আরও এক প্রাক্তন জুটি আবার পাশাপাশি

মিমিকে নিয়ে 'সুপার হ্যাপি' হয়ে উঠলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। প্রায় বারো বছর পরে রাজ চক্রবর্তীর ছবিতে কাজ করতে এলেন মিমি। টলিউডের একসময়ের আলোচিত লাভ ট্রায়াঙ্গেল ছিল পরিচালক-প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী এবং অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক। রাজের পরিচালনায় একসময় 'বোঝে না সে বোঝে না', 'প্রলয়', 'যোদ্ধা'র মতো একের পর এক হিট ছবিতে কাজ করেছিলেন মিমি। এমনকী, তাঁদের শেষ ছবি কাটমুণ্ডু মুক্তির সময়ও তাঁদের মধ্যে ছিল গভীর প্রেম।

এরপর ২০১৬ সাল থেকে রাজের সঙ্গে শুভশ্রীর সম্পর্ক শুরু হয়। ২০১৮ সালে রাজ-শুভশ্রী ১১ মে বাওয়ালি রাজবাড়িতে বিয়ে করেন। একদম শুরুর দিকে মিমি-রাজ-শুভশ্রীকে নিয়ে বেশ তিক্ততা ছড়িয়েছিল। তবে সেসবে জল ঢেলে রাজ-শুভশ্রীর বিয়ের পর শুভেচ্ছা আসে মিমির তরফে। এমনকী, তাঁদের দুই সন্তান ইউভান আর ইয়ালিনির জন্মের পর 'মাসি' উপহারও পাঠিয়েছিলেন।

তবে এসব এখন অতীত। এবার দেব আর শুভশ্রীর মধ্যে ছবি শুরু হওয়ার পরে রাজ আর মিমির জুটিও আবার

ফিরে আসছে। ফের একবার থ্রিলার ঘরানার ছবিতে দেখা যাবে মিমিকে। বেশ অ্যাকশন অবতারে। কুইন্স, ডাইনির মতো সিনেমা দিয়ে অভিনেত্রী আগেও প্রমাণ করেছেন এই ধরনের ছবিতেও তিনি অতুলনীয়।

তাণ্ডব ছবির ক্ল্যাপস্টিক নিয়ে ছবি শেয়ার করেছেন মিমি। সবুজ রঙের কুর্তায় দেখা গেল তাঁকে। ক্ল্যাপস্টিকের ফাঁক থেকে শুধু চোখদুটোই দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে মোটা ভ্রু। ক্যাপশনে বেশি শব্দ খরচ করেননি মিমি। শুধু লেখা '#তাণ্ডব'। সেখানেই কমেন্ট করেছেন শুভশ্রী।

মোদিজিকে কী বললেন প্রসেনজিৎ?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে সারা দেশের বহু মানুষ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনলাইনে। সেখানে বাংলার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নামও জ্বলজ্বল করছে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীকে ট্যাগ করে এক সুন্দর বার্তা দিয়েছেন তিনি। বুম্বাদা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। দেশ সেবায় আপনার সুস্বাস্থ্য, আনন্দ ও অফুরন্ত শক্তির প্রার্থনা করি। জীবনে সবসময় সাফল্য ও তৃপ্তি আসুক, এই কামনাই করি।" তাঁর এই সুন্দর বার্তা ইতিমধ্যে নেটিজেনদের মন জয় করে নিয়েছে।

এই শুভেচ্ছাবার্তার পাশাপাশি, তাঁর অনুরাগীদের কাছে আজকের দিনটা যেন একটু বেশিই স্পেশাল। কারণ, একদিকে যখন তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, ঠিক তার আগের দিনই অর্থাৎ গতকাল টলিপাড়ায় এসেছে এক বিরাট সুখবর। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডে জায়গা করে নিয়েছেন খোদ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফ থেকে এই নতুন সেন্সর বোর্ড গঠন করা হল। আর সেখানেই বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জ্বলজ্বল করছে টলিউডের 'ইন্ডাস্ট্রি'র নাম। শুধু প্রসেনজিৎ নন, এই নতুন কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছেন বিনোদন জগতের আরও বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট তারকা। আগামী তিন বছর দেশে যত সিনেমা মুক্তি পাবে, সেগুলি সব বয়সের মানুষের দেখার উপযুক্ত কিনা, তার শংসাপত্র দেবে এই কমিটি। কমিটিতে প্রসেনজিতের সঙ্গে রয়েছেন প্রীতি জিন্টা, সুনীল শেট্টি, পঙ্কজ ত্রিপাঠি, প্রিয়দর্শনের মতো ব্যক্তিত্বরা।

এমন একটি সর্বভারতীয় দায়িত্ব পেয়ে প্রসেনজিৎ নিজেও ভীষণ আনন্দিত। জানিয়েছেন, এই খবর পেয়ে তিনি ভীষণ গর্বিত।

গণপতির প্রসাদ ফিরিয়ে হেনস্তার মুখে রণবীর

রামায়ণ ১ মুক্তি পাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই। ছবির প্রথম গানে রাম রণবীর কাপুর ও সীতা সাই পল্লবীকে দেখে নেটজেন প্রশংসা করছে। তার মধ্যেই গণপতির পুজোর প্রসাদ ফিরিয়ে ঝামেলা বাড়ালেন রণবীর। আম্বানিদের পুজোয় গিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন। মুম্বাইয়ের এক পুজো প্যান্ডালে গিয়েছিলেন তিনি। গণপতির পা ছুঁয়ে প্রণাম করার পর তাঁকে পুজোর প্রসাদ দেওয়া হলে তিনি বলেন, 'ডায়েটে আছি। আপনারা খেয়ে নিন প্লিজ।'

প্রসঙ্গত, প্রসাদ ফেরানোটা নেটজেন মানতে পারেনি। এমনিতে তাঁর গো মাংস খাওয়ার পর রাম হওয়া নিয়ে অনেক সমালোচনা বা নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তবু রামায়ণ-এর মুক্তি আগে মানুষ ভুলছিল তাঁর অতীত, এবার প্রসাদ ফিরিয়ে তিনি আবার সব মনে করিয়ে দিলেন। এই ঘটনার পর নেটজেনরা তাঁর সমালোচনা শুরু করে। কেউ বলেছে ওকে গো মাংস দিন। মুম্বাইয়ের পাপারাতজিরা বলেছেন, এ ছবি ২০২৩-এর!

সৌরভের বায়োপিকের ধাক্কায় জরিমানা

অগাস্টে ইংল্যান্ডে লেস্টারশায়ার ও গ্ল্যামারগনের মধ্যে কাউন্টি ম্যাচ হয়েছিল লেসটারশায়ারে। ক্লাবের 'পিচ খারাপ' ছিল, তা ম্যাচের উপযোগী ছিল না বলে মনে করেছে ক্রিকেট ডিসিপ্লিন প্যানেল। ক্লাবের গ্রাউন্ডসম্যান বলেছেন এর জন্য দায়ী ১০ সপ্তাহ আগে হয়ে যাওয়া টি ২০ ম্যাচ এবং সম্প্রতি হওয়া সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের শুটিং। ম্যাচে লেস্টারশায়ার ৪২ রানে গ্ল্যামারগনকে হারায়। কিন্তু প্যানেলের এই সিদ্ধান্তের পর তারা ম্যাচ থেকে পাওয়া পয়েন্ট হারিয়েছে। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ৬ লাখের ওপর জরিমানা দিতে হবে ক্লাবকে। ক্লাবের গ্রাউন্ডসম্যান ক্যালাম লিউয়িন বলেছেন, 'একদিকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। তার ওপর বলিউডের শুটিংয়ের শিডিয়্যুলের কোনও ঠিক নেই। এখানে সেই শুটিং হয়েছে। ১০ সপ্তাহ আগে আবার টি ২০ ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় পিচ তৈরি করার কোনও সুযোগই ছিল না আমার কাছে।' যদিও প্যানেল খতিয়ে দেখেছে শুটিং মাত্র একদিন হয়েছে, তাতে পিচের ক্ষতি হবার কথা নয়। তাদের বক্তব্য, ক্লাব ইচ্ছাকৃতভাবে পিচ তৈরি করেনি তা নয়, তবে পিচের অবস্থার জন্য তারা যে কারণ দেখাচ্ছে, তা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়। ম্যাচ রেফারিও এই মর্মে ২৭টি উদাহরণ দিয়েছেন।

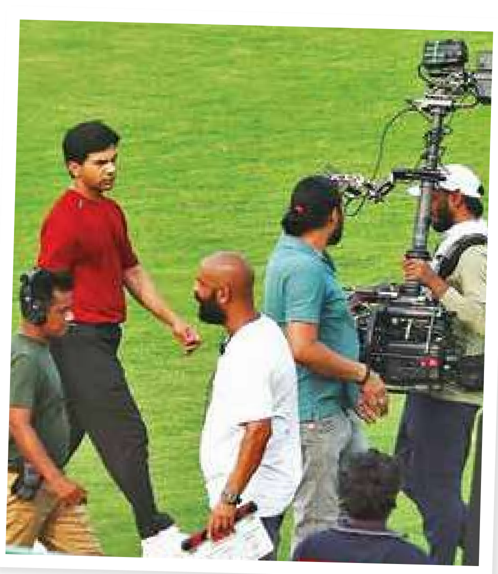

জানা গিয়েছে, প্যানেলের সিদ্ধান্ত জানার পর ক্লাব নিজেরা এই বিষয়ে তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এখনও তাদের হাতে ১০ দিন সময় আছে এর জন্য।

একনজরে সেরা ৫

দাদাসাহেব অনন্ত

পাঁচ দশকের সিনে সফরের স্বীকৃতি হিসেবে দাদাসাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন কন্নড় অভিনেতা অনন্ত নাগ। চলতি বছর তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে। ৭৮ বছরের এই অভিনেতা বিভিন্ন ভাষায় ৩০০-র বেশি ছবি করেছেন। তার মধ্যে ২৫০টি কন্নড় ভাষায়। আর কে নারায়ণের ধারাবাহিক মালগুডি ডেজ-এ তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

খুলছে ফেডারেশন

নানা জটিলতায় বন্ধ থাকার পর বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন টালিগঞ্জের ফেডারেশনের অফিস খুলছে। অস্থায়ী কমিটির প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত কুণ্ডু এ খবর দিয়েছেন। তথ্য ও সংস্কৃতি সচীব সৌমিত্র মোহনের সঙ্গে আলোচনার পর সমস্যা অনেকটা মিটেছে। সরকার অফিসে পুজো করার আবেদন রেখেছে বলে টেকনিশিয়ানরা সরকারকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

আবার কপিল

কপিল শর্মার দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শর্মা শো-এর পাঁচ নম্বর সিজন আসছে নেটফ্লিক্সে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে রাত আটটায়। শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন দর্শকরা। শো-এর ফরম্যাট এক থাকবে এবং নভজ্যোত সিং সিধু, অর্চনা পুরন সিং, সুনীল গ্রোভার, কিকু শারদা, কৃষ্ণা অভিষেকই থাকবেন। টিভির পর নেটফ্লিক্সে শো-র আগমন হয় ২০২৪-এ।

খেলার ঠ্যালা

বাংলা বিগ বস-এ নন্দিনী দত্ত আর জিতু কামালের মধ্যে তমুল ঝগড়া হয়েছিল। কিন্তু ঠ্যালার নাম বাবাজি—বিগ বসের নির্দেশে মনামী ঘোষ রানি হয়ে প্রতিযোগীদের টাস্ক দিলেন। কাউকে গান কাউকে নাচ—নন্দিনীকে বলা হল জিতু কামালের কণ্ঠলগ্না হয়ে নাচতে। দুর্নিবার সাহার গাওয়া হয়তো তোমারই জন্যতে তিনি তাইই করলেন।

এমএস সুব্বুলক্ষ্মী

ভারতরত্ন ও ভারতীয় সংগীত জগতের রত্ন এম এস সুব্বুলক্ষ্মীর বায়োপিক। নামভূমিকায় থাকবেন রশ্মিকা মানডানা। বুধবার এম এস আম্মার ১১০তম জন্মবার্ষিকীতে চেন্নাইয়ের মিউজিক অ্যাকাডেমিতে ছবির আনুষ্ঠানিক সূচনা হল অভিনেতা কমল হাসানের হাতে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবির পরিচালক গৌতম তিনানুরি। এই সুযোগ পেয়ে অভিভূত রশ্মিকাও।

দাউদের রক্ষিতা ছিলেন মন্দাকিনী?

রাম তেরি গঙ্গা মইলি ছবি তাঁকে রাতারাতি স্টার বানিয়েছিল। পরপর ছবি হিট হচ্ছিল, কেরিয়ার ক্রমশ সেজে উঠেছিল। কিন্তু শারজায় দাউদ ইব্রহাহিমের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া পুরো পরিস্থিতিটাই পালটে দেয়। তাঁর কেরিয়ারেরও অন্ধকার নেমে আসা শুরু তখন থেকেই অথচ অভিনেত্রীর দাবি সবটাই কাকতালীয়। তাঁর এতে কোনও হাত ছিল না। বিখ্যাত ছিল সেই ছবি-- দাউদের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে মনে হচ্ছে না তাঁদের আচমকা দেখা হয়েছে। মনে হয়েছে, এ সম্পর্ক অনেকদিনের। এতদিন পর অভিনেত্রী সেই বিতর্ক নিয়ে কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন, 'দাউদ ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে আমি দুবাই বা শারজায় ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাইনি। অন্য অনুষ্ঠানের জন্য আমার দুবাই যাওয়া। তারপর অনেকের মতো ক্রিকেট খেলা দেখতে যাই। সেখানে দাউদের সঙ্গে দেখা হয়, ছবি ওঠে। কিন্তু বুঝতেই পারিনি সেই ছবি আমার কতটা সর্বনাশ করতে চলেছে। এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হয়, দেখাও হয়ে যায়। তারা কে কেমন আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আবার কোনও খবর সংবাদমাধ্যম কীভাবে তুলে ধরবে, সেটাও জেনে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না । এই ছবিটাও তেমনই ছিল। তখন মিডিয়া, তাদের সেনসেশন তৈরি করা নিয়ে কিছু জানতাম না। এই পরিস্থিতি সামলানোর কোনও দক্ষ ম্যানেজার বা ম্যানেজমেন্ট টিম ছিল না আমার। ফলে এই ঘটনা আমার কেরিয়ারে বড় ধাক্কা দিয়েছিল। বলিউডে আন্ডারওয়ার্ল্ডের টাকা লাগানো সম্পর্কেও আমি কিছু জানতাম না, পরে জেনেছি।'

আজ মন্দাকিনির ব্যাখ্যা হয়তো অন্য গল্প শোনাচ্ছে। সে সময় বিশেষ করে ১৯৯৩ সলের মুম্বাই বিস্ফোরণের পর তাঁর ও দাউদের সম্পর্ক মানুষ বিশ্বাসই করেছিল। তিনি দাউদের রক্ষিতা ছিলেন—এভাবেই তাঁকে তুলে ধরেছিল ইন্ডাস্ট্রি ও মিডিয়া।

সাফাইকর্মীদের কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও বেতন পাননি শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীনে কর্মরত সাফাইকর্মীরা। এর প্রতিবাদে এবং প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে বৃহস্পতিবার দুপুরে সিটুর নেতৃত্বে মিছিল করে পুরনিগম চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং বেতন বৃদ্ধি না করা হলে তাঁরা শহর পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ বন্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন।

এদিনের বিক্ষোভে 'নির্মল সাথী' ও 'নির্মল বন্ধু'রাও অংশ নেন, তাঁদের অনেকেই এদিন কাজে যোগ দেননি। সাফাইকর্মীদের একাংশের প্রশ্ন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে বেতন না পেলে সংসার চালানো একপ্রকার দুঃসাধ্য। সেক্ষেত্রে কাজ করে লাভ কী? এদিন বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে মিছিল শুরু করে পুরনিগমের দিকে এগোলে নিরাপত্তারক্ষীরা মূল ফটক আটকে দেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা বিক্ষোভকারীদের ধাক্কাধাক্কিতে বাধ্য হয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা দরজা খুলে দেন। এরপর পুরোনো ভবনের

- মিছিল করে পুরনিগমে প্রবেশের সময় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি
- বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরেন 'নির্মল সাথী' ও 'নির্মল বন্ধু'রা
- সিটু নেতৃত্ব আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজলেও, কর্মবিরতির হুমকি নিয়ে শঙ্কিত তাঁরাও

সামনে বসে পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

সাফাইকর্মী রুম্পা বিশ্বাস ও রাজকুমার রাও জানান, বেতন না পাওয়ায় সংসার ও বাচ্চাদের পড়াশোনা চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আরেক কর্মী রাধেশ্যাম মাহাতো জানান, জুলাই মাসে তাঁদের পাঁচদিনের বেতনও বিনা কারণে কেটে নেওয়া হয়েছিল। বকেয়া না মেটালে তাঁরা কাজ বন্ধ রাখবেন।

সাফাইকর্মীদের এই হুঁশিয়ারিতে সহমত পোষণ করেছেন সিটু নেতারা। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'বেতন না পাওয়ায় সাফাইকর্মীরা চরম বিপাকে। কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী না হলে সাফাইকর্মীরা কাজ বন্ধ রাখার মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে আমরা আলোচনার মাধ্যমে জট কাটাতে কিছুদিন অপেক্ষা করব।'

সাফাইকর্মীরা কর্মবিরতির পথে হাঁটলে শহর পরিচ্ছন্ন রাখা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন পুরকর্তাদের একাংশ। তবে এ বিষয়ে পুরনিগমের প্রশাসক ও কমিশনারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বৃষ্টি থেকে প্রতিমাকে বাঁচাতে আচ্ছাদন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

লাক্সারির দাপটে কোণঠাসা ছোট বাস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : লাক্সারি বাসের দাপটে কোণঠাসা ছোট বাসের মালিকেরা। পরিস্থিতি এমন যে, তেনজিং নোরগে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বেসরকারি স্ট্যান্ড 'নিজ গৃহ' বললেও, সেখানে পরবাসী হওয়ার মুখে রায়গঞ্জ, কোচবিহারের মতো রুটের বাসগুলি।

রাজপথের ওপর চাপ কমাতে ঠিক হয়েছিল, লাক্সারি বাসগুলি হিলকার্ট রোডের পরিবর্তে সন্ধ্যা থেকে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের বেসরকারি অংশে থাকবে। এতদিন সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি তুলনামূলক ছোট বাসগুলির মালিকদের। কিন্তু লাক্সারি বাসের সংখ্যা বাড়তেই কার্যত সাড়ে চারটা থেকেই বেঘর হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ছোট বাসগুলির। ওই বাসগুলির মালিকদের বক্তব্য, সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে তাঁদের ৫৫-৬০টি বাস ঢোকে টার্মিনাসে। কিন্তু বর্তমানে সাড়ে চারটা থেকেই লাক্সারি বাস ঢুকতে শুরু করছে। ফলে তাঁদের বাসগুলি আর দাঁড়ানোর জায়গা পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, স্ট্যান্ডের পার্কিংয়ের জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালে নানা অজুহাতে জরিমানা করছে ট্রাফিক পুলিশ। গত কয়েক দিনে ১২টি বাসকে জরিমানা করা হয়েছে বলে দাবি করে বাস মালিকদের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অশোক সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, লাক্সারি বাসগুলিকে দুই-আড়াই মাসের মধ্যে পরিবহণনগরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বেসরকারি বাস স্ট্যান্ড পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বও প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছিল। যদিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কিছুই হচ্ছে না। বরং এখন বিকেল থেকেই লাক্সারি বাস ঢোকায় আমাদের বাসকে দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না।'

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরই শহর শিলিগুড়িতে হিলকার্ট রোডের যানজট নিরসনে নজর দেওয়া হয়। দূরপাল্লার লাক্সারি বাসের জন্য সন্ধ্যার পর বাস টার্মিনাস এলাকায় যানজট হওয়ায় এমন বাসগুলিকে রাস্তার ধার থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। লাক্সারি বাসগুলির জন্য বেছে নেওয়া হয় বাস টার্মিনাসের বেসরকারি অংশকে। বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের দায়িত্বে থাকা অশোক সরকারের কথায়, 'প্রথম দিকে ২০টি লাক্সারি বাস বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা এখন ৫০-এর ওপর চলে গিয়েছে। লাক্সারি বাসের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এখন সাড়ে চারটা থেকেই নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়ে যাচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটের একটি বাসের কনডাক্টর বিলাস দাস বলেন, 'প্রাথমিকভাবে রুট শেষ করে আসার পর আমরা বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের পার্কিংয়ের অংশে কিছুক্ষণ থাকি। এখন তো আর সেই

পরিস্থিতি থাকছে না। বিকেল পাঁচটায় জলপাইগুড়ি থেকে রুট শেষ করে আসতে না আসতেই বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে। পার্কিংয়ে দাঁড়ালেই জরিমানা করা হচ্ছে।' একই বক্তব্য কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটের একটি বাসের চালক মোমিনুল হকের। তিনি বলছেন, 'এরকম চলতে থাকলে হয়তো আমরা কিছুদিন পর আর সাড়ে চারটা থেকে আমাদের বেসরকারি অংশে ঢুকতেই পারব না।' অশোকের কথায়, 'আমরা বিষয়টা পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীকে জানাব। অন্যথায় তো আমাদের থাকাই দুষ্কর হয়ে যাবে।' প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, 'কারও যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই বিষয়টা দেখা হচ্ছে।'

অবৈধ নির্মাণ ভাঙল

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শহরে ফের বেআইনি নির্মাণ ভাঙল পুরনিগম। বৃহস্পতিবার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির নেতাজি সুভাষ রোড বাই লেনে চারতলা বাড়ির ওপরের একটি তলা ভাঙা হয়। পুরনিগমের অভিযোগ, বিল্ডিং প্ল্যান অমান্য করে বাড়িটির উপরের দুটি তল তৈরি করা হয়েছিল। পাশের বাড়ির মালিকের করা মামলা এবং সেই মামলার রায়ের ভিত্তিতেই নির্মাণটি ভাঙা হয়েছে বলে পুরনিগম জানিয়েছে। এদিন অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন এলাকায় পৌঁছে পুরনিগমের আধিকারিকরা দেখেন, বাড়িটির নীচের অংশে যতটা জায়গা ছেড়ে দেওয়াল তোলা হয়েছে, তৃতীয় ও চতুর্থ তলা তৈরির সময় বাইরের দিকে অনেকটা অংশ বাড়ানো হয়েছে। পাশের বাড়ির মালিক বাপি ঘোষ বলেন, 'বহুদিন ধরে পুলিশ, পুরনিগম সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কোনও লাভ না হওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। হাইকোর্টের নির্দেশেই পুরনিগম এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙছে।' তাঁর অভিযোগ, বারবার অভিযোগ করায় নির্মাণকারীদের তরফে তাঁকে একাধিকবার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

যদিও নির্মাণে অভিযুক্ত সুব্রত সরকার হুমকির অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের বিরুদ্ধে যিনি অভিযোগ করেছেন তাঁর নির্মাণও অবৈধ। আমরাও আদালতে মামলা করেছি। কিন্তু পুরনিগম আমাদের নির্মাণই আগে ভেঙে দিল।' তাঁর দাবি, ১৪ সেপ্টেম্বর নোটিশ দিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বরই বাড়ি ভাঙতে আসে পুরনিগম। এদিকে বিকেল পর্যন্ত নেতাজি সুভাষ রোডের বাই লেন বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ এবং স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের যাতায়াতে ভোগান্তি হয়।

আজ শহরে কমিশন

পুরনিগম, এসজেডিএ ও জিটিএ-র দুর্নীতির তদন্ত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : গত কয়েক বছরে শিলিগুড়ি পুরনিগম, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এবং দার্জিলিং পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) বহু প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তের স্বার্থে শুক্রবার ফের শিলিগুড়িতে আসছেন রাজ্য সরকার মনোনীত কমিশনের কর্তারা। সূত্রের খবর, কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এবং সদস্য-সচিব প্রবীণ আইপিএস অফিসার কালিয়াপ্পন জয়রামন শিলিগুড়িতে আসছেন। তাঁরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলবেন। তদন্তের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাতে না চাইলেও, শুক্রবার শিলিগুড়িতে আসার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কমিশনের সদস্য-সচিব কালিয়াপ্পন জয়রামন।

জানা গিয়েছে, পুরোনো মামলার পাশাপাশি পাহাড় ও সমতলে 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের কাজে হওয়া আর্থিক দুর্নীতির তদন্তেও এবার জোর দিচ্ছে কমিশন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং জিটিএ-তে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বহু কোটি টাকার কাজ হয়েছে। সেখানেও দুর্নীতি হয়েছে বলে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। খোদ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দিল্লিতে জলশক্তি মন্ত্রীর কাছে গিয়ে জিটিএ-তে জল জীবন মিশনের (হর ঘর জল) কাজে দুর্নীতির নালিশ করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেও তদন্ত করছে এই কমিশন। তবে, কর্মী সংকটের জেরে কাজ করতে গিয়ে কমিশনকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে খবর। সমস্যা কাটাতে পর্যাপ্ত কর্মী চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে তারা।

বিগত বোর্ডের শাসনকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, যেখানে তৎকালীন বোর্ডের একাধিক পদাধিকারীর নাম জড়িয়েছিল। পাশাপাশি ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে এসজেডিএ-তে ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে শিলিগুড়ির তৎকালীন পুলিশ কমিশনার কালিয়াপ্পন জয়রামন এসজেডিএ-র তৎকালীন চিফ এগজিকিউটিভ অফিসারকে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু তৎকালীন সরকারের হস্তক্ষেপে ঘটনার পরদিনই জয়রামনকে শিলিগুড়ি থেকে বদলি করা হয়। একইসঙ্গে এসজেডিএ-র সিইও-কেও কার্যত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকারের ইচ্ছেতেই এই দুর্নীতির ফাইল ধামাচাপা পড়ে যায়।

রাজ্যে সরকার বদলের পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশনেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এবং প্রবীণ আইপিএস কালিয়াপ্পন জয়রামন সহ অন্য আধিকারিকরা রয়েছেন। এর আগেও জয়রামন শিলিগুড়িতে এসে পুরনিগম ও এসজেডিএ-র দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের কাজ করেছেন। দুই প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের ডেকে কথা বলার পাশাপাশি বিভিন্ন নথিপত্রও সংগ্রহ করেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে রাজ্যের ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনেরও চেয়ারম্যান করা হয়েছে। শিলিগুড়ি সফরে সেই কাজও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে।

- ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের কাজও খতিয়ে দেখা হতে পারে
- এবার 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখবে কমিশন
- কর্মীসংকটে তদন্তে বিঘ্ন ঘটায়, রাজ্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত কর্মী চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কমিশন

মণিপালের ওয়াকাথন

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : 'ওয়ার্ল্ড পেশেন্ট সেফটি ডে' উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মণিপাল হসপিটালসের উদ্যোগে একটি বিশেষ ওয়াকাথনের আয়োজন করা হয়। সকালে প্রধাননগর সংলগ্ন হাসপাতাল চত্বর থেকে সূচনা হয়ে এটি বিশ্বদীপ মোড় ও এয়ারভিউ মোড় সহ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। হাসপাতালের অপারেশনস ম্যানেজার নীলকান্ত বর্মন বলেন, 'সুস্থ থাকা মানুষের নিজের ওপরই নির্ভর করে। সঠিক জীবনযাপন, সময়মতো খাওয়া-দাওয়া এবং নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণ অত্যন্ত প্রয়োজন।' বিভিন্ন রোগ মোকাবিলায় কেবল চিকিৎসকের ওপর নির্ভর না করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার শৃঙ্খলা ও পারিবারিক সচেতনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

যুব সংসদ

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে নেপালি কল্যাণ হাইস্কুল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল এবং জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার নেতাজি হাইস্কুলে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শহরের আটটি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের আধিকারিক তারাশংকর প্রামাণিক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণ সরকার, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক শান্তনু সরকার, নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ প্রমুখ।

গাড়ি কিনছে পুরনিগম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরকে সাফসুতরো রাখতে বড় বাধা অপর্যাপ্ত গাড়ি। জঞ্জাল অপসারণের কাজে গতি আনতে এবার নতুন করে একাধিক গাড়ি কেনা হচ্ছে। চলতি মাসেই গাড়িগুলি পুরনিগমে এসে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। পুর কর্তাদের দাবি, গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শহরকে সাফসুতরো রাখার কাজ অনেকটাই গতি পাবে। এ বিষয়ে পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেন, 'জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে গতি আনতে নতুন করে ডাম্পার, আর্থমুভার সহ বেশকিছু গাড়ি কেনা হচ্ছে। শীঘ্রই গাড়িগুলি পুরনিগমে এসে পৌঁছাবে।'

শহরের ৪৭টি ওয়ার্ড থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ টনের বেশি আবর্জনা সংগ্রহ হয়। তবে এত বিপুল পরিমাণ আবর্জনা সরানোর কাজে সব মিলিয়ে মাত্র ১৪৪টি গাড়ি রয়েছে; যার মধ্যে ভ্যানগাড়ির সংখ্যা ৯৯টি। চারচাকার ছোট গাড়ি রয়েছে ১৫টি। এছাড়াও ৫ ও ১০ টন মিলিয়ে মোট ২২টি ডাম্পার রয়েছে। আর্থমুভারের সংখ্যা মাত্র ৮টি। পুর কর্মীদের একাংশের দাবি, নিয়মিত একশো শতাংশ গাড়ি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কারণ, প্রায়দিনই কোনও না কোনও গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে। ফলে মেরামতের জন্য সেসব সপ্তাহের বেশি সময় গ্যারাজে পড়ে থাকে। ফলে সকাল ন'টার মধ্যে শহরের প্রতিটি এলাকা থেকে আবর্জনা তুলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলতে নাভিশ্বাস উঠে যায়।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন বা জঞ্জাল অপসারণের কাজে গতি আনতে গাড়ি কেনা হচ্ছে। তালিকায় চারটি আর্থমুভার, আটটি ডাম্পার, আটটি ট্র্যাক্টর সহ বেশ কয়েকটি ছোট গাড়ি রয়েছে। শীঘ্রই গাড়িগুলি পুরনিগমে এসে পৌঁছাবে। গাড়ির সংখ্যা বাড়লে শহরকে স্বচ্ছ রাখা সহজ হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। শহরের নানা প্রান্ত থেকে আবর্জনা সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য শুরুতেই চালক নিয়োগের পথে হাঁটবে পুর কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, নতুন গাড়ির সংখ্যা অনুসারে সুডার অধীনে গাড়িচালক নিয়োগ করা হবে।

> **জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে গতি আনতে নতুন করে ডাম্পার, আর্থমুভার সহ বেশকিছু গাড়ি কেনা হচ্ছে।**
> **বীরবিক্রম রাই** কমিশনার

কুড়ুল দিয়ে কালভার্ট ভাঙলেন বিজেপি কর্মী

ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : কালভার্টে বসে প্রতিদিন মদ্যপান করা হচ্ছে— এমন অভিযোগ তুলে কুড়ুল দিয়ে সরকারি কালভার্টটাই ভেঙে ফেললেন এক বিজেপি কর্মী। গোটা ঘটনাটি সামাজিক মাধ্যমে নিজের পেজে লাইভ করেন ওই বিজেপি কর্মী। ইসলামপুর শহরের কলেজ মোড় সংলগ্ন নতুনপাড়া এলাকার এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

যদিও ভুল স্বীকার করেছেন বিজেপি কর্মী বিষ্ণু গুহ। বিষ্ণুর প্রতিক্রিয়া, 'ওই জায়গা নেশার আসরে পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদ করলে পালটা গালাগালি করত। তাই আবেগে এই কাজটা করেছি। আমার ভুল হয়েছে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, বুধবার রাতে বিষ্ণু ওরফে বুবাই নামের এক বিজেপি কর্মী কুড়ুল দিয়ে কালভার্টটি ভাঙতে শুরু করেন। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সমস্যা থাকলে প্রশাসনকে জানানো যেত। কিন্তু সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাবেন তাঁরা। এদিকে দলের কর্মীর এমন কাজে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিজেপির অন্দরেই। বিজেপির বুথ সভাপতি রঙ্গলাল সিংহ জানিয়েছেন, ওই কর্মী ভুল করেছেন। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হবে।

চোখে পড়ল না ঘরে ঘরে প্রদীপের আলো

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা। আশীর্বাদ কা দিয়া অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তখন যেন মহানন্দা নদীর লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে চাঁদের হাট বসেছে। সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সুমিতকুমার রাই, মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা, রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষরা রয়েছেন। পাশাপাশি পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত দূর্বা ব্রহ্মও উপস্থিত রয়েছেন মঞ্চে। আর আধিকারিক, বিশিষ্টজন ও মন্ত্রীর পাশে মঞ্চ আলো করে বসে রয়েছেন বিজেপি নেতা অরুণ মণ্ডল, অমিত জৈন, নান্টু পাল, বাপি পালেরাও।

রাজ্যজুড়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে সেবা সংকল্প অভিযান। তার আওতায় বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে আশীর্বাদ কা দিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিন শিলিগুড়ি বিধানসভার লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট, বাঘা যতীন পার্ক এবং শিলিগুড়ি জংশন রেলস্টেশন এলাকায় প্রদীপ প্রজ্বলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আরতির মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। তার মধ্যে লালমোহন মৌলিক ঘাটে প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে পদ্ম-নেতাদের উপস্থিতি কীসের ভিত্তিতে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নমোর জন্মদিনে লালমোহন মৌলিক ঘাটে গঙ্গারতি। ছবি : সূত্রধর

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেলুন ওড়ানো, নদীর ঘাটে আরতি, প্রদীপ-মোমবাতি জ্বালানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন। সেই অনুষ্ঠান দেখতে বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিতও হয়েছিলেন। তবে অনুষ্ঠানের মাঝে বাদ সাধে মুষলধারে বৃষ্টি। যদিও সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই অনুষ্ঠান এগিয়ে নিয়ে যান উদ্যোক্তারা। ছাতা মাথায় দিয়ে সাধারণ মানুষও অনুষ্ঠান দেখেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'সারাদেশজুড়েই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিকশিত ভারত ২০৪৭ প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, কেন্দ্রের সরকার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই স্বপ্ন নিয়ে এগোচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষও তার সঙ্গে রয়েছে। ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী সেবা সংকল্প অভিযান চলবে। একাধিক কর্মসূচি, অনুষ্ঠান তার আওতায় রয়েছে।'

মহানন্দার ঘাটের পাশাপাশি শিলিগুড়ি জংশন রেলস্টেশন ও বাঘা যতীন পার্কেও প্রদীপ প্রজ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রতিটি বাড়িতে প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালানোর কথা থাকলেও বাস্তবে তেমনটা কিন্তু এদিন দেখা যায়নি। শহরের বহু জায়গায় কোনও বাড়িতেই যে প্রদীপ জ্বালানো হয়নি, তা স্পষ্ট। খালি চোখে কোথাও প্রদীপ জ্বালাতে কাউকে দেখা না গেলেও প্রশ্ন করামাত্রই ঢোঁক গিলেছেন অনেকে। কেউ বলেছেন, আগে জ্বালানো হয়েছিল, এখন নিভে গিয়েছে। কেউ বলেছেন, বাড়ির ভেতরে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, তাই দেখা যাচ্ছে না।

তবে সেই ছবির ব্যতিক্রমও রয়েছে। শান্তিনগর, আশিঘর, রবীন্দ্রনগর সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা আগেই জানিয়েছিলেন যে রাতে তাঁরা প্রদীপ জ্বালাবেন। সেই কথা রেখেওছিলেন তাঁরা। সেই বাড়িগুলোতে প্রদীপ জ্বলেছিল।

পৃথিবীর পাঠশালা

ক্লিওপেট্রা ও চাঁদে পা

মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার কথা ভাবলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রাচীন পিরামিডের ছবি। কিন্তু ইতিহাসের সময়রেখা ঘাঁটলে এক অবাক করা তথ্য উঠে আসে। গিজার বিশাল পিরামিড তৈরি হওয়ার প্রায় আড়াই হাজার বছর পর ক্লিওপেট্রার জন্ম হয়েছিল। অন্যদিকে, ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর মাত্র দু'হাজার বছর পর মানুষ চাঁদে পা রেখেছিল। অর্থাৎ, প্রাচীন পিরামিড তৈরির চেয়ে ক্লিওপেট্রা আধুনিক চাঁদে যাওয়ার ইতিহাসের অনেক বেশি কাছাকাছি সময়ের মানুষ ছিলেন।

অক্টোপাসের তিনটি হৃৎপিণ্ড

সমুদ্রের নীচে থাকা অক্টোপাসদের শারীরিক গঠন সত্যিই ভিনগ্রহের প্রাণীর মতো। এদের শরীরে একটি বা দুটি নয়, আস্ত তিনটি হৃৎপিণ্ড থাকে। এর মধ্যে দুটি হৃৎপিণ্ড কেবল এদের ফুলকা বা গিলসে রক্ত পাম্প করার কাজ করে, যাতে এরা জলের তলা থেকে অক্সিজেন নিতে পারে। আর তৃতীয় বড় হৃৎপিণ্ডটি সারা শরীরে রক্ত পৌঁছে দেয়। মজার ব্যাপার হল, অক্টোপাস যখন সাঁতার কাটে, তখন এদের ওই বড় হৃৎপিণ্ডটি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তাই এরা সাঁতারের বদলে হেঁটে চলতেই বেশি ভালোবাসে।

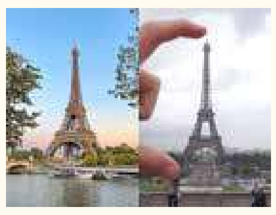

গ্রীষ্মে বাড়ে আইফেল টাওয়ার

প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার গ্রীষ্মকালে বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে যায়। এর কারণ হল বিজ্ঞানের থার্মাল এক্সপ্যানশন বা তাপীয় প্রসারণ। প্রচণ্ড গরমে টাওয়ারের লোহার কাঠামো গরম হয়ে যায় এবং লোহার অণুগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে গিয়ে প্রসারিত হয়। এর ফলে গরমকালে আইফেল টাওয়ার প্রায় ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে যেতে পারে। আবার শীতকালে ঠান্ডা পড়লে লোহা সংকুচিত হয়ে টাওয়ারটি নিজের পুরোনো মাপে ফিরে আসে।

নেপোলিয়ন ও খরগোশের দল

বিশ্বজয়ী ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে কোনও শত্রু সহজে হারাতে পারেনি, কিন্তু একদল খরগোশের কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছিল। একবার এক যুদ্ধ জয়ের পর তিনি খরগোশ শিকারের উৎসব আয়োজন করতে বলেছিলেন। তাঁর সেনাপতি প্রায় তিন হাজার খরগোশ খাঁচায় বন্দি করে মাঠে নিয়ে আসেন। কিন্তু খাঁচা খোলার পর খরগোশগুলো পালানোর বদলে উলটে সম্রাটের দিকেই প্রবল বেগে ধেয়ে আসে। হাজার হাজার খরগোশের আক্রমণে নেপোলিয়ন বাধ্য হয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পালিয়ে যান।

কাশফুলের হাসিতে মেঘের ছায়া

পুজো পর্যটনে শঙ্কা পাহাড়ে

সানি সরকার

৭১৭ এ জাতীয় সড়কে ধসের জেরে যান-যন্ত্রণা। বৃহস্পতিবার।

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শরতের আগমনী বার্তায় ঢাকে কাঠি পড়া এখন কেবল কয়েকদিনের ব্যবধান। কিন্তু শরতের নীল আকাশের আনন্দের বদলে প্রকৃতির বুকে শঙ্কার ঘনঘটা। পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ানোর কথা যেখানে, সেখানে প্রতিদিনের সূর্য ঢাকা পড়ছে কালো মেঘের আড়ালে। আকাশ ভেঙে নামছে অঝোর ধারার বৃষ্টি, যা মুহূর্তে ম্লান করে দিচ্ছে শারদোৎসবের চিরচেনা রোদ্দুরের মেজাজকে। আর তাতেই ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে সিকিমের পরিস্থিতি। প্রকৃতির তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত পাহাড়ের বুক। ধসের জেরে উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে চলাচল, বিচ্ছিন্ন একের পর এক গ্রাম। সিকিমের মতো না হলেও বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়েও। যা দেখে পুজো পর্যটন নিয়ে আশঙ্কার মেঘ জমছে পাহাড়ি আকাশে।

বিদায়ের আগে বর্ষার নতুন খেল। তাই পাহাড়ের গায়ে বিরামহীন বৃষ্টি। বিক্ষিপ্ত অঝোর ধারার বৃষ্টি সমতলের মাটিতেও। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় বিশ্বকর্মাপুজোর বাজার পণ্ড করেছে বৃষ্টি। পুজো পর্যটনে অশনিসংকেত দিয়ে এদিন ধস নামল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। ২০ মাইল বরদংয়ে ভূমিধস ঘটায় সিংতাম ও রংপোর মধ্যে জাতীয় সড়কে বন্ধ থাকল যান চলাচল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বুধবার রাতে বরদংয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল। বৃহস্পতিবার কাদামাটি থেকে গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়। এরই মধ্যে পাকিয়াং বিমানবন্দরের একটি অংশে ধস নামে। যে কারণে ৭১৭এ জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেছে সিকিম প্রশাসন। বৃষ্টির সময় কেউ যাতে চলাচল না করেন, সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। দ্রুত যদি বৃষ্টি না কমে, তবে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক আরও বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তার প্রভাব পর্যটনে পড়বে বলে আশঙ্কিত পর্যটন মহল। গ্যাংটকের হোটেল ব্যবসায়ী বিবেক গুপ্ত বলছেন, 'ট্যুরিস্টরা বুকিং করার সময় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা জানতে চাইছেন। ফলে জাতীয় সড়কটি খারাপ থাকলে তার বড় প্রভাব পড়বে পুজোর পর্যটনে।'

■ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ২০ মাইল বরদংয়ে ভূমিধস ঘটায় যান চলাচল বন্ধ সিংতাম ও রংপোর মধ্যে

■ পাকিয়াং বিমানবন্দরের একাংশে ধস, ৭১৭ এ জাতীয় সড়কে যান চলাচলে বিশেষ সতর্কতা সিকিম প্রশাসনের

■ প্রবল বর্ষণের জেরে ধসের কবলে উত্তর সিকিমের একাধিক রাস্তা, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন গ্রাম

পুজো মানেই মূলত বাঙালি পর্যটকদের গন্তব্য হয়ে ওঠে পাহাড়। তার মধ্যে লাচুং ও লাচেন অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির প্রভাবে উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ অংশ বিচ্ছিন্ন। গতি হারিয়েছে পাহাড়ি পথ, থমকে গিয়েছে জনজীবন। ধসের কারণে রাকডাং-টিনটার দিয়ে গ্যাংটক-মংগন চলাচল বন্ধ। টুংনাগাতে ধস নামায় বন্ধ চংথাং-মংগন রাস্তা। একই পরিস্থিতি ফিডং পথেও। যান চলাচল বন্ধ চুংথাং-লাচেন, মংগন-ডিকচু সহ উত্তর সিকিমের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। এমন বিপর্যস্ত সড়ক যোগাযোগের জেরে হোটেল, হোমস্টে ও স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরা চিন্তিত। বুকিং বাতিলের আশঙ্কাও করছেন তাঁরা। লাচেনের পর্যটন ব্যবসায়ী কল্পক দে বলেন, 'যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যটনের লাইফলাইন। ফলে তা বিপর্যস্ত হলে তার প্রভাব তো পর্যটন ব্যবসায় পড়বেই। এখনও বুকিং বাতিল হয়নি। তবে দ্রুত আবহাওয়া পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটলে নির্ঘাত বুকিং বাতিল হবে।'

উৎসবের আবহে সকলের নজর আকাশের দিকে। সকলেই চাইছেন, শরৎ তার আপন মহিমায় ফিরুক পাহাড়ের কোলে। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে নেই কোনও আশার আলো। উলটে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আপাতত বৃষ্টি থেকে মিলবে না নিস্তার। বরং আরও কিছুদিন প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে, অন্তত সিকিম পাহাড়ে।

বক্সায় পর্যটকদের চরম ভোগান্তি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ সেপ্টেম্বর : বক্সা ও জয়ন্তী— আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র। পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের এই জায়গাগুলোই এখন তালমিল ও সমন্বয়ের অভাবে 'খারাপ জায়গা' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছে। বন দপ্তর ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যকার বিবাদের জেরে বিগত দু'দিন ধরে চরম নাকাল হচ্ছেন পর্যটকরা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, অনেকে বক্সা ও জয়ন্তীর বুকিং বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন। সমস্যার কোনও সহজ সমাধানের পথও দেখা যাচ্ছে না।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এদিন জয়ন্তী গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা ও পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। জয়ন্তীর স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লালন মাহাতোর কথায়, 'জয়ন্তী থেকে আবার সাফারি চালুর দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে পর্যটকদের রাত কাটানোর অনুমতি দিয়ে পারমিটের সময়সীমা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। দেখা যাক কী হয়। রাত কাটানো নিয়ে হাইকোর্টের যে নির্দেশ রয়েছে, তাও মানা হচ্ছে না।' বক্সা টাইগার রিজার্ভের এই পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে মূলত এই দুটি বিষয় নিয়েই বিবাদ চলছে।

এদিকে, পর্যটকদের দুর্ভোগ কিছুতেই কমছে না। বুধবার থেকে জঙ্গলে খুললেও বহু পর্যটক জয়ন্তীতে রাত কাটানোর সুযোগ পাননি। জয়ন্তী ও লেপচাখায় পূর্বনির্ধারিত বুকিং থাকা সত্ত্বেও তা বাতিল করতে হচ্ছে। কারণ, বন দপ্তরের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী— রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট পার হয়ে জঙ্গলে প্রবেশের পর পর্যটকদের বাধ্যতামূলকভাবে মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। আর এই সীমিত সময়ের মধ্যে জঙ্গলের ভেতরে রাত কাটানো অসম্ভব।

জয়ন্তী, লেপচাখা ও সান্তলাবাড়ির মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো বক্সার মূল জঙ্গলের ভেতরেই অবস্থিত। নতুন নিয়মের ফলে বিপাকে পড়েছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা। এদিন হাবড়া থেকে আলিপুরদুয়ারে ঘুরতে আসা শ্যামচরণ চক্রবর্তী ও তনুজ ঘোষরা জয়ন্তীতে রাত্রিযাপনের পরিকল্পনা করলেও রাজাভাতখাওয়া পৌঁছানোর পর নতুন নিয়ম সম্পর্কে জানতে পেরে চরম সমস্যায় পড়েন। তনুজ বলেন, 'এই এলাকায় যে এমন সমস্যা চলছে, তা আমাদের জানা ছিল না। যে হোমস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারাও বিষয়টি আমাদের জানায়নি। আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে এই সমস্যা জানছি। আগে থেকে সঠিক তথ্য পেলে আমরা আসতামই না।' শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে ওই পর্যটকরা রাজাভাতখাওয়ার একটি হোমস্টেতে আশ্রয় নেন। শুক্রবার তাঁরা জঙ্গল সাফারির পরিকল্পনা করেছেন। পর্যটকদের আগে থেকে করা সমস্ত পরিকল্পনা আলিপুরদুয়ারে এসে বদলাতে হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ বাড়ছে।

উত্তেজনা

রাজগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজগঞ্জের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাপাড়ায় বিজেপির দলীয় পতাকা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই ভোলাপাড়ায় জমায়েত হতে শুরু করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। এরপর সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে দলীয় নেতৃত্ব। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে দলীয় স্তরে পালটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম রায় জানান, এই ঘটনায় রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশকে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। ভোলাপাড়া বাজার ও ভোলাপাড়া হাই মাদ্রাসার সামনে বিজেপির দলীয় পতাকা বৃহস্পতিবার রাতে কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

টোল বন্ধ ভুল ছিল

প্রথম পাতার পর

এসজেডিএ-তে গিয়ে টোল গেটের কাগজপত্র দেখেছি। কলকাতাতেও খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এটা বৈধ। তাই রাজস্ব আদায়ে কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। আমি সব ধরনের সহযোগিতা করব।'

বৃষ্টির জল জমলে এ পথ দিয়ে যাতায়াত আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা, গর্তে চাকা আটকে যাওয়া, যানবাহন বিকল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজট তৈরি হয়। পণ্যবাহী ট্রাকের দীর্ঘ লাইন পড়ে নিত্যদিন। দুর্গাপুজোর আগেই কাজ শেষ করতে চাইছে ঠিকাদারি সংস্থা। বিশ্বকর্মাপুজোর পরদিন থেকেই বিটুমিনাসের রাস্তা তৈরি শুরু হবে। তবে, আকাশের মুখ ভার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শংকর অবশ্য আশাবাদী, পুজোর আগে রাস্তাটি চলাচলের যোগ্য হয়ে উঠবে। এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীরবিক্রম রায়, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা।

হস্টেলে যৌন নিগ্রহ

প্রথম পাতার পর

স্কুলের প্রিন্সিপালের দাবি, 'আমরাও এই ঘটনার কথা জানতাম না। হঠাৎ করে দেখলাম ওই পড়ুয়ার জ্বর এসেছে। আমরা চিকিৎসক ডেকে চেষ্টাও করেছিলাম। তবে জ্বর কমছিল না। ওই পড়ুয়াও আমাদের কাছে কিছু বলেনি। সে কারণেই অভিভাবককে ফোন করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলি। পরে অভিভাবক ফোন করে আমাকে বিষয়টা জানান।'

প্রশ্ন উঠছে, হস্টেলের ভেতরে তাহলে নজরদারি কোথায়? এমন ঘটনা ঘটার পরেও হস্টেলে থাকা কর্মীরা কেন সেটা বুঝতে পারলেন না? গোটা ঘটনার পেছনে র‍্যাগিংয়েরও কোনও বিষয় রয়েছে কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। স্কুলের প্রিন্সিপালের অবশ্য দাবি, 'এ ধরনের ঘটনার পেছনে র‍্যাগিংয়ের কোনও বিষয় জড়িয়ে নেই বলেই আমরা মনে করছি। কারণ, বিভিন্ন বিষয়ে হস্টেলে থাকা পড়ুয়ারা আমাদের কাছে এসে অভিযোগ জানায়। র‍্যাগিংয়ের কোনও বিষয় থাকলে আমাদের কাছে কোনও না কোনওভাবে খবর চলে আসত।'

এদিকে, নির্যাতিত পড়ুয়ার পরিবারের তরফে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়েরের পর হস্টেলে থাকা অষ্টম শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে নিয়ে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পুলিশ ও স্কুল সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে এমন কাণ্ড ঘটানোর কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। স্কুলের প্রিন্সিপালের কথায়, 'ওই পড়ুয়াকে সেফ কাস্টডিতে নিয়েছে পুলিশ।' তিনি জানান, অষ্টম শ্রেণির ওই পড়ুয়ার অভিভাবকরাও এসেছিলেন। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, স্কুল থেকে ওই ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই ওই পড়ুয়াকে স্কুল থেকে টিসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, শুধু টিসি সার্টিফিকেট দিলেই কি ওই পড়ুয়াকে এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করা সম্ভব? সচেতন মহলের দাবি, ওই পড়ুয়া সহ হস্টেলে থাকা সমস্ত পড়ুয়ার বর্তমানে কাউন্সেলিং করা সবার আগে প্রয়োজন। প্রিন্সিপালের বক্তব্য, 'কাউন্সেলিং নিয়মিতই করা হচ্ছে। এর পরেও এ ধরনের ঘটনা ঘটল। অভিযুক্ত ওই পড়ুয়াকে আর স্কুলে রাখব না। সমস্ত পড়ুয়ার কাউন্সেলিং করানো হবে।'

নিগৃহীত পড়ুয়ার বাবার কথায়, 'দুজনেই কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময় বাইরে থাকায় বছরখানেক ধরে ছেলেকে স্কুলের হস্টেলেই রেখেছি। মঙ্গলবার হঠাৎ করে স্কুলের তরফে ফোন করে বলা হয়, ছেলের খুব জ্বর এসেছে, বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য।' মা-বাবা দুজনেই এরপর ওই পড়ুয়াকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। পড়ুয়ার মায়ের কথায়, 'জ্বর কিছুতেই না কমায় আমরা ছেলেকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাই। সেখানেই প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চিকিৎসার পর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে যাবতীয় ঘটনার কথা জানানো হয়।' কার্যত অবাক হয়ে পড়ে ওই পরিবার।

পরিবার সূত্রে খবর, নার্সিংহোম থেকেই মাটিগাড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপর পরিবারের তরফে জানানো হয়, স্কুল প্রধাননগর থানা এলাকায় থাকায় সেখানেই অভিযোগ দায়ের করা হবে। এদিকে, বাড়িতে এনে প্রশ্ন করতেই অভিযুক্ত অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ার নাম জানায় ছাত্রটি। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। মেডিকেল টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে অষ্টম শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে অস্বীকার করলেও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তেই ঘটনার কথা স্বীকার করে নেয় সে।

জুলুমবাজির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার বিধান রোডের একটি পুজো কমিটির বিরুদ্ধে মৃৎশিল্পীদের চাঁদার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে খোদ পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কাছে অভিযোগ করেন সুব্রত পাল নামে এক মৃৎশিল্পী। সুব্রতর বক্তব্য, 'দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের তরফে আমার মতো অনেক মৃৎশিল্পীকে এক হাজার, দু'হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে রসিদ দেওয়া হয়েছে। চাঁদা এখনও দিইনি, আমরা আতঙ্কে আছি। আমাদের পক্ষে এত টাকা চাঁদা দেওয়া অসম্ভব।' এদিন পর্যটনমন্ত্রী কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে একটি কর্মসূচিতে এসেছিলেন। সেখানেই তাঁর কাছে এই অভিযোগ জানান সুব্রত। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য তিনি মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন। মন্ত্রী বলেন, 'জোর করে মাত্রাতিরিক্ত চাঁদা দাবি করা উচিত নয়। পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলব।'

লুটপাট, ধৃত ৪

কিশনগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জে বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকায় সোয়াবিন তেলবোঝাই ট্রাক লুটের ঘটনায় চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের মিরাটের কিথোর মসুরপুরার মহম্মদ শাহজাদকে লুটপাটের ঘটনায় ব্যবহৃত একটি ট্রাক সহ এবং বিহারের পূর্ব চম্পারণের মতিহারির চকিয়ার সঞ্জয়কুমার মাখরিয়া, দীপক সুলতানিয়া ও দীপক কুমারকে ১৮৯ টিন সোয়াবিন তেল সহ গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর রাতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে জোগবানি থেকে গুয়াহাটিগামী ট্রাকটি হাইজ্যাক করে দুষ্কৃতীরা। ১৫০০ টিনের মধ্যে ৪৫০ টিন তেল অন্য ট্রাকে তুলে পালায় তারা। চালক ও খালাসিকে বেঁধে রেখে যায়। পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমারের নির্দেশে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজ কুমার তদন্ত করেন। মঙ্গলবার ও বুধবার গ্রেপ্তার করা চারজনকে বৃহস্পতিবার আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

মদ, মাদক উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জে পৃথক দুই অভিযানে ৩৪২০ লিটার বিদেশি মদ ও ৫৮৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার কোচাধামন থানার পুলিশ মোহরমারি চকে একটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করে। সেটিতে বিপুল পরিমাণে বিদেশি মদ ছিল। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে, বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ ও নারকোটিকস সেল লোহাগাড়া হাটে বাবলু গিরির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মাদক উদ্ধার করে। বাবলুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার জানান, বাজেয়াপ্ত করা মাদকের মূল্য দেড় কোটি টাকা। তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে বাবলু মাদক কেনাবেচা করতেন এবং বাড়িতে উন্নত মানের মাদক মজুত করে নেপাল ও আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করতেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মনোজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী তাঁকে বমাল গ্রেপ্তার করে। ডাক্তারি পরীক্ষার পরে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কিশনগঞ্জ সংশোধনাগারে পাঠানো হয়।

চুরিতে ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফাঁকা বাড়িতে চুরির অভিযোগে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ ও ৯৯ গ্রাম রুপোর গয়না। গত ১২ তারিখ তুম্বাজোতের অসীম ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হয়। ওই দিন বাড়িতে কেউ ছিলেন না। বৃহস্পতিবার মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অসীম। তদন্তে নেমে পঙ্কজ রায়, কমল রায় ও সাহাজামাল শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

দুই বাংলায় দুই শাসকের আদিরা ব্রাত্য

প্রথম পাতার পর

ফুটবলার ষষ্ঠী দুলে। তখন ভোটে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়াটাই ছিল ভবিতব্য। আজ মসনদে বসে সেই পুরোনো মুখগুলো স্রেফ ইতিহাস। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের আর দলীয় কার্যালয়ের ধারেকাছেও ডাকা হয় না। আজকের নেতাদের কারও মুখে শুনবেন না প্রয়াত অমল বা মনোহরের কথা। বরং শুভেন্দু অধিকারীর রাজপাটে দুর্গাপুজো নিয়ে কথার যুদ্ধে প্রচার নিয়ে যাবেন সজল ঘোষ ও শঙ্কুদেব পণ্ডা। সব তৃণমূল ফেরত।

ওপারেও দৃশ্যটা হুবহু এক। হাসিনার প্রবল প্রতাপের দিনে যাঁরা রাজপথে পুলিশের লাঠি খেয়েছেন, জেল খেটেছেন, দল ক্ষমতায় ফিরতেই তাঁদের অনেকেই ব্রাত্য। তখন খালেদা জিয়া অসুস্থ, তাঁর পুত্র নির্বাসনে। তারেক ক্ষমতার মসনদ পেতেই দলের রাশ চলে গেছে লন্ডন আর শিলং ফেরত সাহেবি বাবুদের হাতে। যাঁরা সুখে শান্তিতে বিদেশে দিন কাটিয়েছেন, আজ প্রধানমন্ত্রীর চারপাশে তাঁদেরই রাজত্ব। এই ইস্যুতেই উপেক্ষিতদের নাম ধরে ধরে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন দল থেকে বহিষ্কৃত প্রাক্তন সাংসদ রুমিন। তাঁর ক্ষোভ, দুর্দিনে যাঁরা বুক চিতিয়ে লড়লেন, সুদিনে তাঁদের ঠাঁই হল ফুটপাথে। আর ক্ষমতার মধু খাচ্ছেন পরিযায়ী নেতারা।

এপারে যেমন বেশ কিছু সরকারি অফিসার একেবারে সরকার ও মন্ত্রীদের কথায় চলেন, ওপারেও তাই। রুমিন ফারহানা ব্যারিস্টার। হাইকোর্টে এক মামলা লড়ছিলেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নজরুল ইসলাম ছোটন। তিনি হঠাৎ ফেসবুকে লিখে দেন, 'লেডি মীরজাফর রুমিন ফারহানা আপা অতীত দ্রুতই ভুলে যাচ্ছেন।' যে কথা বিএনপি নেতাদের বলার কথা, তা বলছেন দেশের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল।

বাংলাদেশেরই কাগজে পড়লাম, ঢাকা নিউ মার্কেটের উলটোদিকে যেসব ঝুপড়ির দোকান আছে, সেখানে নাকি আজকাল গোরু, মুরগির মাংস বেশি বিক্রি হচ্ছে না। রুই মাছও না, পোনা মাছও না। সবজিই বেশি রান্না হয়। মাছ-মাংসের এত বেশি দাম! আমাদের বাংলাতেও তো এখন সবজি খাওয়ারই পরামর্শ আসতে শুরু করেছে। নয়াদিল্লির ব্রিকস সম্মেলনের ডিনারের মেনুই নাকি মডেল হতে পারে দেশের।

দুই বাংলার সবচেয়ে নগ্ন মিলটা ধরা পড়েছে বিরোধীহীন রাজনীতির চক্রান্তে। গণতন্ত্রের ঢাকঢোল যতই পেটানো হোক, দুই পাড়ের নেতাদের আসল স্বপ্ন একটাই। মাঠে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না।

এপারে এক ডাকাবুকো ডাবল ইঞ্জিন সরকার দিল্লির কেন্দ্রের সর্বশক্তি কাজে লাগিয়ে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ভেঙে তিন টুকরো করে দিয়েছে। তদন্তকারী এজেন্সির জুজু আর ক্ষমতার টোপ ফেলে বিরোধী শিবিরকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। ওপারে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আরও এক ধাপ এগিয়ে সোজাসুজি আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। পথ আলাদা হতে পারে। কিন্তু গন্তব্য ঠিক এক। কেউ বিরোধী চায় না। ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার এই নিখুঁত ফর্মুলা দুই বাংলার শাসকের মজ্জায় মজ্জায়।

আর এই বিরোধীশূন্য ময়দান তৈরি করতে গিয়েই ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে আদি আর নব্যর অন্তর্বিরোধ।

যাঁরা রক্ত ঘাম দিয়ে সংগঠন গড়েছিলেন, সেই আদি কর্মীরা দেখছেন সুবিধাবাদী নব্যদের পায়ের নীচে তাঁদের জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে। দল ভাঙিয়ে আনা নতুন অতিথিদের গলায় ঝুলছে দামি মালা। আর আদি নেতাদের কপালে জুটছে শুধু অবহেলা। এপারে বিজেপিতে যেমন আদি বনাম পরিযায়ী লড়াইয়ে জেলায় দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর নিত্যদিনের ঘটনা, ওপারে বিএনপিতেও ঠিক তেমনই সুবিধাবাদী নব্য আর প্রবাসী নেতাদের বাড়বাড়ন্তে ফুঁসছেন পুরোনো সৈনিকরা। দুই বাংলাতেই নেতারা মুখে বলেছেন, শিক্ষায় রাজনীতি নয়। ওদিকে কলেজে কলেজে প্রশাসনের মাথায় নিঃশব্দে, চক্ষুলজ্জাহীনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে নিজস্ব পার্টির লোককে।

এর সঙ্গেই মিশেছে ধর্মের নোংরা খেলা। দুই পারেই এখন রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার চরমপন্থা। ধর্ম ছাড়া বাঁচব নাকি, ধর্ম ছাড়া খাবটা কী— একেবারে গুপী-বাঘা স্টাইলের গান।

এপারে উগ্র হিন্দুবাদীদের দাপট আর ওপারে কট্টর মুসলিমবাদীদের আস্ফালন। দুই দলের কাছেই এই কট্টরপন্থীরা পরম প্রিয়। একদল তামাশা দেখালে অন্য পক্ষ মুখে গর্জন করে। তবে মনে মনে খুশিই হয়। বোঝে, এবার নিজেদের দেশে জনতাকে ভুল বোঝানো আরও সুবিধে হবে।

লক্ষণীয় ফারাকটা ঘটে গেছে তাদের চালচলনে। পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে মৌলবাদের হাওয়া ছড়ানোর দায়টা বেশি করে নিচ্ছে শাসক শিবির। ক্ষমতার পরোক্ষ মদতে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বুক ফুলিয়ে দাপাদাপি করছে। ওপারে আবার ছবিটা তৈরি হচ্ছে বিরোধীদের দিক থেকে। কট্টর ইসলামপন্থীদের বাতাস দিয়ে চাঙ্গা করে তুলছে বিরোধী শিবির। এক পারে ক্ষমতার চেয়ার ব্যবহার করে উগ্রপন্থা ফেরি করা হচ্ছে। অন্য পারে সেই একই পথ ধরে বিরোধীরাও জলঘোলা করে ফায়দা তুলতে চাইছে।

লক্ষণীয় বৈপরীত্য রয়েছে দুই শিবিরের দুই শীর্ষ নেতার আচরণেও।

এপারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রোজ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছেন। সকালে বলছেন এক কথা, দুপুরে অন্য কথা। এই যেমন শারদোৎসব কথাটায় ডিগবাজি দেখলাম। রাতে সুর বদলে একদম উলটো পথ ধরছেন। তাঁর অতিভাষণ আর ক্রমাগত অবস্থান বদল নিজের দলের কর্মীদেরই বিভ্রান্ত করছে।

ওপারে আবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চালচলন একদম ভিন্ন মেরুর। তিনি কথা বলছেন অনেক মেপে, বেশ কিছুটা কম। কিন্তু সেই সংযত চেহারার আড়ালে কূটকৌশল মারাত্মক। প্রকাশ্যে হিসেব করে পরিশীলিত বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিরোধীদের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার চাল চেলে যাচ্ছেন নিঃশব্দে। একজন বড্ড বেশি কথা বলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছেন, আর একজন কম কথা বলে নিজের ছক সাজাচ্ছেন।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেতাদের দেশোদ্ধারের লম্বাচওড়া বুলি। আর ক্ষমতার অলিন্দে গেলেই সুবিধাবাদ আর অন্ধ অহংকার। দুই বাংলাতেই মন্ত্রীদের কিছু কথা শুনে থ মেরে বসে থাকতে হয়। এরকম কথা বলা যায়! আদর্শ তখন নির্বাসনে চলে যায়। ওপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি জিন্নার ছবি লাগানো হয়, এপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নাচতে থাকেন নাগা সন্ন্যাসীরা। নেতাদের মাথায় ওই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়!

লড়াইয়ের দিনে বিজেপি ও বিএনপির ঘাম ঝরানো কর্মীরা আজও রাজপথে দাঁড়িয়ে শুধু হা-হুতাশ করেন। আর এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে বসে রাজত্ব চালান অচেনা আগন্তুকরা। পদ্মা হোক বা গঙ্গা, জল বইছে নিজের নিয়মেই। আর দুই তীরের রাজনীতি ডুবছে সেই একই সুবিধাবাদ আর অহংকারের নোংরা জলে।

জুলেখার ঘরে 'প্লাবন'

প্রথম পাতার পর

ছেলের নামটা শুনে খুশি মা জুলেখাও।

বন্যার জেরে ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আটশুইয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় চলে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। প্রায় ৩৫১ জন গর্ভবতীকে মথুরাপুর ফ্লাড শেলটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অনেককে ভর্তি করা হয়েছে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু জুলেখা যেতে চাননি। দেড় বছর আগে মানিকচকের জালালপুর গ্রামের মহম্মদ রবিউলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। গর্ভবতী অবস্থায় গত দু'মাস ধরে বাপের বাড়ি আটশুইয়াতেই ছিলেন তিনি। বন্যার জল বাড়তে শুরু করলেও বাপের বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হননি। আশাকর্মী ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। কিন্তু জুলেখার সিদ্ধান্ত ছিল, বাড়িতেই থাকবেন। জল শেষপর্যন্ত তাঁর বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। তবু পরিস্থিতি সামলে নেওয়া যাচ্ছিল। সোমবার রাতের প্রসববেদনা সেই হিসাব বদলে দেয়। পরিবারের লোকজন তখন দিশেহারা। খবর পৌঁছায় প্রশাসনের কাছে। স্পিড বোটে চেপে জুলেখা যখন হাসপাতালমুখী, তখন বিধাতা ছোট্ট প্লাবনের পৃথিবীতে আসার কাহিনী লিখতে শুরু করেছেন। হাসপাতালে তিনদিন ছিলেন জুলেখা। কোলে নবজাতক প্লাবন। এর মধ্যে গত দু'দিন ধরে ভূতনিতে বন্যার জল কিছুটা কমেছে। জুলেখার বাপের বাড়ির ভেতর থেকেও জল নেমেছে। তাই আবার বাড়ি ফিরতে চান তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই ইচ্ছাও পূরণ হল। ছোট্ট প্লাবনকে কোলে নিয়ে ফের সিভিল ডিফেন্সের স্পিড বোটে চেপে আটশুইয়ার বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন জুলেখা।

তখন তাঁর মুখে স্বস্তি। সিভিল ডিফেন্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও। জুলেখা বলেন, 'নার্সদিদি ও ডাক্তারবাবুরা আমার ছেলের নাম রেখেছেন প্লাবন। প্রশাসনের লোকজন খুব সাহায্য করেছে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সাহায্য না পেলে যে কী হত, ভাবতেই ভয় লাগছে।' মালদা সদরের এসিএমওএইচ হেমনারায়ণ ঝা বলেন, 'প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের এমন ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

ভূতনির জল এখনও পুরোপুরি সরে যায়নি। অনেক রাস্তা এখনও জলের নীচে। বহু বাড়ির চারপাশে এখনও সেই কালো জল। তারই মধ্যে প্লাবনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল বানভাসির স্মৃতি, অন্ধকার রাত, পরিবারের উৎকণ্ঠা, সিভিল ডিফেন্সের স্পিড বোট, হাসপাতালের আলো— সবই।

জলস্রোত যেমন অনেককিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনই কখনো-কখনো সেই জলের মধ্যেই নতুন কোনও গল্পের জন্মও তো নেয়।

জর্ডনে হোটেল ছাড়ার আগে ক্লাব ও জাতীয় পতাকা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল দল। বৃহস্পতিবার।

‘ধোঁয়াশা’ আগরকারকে নিয়ে আজ বিসিসিআইয়ের এজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : চলছে অঙ্ক কষার খেলা। নিয়মিত বদলে যাচ্ছে সমীকরণও।

এমন অবস্থার মধ্যে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা বা এজিএম। যেখানে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে অজিত আগরকার থাকবেন কি না, তা নিয়ে যেমন ঝড় উঠতে পারে। ঠিক তেমনই আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের দুই সদস্য, বিসিসিআই থেকে আইসিসি প্রতিনিধিত্ব কে করবেন, অ্যাসোসিয়েট সদস্য হিসেবে আন্দামান নিকোবরের অনুদান পাওয়ার বিষয়গুলি রয়েছে অ্যাজেন্ডায়।

ছবিটা অনেকটা বাংলা ক্রিকেট সংস্থার মতোই। সিএবির এজিএম ২৪ সেপ্টেম্বর। সেখানে এবার কোনও নির্বাচন হচ্ছে না। ঠিক তেমনই কালকের বিসিসিআই এজিএমের আসরেও থাকছে না কোনও নির্বাচন নির্ঘণ্ট। দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রাজ্য দলের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন মুম্বই। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও পা রেখেছেন বাণিজ্যনগরীতে। এজিএমের আগে আজ বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া ঘোষণা করে দিয়েছেন, চলতি ২০২৬-’২৭ ক্রিকেট মরশুম থেকেই আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের ম্যাচ ফি বাড়ানোর কথা। বিকেলের দিকে মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের বোর্ড সচিব দেবজিৎ বলেছেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটের

আম্পায়ারদের ম্যাচ ফি বাড়ছে

ম্যাচ রেফারি ও আম্পায়ারদের ম্যাচ ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। একইসঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটে আম্পায়ারদের প্যানেলও নতুনভাবে গড়া হচ্ছে।’

নির্বাচনহীন এজিএমের আসরে সবচেয়ে বড় বিষয় হিসেবে সামনে আসছে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে আগরকারের ভবিষ্যতের বিষয়টি। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে অজিতের। তাঁর কি মেয়াদ বাড়বে? উত্তরসূরী হিসেবে পার্থিব প্যাটেল ও প্রজ্ঞান ওঝার নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও রাতের দিকের খবর, আগরকারই হয়তো তাঁর পদে থেকে যাবেন। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানকে নিয়ে বোর্ডের অন্দরেই অসন্তোষ থাকলেও আপাতত আগরকার তাঁর চাকরি বাঁচিয়ে ফেলেছেন বলে খবর। নাম না লেখার শর্তে রাতের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘রোহিত শর্মার অবসর ইস্যুতে আগরকারের অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। একটা সময় এমন হয়েছিল, যখন আগরকারের ছাঁটাই প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এই মুহূর্তে ছবিটা সামান্য হলেও বদলেছে।’

আগরকারের চাকরি বাঁচানোর খবর সামনে আসার পাশাপাশি রাতের দিকে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, বোর্ড সচিব দেবজিৎই আগামী মরশুমেও আইসিসি-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ভিসার অপেক্ষায় লুকাস

ভুল শোধরাতে উদ্যোগী ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : শেষপর্যন্ত নতুন স্ট্রাইকার নেওয়ার বিষয়ে এক ধাপ এগোল ইস্টবেঙ্গল। লুকাস জালিনিস্কির সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করল ইস্টবেঙ্গল। এবার ভিসা পেলেই কলকাতায় চলে আসবেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। তবে কলকাতা আসার পর জালিনিস্কির মেডিকেল টেস্ট হবে। তাঁর চুক্তির কথা ইস্টবেঙ্গলের তরফে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। এফিয়ং সুঙ্গুসি কোনওভাবে ভিসা সমস্যা মিটিয়ে ভারতে পৌঁছাতে পারলে ক্রিস ইকোনোমিডিসকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এদিকে, এদিন মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল দল। দোহা হয়ে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে রাত ২টো চল্লিশ নাগাদ কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাদের। আসার আগে হোটেলে ক্লাব পতাকার সঙ্গে জাতীয় পতাকা নিয়ে ছবি তোলে গোটা দল। বুধবার আম্মানে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করলেও ফুটবলারদের লড়াইয়ে খুশি ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার অন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তিনি বলেছেন, ‘আমার দল প্রথমার্ধে ভালো খেলে। সেই সময় আমরা দুই গোলে এগিয়ে যাই। আরও গোলের সুযোগ ছিল। কিন্তু সুযোগগুলো কাজে লাগানো যায়নি। বিরতির পর আল হুসেইন ভালো খেলে আমাদের বিরুদ্ধে গোল করে সমতা ফেরায়। ম্যাচটা জিততে না পারলেও আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি।’ ম্যাচে গোল করে ও করিয়ে নায়ক ড্যানি র‍্যামিরেজ। তিনি সমর্থকদের প্রতিশ্রুতি দেন, ‘এর পরের ম্যাচ ইরাকের আল সোর্তার বিপক্ষে আমাদের ঘরের মাঠে। ওই ম্যাচ জিতে সমর্থকদের গর্বিত হওয়ার সুযোগ দেব। আমাদের কিছু জায়গায় আরও উন্নতি করতে হবে। যা নিয়ে ম্যাচের পরই সাজঘরে আলোচনা শুরু হয়েছে।’

> **আমার দল প্রথমার্ধে ভালো খেলে। সেই সময় আমরা দুই গোলে এগিয়ে যাই। আরও গোলের সুযোগ ছিল। কিন্তু সুযোগগুলো কাজে লাগানো যায়নি। বিরতির পর আল হুসেইন ভালো খেলে আমাদের বিরুদ্ধে গোল করে সমতা ফেরায়। ম্যাচটা জিততে না পারলেও আমার ছেলেদের পারফরমেন্সে আমি খুশি।**
>
> **অন্তোনিও লোপেজ হাবাস**

১৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আল সোর্তার বিপক্ষে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। বুধবার আল সিবের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতে আপাতত গ্রুপ শীর্ষে ইরাকের এই ক্লাব।

এদিকে, শুক্রবার ক্যাসে আনোয়ার আলির শুনানি রয়েছে।

ব্রাইটনের কাছে হেরে হতাশ ম্যান ইউয়ের কোচ মাইকেল ক্যারিক।

কারাবাও কাপ থেকে বিদায় ব্রুনোদের

লন্ডন, ১৭ সেপ্টেম্বর : ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে পরাজয়ের ক্ষত এখনও টাটকা। এরই মধ্যে কারাবাও কাপের তৃতীয় রাউন্ডে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের কাছে ৩-২ গোলে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, ম্যাথিয়াস কুনহা, ব্রায়ান এমবিউমোর মতো ফুটবলারদের রিজার্ভে রেখেই দল নামিয়েছিলেন ইউনাইটেড কোচ মাইকেল ক্যারিক। ম্যাচের ৮ মিনিটে শিয়া লেসি গোল করে রেড ডেভিলসকে এগিয়ে দেন। ১০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ম্যাসন মাউন্ট। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ব্রাইটনের হয়ে একটি গোল করেন চারাল্যাম্পোস কোস্টুলাস। ৬৫ মিনিটে ব্রাইটনের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন পাসকাল গ্রোস। বিপদ বুঝে ব্রুনো, এমবিউমোদের মাঠে নামান ক্যারিক। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। ৭০ মিনিটে ব্রাইটনের জয়সূচক গোলটি করেন ম্যাক্সিম ডে কুইপার।

বিধ্বংসী ফর্ম অব্যাহত ফ্লিক ব্রিগেডের

৭ গোলে সাত রেকর্ড বার্সার

মাদ্রিদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : এই বার্সেলোনা ভয়ংকর অথচ সুন্দর।

মরশুমের শুরু থেকেই গোলবর্ষণ চলছে হ্যান্সি ফ্লিকের দলের। বুধবার ভারতীয় সময় রাতে ঘরের মাঠে রেসিং স্যান্টান্ডারকে ইয়ামালরা উড়িয়ে দিয়েছেন ৭-২ গোলে।

ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুলেছেন জোয়াও ক্যান্সেলো, গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও লামিনে ইয়ামাল। একটি গোল আত্মঘাতী। চরম আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে গিয়ে দুইটি গোল হজমও করতে হয়েছে বার্সাকে। স্যান্টান্ডারের হয়ে গোল করেছেন মাগুয়েট্রে ও ইয়াসির জুবিরি।

প্রতি ম্যাচেই গোলের বন্যা। রাফিনহা, ইয়ামালরা যেন গোলমেশিন। সেইসঙ্গে দৃষ্টিনন্দন ফুটবল। বুধবার রাতে ৭ গোলের ম্যাচে সাতটি রেকর্ড গড়ল ফ্লিকের ছেলেরা। লা লিগায় প্রথম ছয় ম্যাচেই ২৮ গোল বার্সার। এর আগে লা লিগায় প্রথম ছয় ম্যাচে বার্সার চেয়ে বেশি গোল করার নজির রয়েছে কেবল সেভিয়ার। তারা ১৯৪০-’৪১ মরশুমে ৩২টি গোল করেছিল। বার্সার ২৮টি গোলের ১৬টিই এসেছে রাফিনহা-ইয়ামাল জুটির কাছ থেকে। এর মধ্যে রাফিনহা করেছেন ৯টি গোল।

হ্যাটট্রিক করে সেলিব্রেশন বার্সেলোনার রাফিনহার।

গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবাইকে পিছনে ফেলেছেন তিনি।

ম্যাচের পর জয়ের নায়ক রাফিনহা বলেছেন, ‘আমাদের দলের মানসিকতাই হল আরও বেশি সুযোগ তৈরি করো এবং আরও গোলের চেষ্টা করো।’ কোচ হ্যান্সি ফ্লিক অবশ্য বলেছেন, ‘মরশুমের শুরুটা ভালো হয়েছে। আমাদের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। কিন্তু মরশুমের শেষটা কেমন হল, সেটাই দেখার।’ আপাতত ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বার্সেলোনা। যে বিধ্বংসী ফর্মে তারা রয়েছে, তাতে এখন থেকেই বাকি দলগুলি রীতিমতো চিন্তিত।

আজ অভিযান শুরু হরমনদের

নিশিন (জাপান), ১৭ সেপ্টেম্বর : খারাপ আবহাওয়ার জন্য এশিয়ান গেমসে মহিলাদের চিন বনাম বাংলাদেশের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ বৃহস্পতিবার ভেস্তে গেল। অদ্ভুতভাবে মাঠে নামার আগেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল চিন।

এশিয়ান গেমসের প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা দল পরবর্তী রাউন্ডে যাবে। সেই নিয়মে চিনের (৩৬) থেকে

মাঠে নামার আগেই বিদায় চিনের

অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ (১০)। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটের কষ্টার্জিত জয়ে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ১১ ওভারে থাইল্যান্ড ৪ উইকেটে ৯১ রান তোলে। জবাবে ২ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয় পাকিস্তান। একটা সময় তাদের ৭৭/৬ স্কোর ছিল।

এদিকে, সোনার পদক রক্ষা করার অভিযান বৃহস্পতিবার শুরু করছে ভারতীয় মহিলা দল। কোয়ার্টার ফাইনালে হরমনপ্রীত কাউরদের প্রতিপক্ষ জাপান। ২০২৩ সালের এশিয়াডে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানারা।

ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ‘ভয়’ পান স্মিথ!

মেলবোর্ন, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাঝে আট বছর পার। কিন্তু ২০১৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে স্যান্ডপেপার বিতর্ক এখনও তাড়া করছে স্টিভেন স্মিথকে। কেরিয়ারের যে ‘কালো অধ্যায়’ ভুলতে পারেননি। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আওয়াজ কানে এলে আতঙ্কে ভোগেন এখনও!

সামনে আরও একটা দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। ওডিআই সিরিজের পাশাপাশি টেস্টের চ্যালেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার সামনে। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের আগে স্মিথের মুখে স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারির কথা। একবছরের জন্য নির্বাসিত হন তৎকালীন অজি অধিনায়ক স্মিথ। ৯ অক্টোবর ডারবানে শুরু টেস্ট সিরিজের হাত ধরে আট বছর

‘যেন নেকড়ের সামনে...’

দক্ষিণ আফ্রিকায় পা রাখার আগে স্মিথের স্বীকারোক্তি, ‘কেরিয়ারের কঠিন সময়। ক্যামেরা দেখলে অস্বস্তিতে থাকতাম। এখনও যখন ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আওয়াজ কানে আসে আতঙ্কে ভোগেন, পুরোনো সেই ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।’

অপরাধ স্বীকার করার পর নির্বাসিত হন। সফর শেষ না করেই রাতারাতি দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে দেশে ফেরেন স্মিথ। ফেরার সময় জোহানেসবার্গ বিমানবন্দরে কার্যত তাঁকে ঘিরে ধরে সাংবাদিকরা। স্মিথের কথায়, তাঁকে যেন নেকড়ের সামনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওই সময় কাউকে পাশে পাননি। অসহায় বোধ করছিলেন। দেশে চাঁচাছোলা প্রশ্নের মুখে পড়েন। জীবনের সবচেয়ে কঠিন কয়েকটা দিন, সহজে যা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

বেশি কাটাছেঁড়া নয়, গম্ভীরকে বার্তা যুবরাজের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : জল্পনা থাকলেও চেনা গতেই হেঁটেছেন নির্বাচকরা। রোহিত শর্মাকে রেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দল গড়েছেন। আকিব নবি, নমন ধীরের মতো নবাগত ডাক পেলেও মূল দলকেই অগ্রাধিকার। যুবরাজ সিংও ঠিক সেটাই চাইছেন। প্রাক্তনের যুক্তি, সামনের বছরে বিশ্বকাপ। দল নিয়ে অযথা কাটাছেঁড়া, অনিশ্চয়তা হিতে বিপরীত হবে।

ওডিআই দল নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে যুবরাজ বলেছেন, ‘সামনের বছর বিশ্বকাপ। যা মাথায় রেখে দলকে তৈরি রাখা উচিত। টুর্নামেন্টের আগে বড়সড়ো পরিবর্তন করলে সমস্যা হবে। যে বা যারাই দলে থাকুক, তাদের সময় দিতে হবে। প্রত্যেকেই যেন বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত ম্যাচ পায়, তা সুনিশ্চিত করা জরুরি।’

অতীতের উদাহরণও টেনে আনেন বিশ্বজয়ী প্রাক্তন তারকা। যুবরাজের মতে, বড় টুর্নামেন্টের আগে যখনই শেষমুহূর্তে দলে বদল আনা হয়েছে ভুগেছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে দলের ওপর ভরসা রাখতে হবে। এক-দুইটি ব্যর্থতায় অযথা পরিবর্তন করা উচিত হবে না।

সাদা বলের ফরম্যাটে দলের ধারাবাহিকতার প্রশংসাও যুবির মুখে। আশাবাদী, বিশ্বকাপেও তা বজায় থাকবে। তবে সতর্ক করছেন, ট্রফি নয়, ধাপে ধাপে এগোনো লক্ষ্য হোক গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের। প্রথম টার্গেট সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করা। তারপর ফাইনাল, ট্রফি জয়। তবে বিশ্বকাপের আগে এখনও অনেকটা সময় বাকি। এই সময়ে সঠিক উইনিং কম্বিনেশন প্রস্তুত করাতেই বাড়তি নজর দেওয়া দরকার। বড় আসরে সঠিক পরিকল্পনার কারণেই অস্ট্রেলিয়া এত সফল।

এদিকে, চলতি আফগানিস্তান টি২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে রান পেলেও বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে অঘোষিত টক্করে সঞ্জু স্যামসনকে সতর্ক করছেন সুনীল গাভাসকার। জোর দিতে বলছেন ধারাবাহিকতায়। সঙ্গে সাফল্যের টিপসও। গাভাসকার বলেছেন, ‘বড় ইনিংস খেলার

রোকো সহ দলেই ভরসার পরামর্শ

সবথেকে বেশি সময় ও সুযোগ থাকে ওপেনারদের কাছে। সঞ্জু স্যামসন যেমন এদিন (দ্বিতীয় ম্যাচে) প্রথম থেকেই বিগহিটের পথে হাঁটেনি, হাত খুলেছে কিছুটা পরের দিকে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাটিং চালিয়ে গেলে ব্যর্থতার সম্ভাবনা প্রায় থাকবে না। বেশিরভাগ ইনিংসে ৫০-৬০ দেখতে পাব সঞ্জুর ব্যাট থেকে। তবে টার্গেট ১৯০-২০০ হলে অবশ্য শুরু থেকে ঝুঁকি নেওয়ার তাগিদ দেখানো ছাড়া উপায় থাকে না।’

ক্যাম্পেওনেস ট্রফি জিতে উচ্ছ্বাস ইন্টার মায়ামির মেসি, সুয়ারেজদের।

১০০ গোল, ৪৯ নম্বর ট্রফি মেসির

মায়ামি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ট্রফি জয়ের হাফ সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছালেন লিওনেল মেসি। একইসঙ্গে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে শততম গোলের নজির স্পর্শ করলেন তিনি।

ক্যাম্পেওনেস ট্রফির ফাইনালে ইন্টার মায়ামি মুখোমুখি হয়েছিল ক্রুজ আজুলের। মেসি ম্যাজিকে ভর করেই ২-০ গোলে জয় পায় ডেভিড বেকহ্যামের দল। ম্যাচের ২৪ মিনিটে এলএমটেনের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। এটি মায়ামির জার্সিতে তাঁর শততম গোল। ৮১ মিনিটে মেসির কর্নার থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন ক্যাসেমিরো।

এই প্রথমবার ক্যাম্পেওনেস ট্রফি জিতেছে মায়ামি। সেইসঙ্গে মেসিও নিজের কেরিয়ারে ৪৯তম খেতাবটি পেয়েছেন। বিশ্বকাপের ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের পর এটিই তাঁর প্রথম ট্রফি।

অনুশীলন কেন্দ্রের দূরত্বে ক্ষোভ শুটিং দলের

নাগোয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতির ব্যবস্থা নিয়ে অখুশি ভারতীয় শুটিং দল। ভারতীয় শুটারদের যেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতার কেন্দ্রের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। ফলে যাতায়াতে বেশ খানিকটা সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। যা নিয়ে মুখ খুলেছেন দলের সঙ্গে যাওয়া এক কোচ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই কোচ বলেছেন, ‘যাতায়াত একটা বড় সমস্যা। অনুশীলন কেন্দ্রের কাছাকাছি কোনও হোটেল আমি দেখতে পাইনি। যদি থাকত, আমরা অনেক আগে অনুশীলনে পৌঁছে যেতে পারতাম। এমন জায়গায় আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেটা অনেকটা দূরে। কী আর করা যাবে!’ তিনি আরও জানিয়েছেন রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কর্তাদের এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। তবে একইসঙ্গে কোচ আরও জানিয়েছেন, চিনের হ্যাংঝৌয়ে গত এশিয়ান গেমসেও একই জিনিস হয়েছিল। রোজ ১ ঘণ্টা যাত্রা করে অনুশীলনে যেতে হত।

এশিয়ান গেমসে রওনা হওয়ার আগে ভারতের তারকা শুটার মনু ভাকের।

আইএফএ ও তিন প্রধানকে ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট

প্রাক্তন ফুটবলার ও সদস্য-সমর্থকরা ছাড়ে কিনতে পারবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : তিন প্রধান এবং ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) মাধ্যমে দশ শতাংশ ছাড়ে ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। এদিন কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারত-ব্রাজিল এক প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যার টিকিট বিক্রি শুরু হয় গত ২ সেপ্টেম্বর। শুরুর দিন সর্বনিম্ন টিকিট দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে গেলেও পরবর্তী ধাপে কিন্তু আশানুরূপ টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। সম্ভবত সেই কারণেই ১৪ হাজার টিকিট আইএফএ, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এআইএফএফ। গোলপোস্টের পিছনের বি-২ ও ডি-২, এই দুই গ্যালারির টিকিটই থাকছে এতে। এই তিন ক্লাব ও আইএফএ অফলাইনে ১০ শতাংশ ছাড়ে টিকিট বিক্রি করবে। যে টিকিট কাটতে পারবেন প্রাক্তন ফুটবলার, ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, ময়দানের বিভিন্ন ক্লাব ও এই তিন ক্লাবের সদস্য-সমর্থকরা। এছাড়াও কিছু কমপ্লিমেন্টারি টিকিটও দেওয়া হবে বলে জানান ফেডারেশন সভাপতি। এর আগেই আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ময়দানের সব ক্লাবের সচিব ও সভাপতিদের দুটো করে কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দেওয়ার দাবি জানিয়ে চিঠি দেন। সরাসরি কল্যাণ চৌবে সেকথা স্বীকার না করলেও শোনা যাচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই টিকিট দেওয়া হচ্ছে। এদিন কল্যাণের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন মহমেডান সভাপতি গজল জাফর। এদিন টিকিটের বিষয়টি ছাড়া জাতীয় শিবিরে বিভিন্ন ক্লাবের ফুটবলার না ছাড়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কল্যাণ কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি শুধু বলেছেন, ‘কিছু কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ভালোর জন্য অনেক সময় মেনে নিতে হয়।’ ব্রাজিল প্রতিনিধিরা এইমুহূর্তে কলকাতায় আছেন। তাঁরা মাঠ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এদিন যুবভারতীতে গিয়ে দেখা গেল, গোটা স্টেডিয়াম চত্বর ঘিরে সাজোসাজো রব। মাঠের কাজ ছাড়াও রঙের পোচ লাগানো হচ্ছে স্টেডিয়ামে। আগেই খুলে ফেলা হয়েছে তৃণমূল আমলের তৈরি বিশ্ববাংলা ফলক বা প্রধানর গেটের সামনের মূর্তি। এবার স্টেডিয়ামের গায়ে গেরুয়া রঙের পোচ পড়তে দেখা গেল। এদিন দুপুর থেকে আকাশ ভেঙে এলেও আপাতত আর আগের মতো টানা বৃষ্টি নেই। ফলে ব্রাজিল ম্যাচের আগে মাঠ আরও ভালো হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তারুণ্যেই আস্থা ক্লপের

মিউনিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর : জার্মানির ফুটবলে শুরু নতুন অধ্যায়। দায়িত্ব নেওয়ার পর দল ঘোষণা করলেন জুরগেন ক্লপ। উয়েফা নেশনস লিগের প্রথম চারটি ম্যাচের জন্য ৪৪ জনের দল বেছে নিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে ১৬ জন জার্মানির জাতীয় দলে নতুন মুখ। জায়গা পাননি লেরয় সানে, লিও গোরেৎজার মতো পরিচিত ফুটবলার। চোটের জন্য নেই ডেনিজ উন্দাভও। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তরুণ ফুটবলারদের ওপরই আস্থা রেখেছেন ক্লপ। দলের নেতৃত্বে জোশুয়া কিমিচ।

২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবরের মধ্যে নেশনস লিগে চারটি ম্যাচ খেলবে জার্মানি। এই ম্যাচগুলোর জন্য দলকে দুই ভাগে ভাগ করে খেলাতে চাইছেন ক্লপ। দল ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় দলের হয়ে দুই সপ্তাহে চারটি ম্যাচ, একটু অস্বাভাবিক বিষয়। এই সময়ের মধ্যে তাই আমি যত বেশি সংখ্যক ফুটবলারকে সম্ভব চিনে নিতে চাই।

স্কোয়াডে ১৬ নতুন মুখ

এটা কোনও প্রথম বা দ্বিতীয় দল নয়।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের পর মনে হয়েছিল জার্মানির ফুটবল বসে গিয়েছে। মনে হয়েছিল, আমাদের দেশে আর কোনও প্রতিভা নেই। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেক প্রতিভা আমার চোখে পড়েছে। এই দল আগামী দুই-তিন বছরের জন্য।’

অভিষেক শোয়ে হোয়াইটওয়াশ আফগানরা

৩০ বলে শতরানের পর অভিষেক শর্মা।

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : গত জিম্বাবোয়ে সফরে সেরা খেলোয়াড়।

আফগানিস্তান সিরিজে যদিও মাঠে নামার সুযোগই মিলল না! টসের সময় শ্রেয়স আইয়ার যখন প্রথম একাদশ নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন ডাগআউটে বিষন্ন মুখে বসে বৈভব সূর্যবংশী। গ্যালারিতেও আক্ষেপ 'বিস্ময় বালকের' দাদাগিরি 'মিস' করার।

অজয় জাদেজা ঘণ্টা বাজানোর পর খেলা শুরু হলে অবশ্য আক্ষেপ দূর। সৌজন্যে অভিষেক শর্মা (৩৪ বলে ১০৮)। আফগান অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান টসে জিতে ভারতকে ব্যাটিং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। যদিও চ্যালেঞ্জ ফুৎকারে উড়ে গেল অভিষেকের ৩০ বলে সেঞ্চুরি, সঞ্জু স্যামসনকে (৩৫ বলে ৫০) নিয়ে ৫৯ বলে ১৪৮ রানের ওপেনিং ধামাকায়।

অভিষেক-তাণ্ডবে ব্যাকফুটে চলে যাওয়া আফগানিস্তান আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। জঘন্য বোলিংয়ের পর ততোধিক খারাপ ব্যাটিং। ২২২ রানের জয়লক্ষ্যে একশো পেরোতেও ব্যর্থ ইব্রাহিম জাদরান ব্রিগেড। ৯৪ রানে গুটিয়ে যায় অক্ষর প্যাটেল (৯/২), নীতীশ কুমার রেড্ডি (২৫/৩), রবি বিষ্ণোইদের (৩/২৬) সামনে। যে পিচে চার-ছক্কার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন অভিষেক, সেখানে সাতজন আফগান ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ! ফলস্বরূপ ১২৭ রানের বিশাল ব্যবধানে সিরিজ জয় ভারতের। হোয়াইটওয়াশ আফগানিস্তান।

এদিন, ভারতীয় দলে একটাই পরিবর্তন। অর্শদীপ সিং বিশ্রামে। পরিবর্তে যশ ঠাকুর। শুরুটা অবশ্য অভিষেকের হাত-যশে। ফজলহক ফারুকি, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবিরা যার সামনে দর্শক মাত্র। ৩.৩ ওভারে ৫০/০, পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ১০০! ৯২ রানই চার-ছক্কায় (১০টি ছক্কা ও ৮টি চার)!

ম্যাচ নয়, যেন হাইলাইটস।

রেকর্ডভিষেক

- ভারতীয়দের মধ্যে টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম শতরান করলেন অভিষেক শর্মা (৩০ বলে)।
- আইসিসি-র পূর্ণ সদস্যের দেশের বিরুদ্ধে অভিষেকের সেঞ্চুরি বলের নিরিখে দ্রুততম।
- পাওয়ার প্লে-তে ৭৬ রান করেন অভিষেক। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে প্রথম ছয় ওভারে সর্বাধিক।
- টি২০ আন্তর্জাতিকে ষষ্ঠবার ২০ বলের মধ্যে অর্ধশতরান করলেন অভিষেক।
- টি২০-তে ১০টি সেঞ্চুরি হয়ে গেল অভিষেকের। বিরাট কোহলির পাশে বসলেন তিনি।
- চলতি সিরিজে ২২টি ছক্কা মেরেছেন অভিষেক। ২০২৫ সালেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে অভিষেক ২২টি ছয় মেরেছিলেন।

বোলিংয়ে দাপট অক্ষর-নীতীশের

গ্যালারির সঙ্গে দর্শক গোটা আফগান দলও। দ্বিতীয় ওভারে ওমরজাইকে জোড়া ছক্কায় শান দেওয়া শুরু 'সিক্সার কিংয়ের'। ফজলহকের পরের ওভারে ২৩ রান! কখনও সোজা ব্যাটে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে বল উড়িয়ে দিলেন, কোনওটা আবার উইকেটের পিছনে। অভিষেকের বিরুদ্ধে বল কোথায় রাখবেন, কী ফিল্ডিং সাজাবেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না জাদরানরা।

পঞ্চম ওভারে রানের পিরামিড আকাশছোঁয়া। ২৯ রান। এরমধ্যেই ১৬ বলে অভিষেকের আরও একটা ৫০। ৩০ বলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম শতরানের নজির (৯৬ রানই বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারিতে)। খুশির বহিঃপ্রকাশ মাটিতে বসে অভিনব সেলিব্রেশনে। ধ্যানে মগ্ন অভিষেক! যার ঝলক হেডস্যার গম্ভীরের চোখেমুখেও। অভিষেকের বাবাকে ঘিরেও গ্যালারিতে কার্যত উৎসব।

অভিষেক-সুনামিতে তৈরি একঝাঁক নজির, রেকর্ড। পাওয়ার প্লে-তে ভারতের আগের সর্বাধিক ৯৫/১ (মুম্বই, ইংল্যান্ড, ২০২৫)। আজ ১০০/০। এর মধ্যে অভিষেকের একারই ৭৬। কোনও ভারতীয় ব্যাটার পাওয়ার প্লে-তে এত রান করেননি। আগের নজিরও (৫৮) ছিল অভিষেকেরই!

প্রথম ম্যাচে ঝড় থেমেছিলেন ৮২-তে। এদিন সেঞ্চুরি পার। শেষপর্যন্ত অভিষেক-বিস্ফোরণ আটকে দলকে সাময়িক স্বস্তি দেন রশিদ খান। আফগান লেগস্পিনারের গুগলি ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপারের হাতে। রিভিউ নিলেও লাভ হয়নি। রূপকথার ইনিংস থামে ৩৪ বলে ১০৮-এ! ৯টি চারের পাশে ১১ ছক্কা।

ফেরার আগে স্পর্শ করলেন বিরাট কোহলির টি২০-তে (আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া মিলিয়ে) দশ শতরানের নজির। আসলে আজকের দিনটা ছিল যুবরাজ সিংয়ের প্রিয় ছাত্রের। প্রতিপক্ষ বোলারদের নিয়ে যা করতে চেয়েছেন, সেটাই করেছেন। কোনও উত্তর ছিল না বোলারদের কাছে।

১০ ওভারে ১৪২-এ! অভিষেক-শোয়ের মাঝে 'অ্যাঙ্কর'-এর ভূমিকা সামলে ৩৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি সঞ্জুরও। মাথার ওপর বৈভব-চাপ সরিয়ে টানা দুই ম্যাচে পঞ্চাশ প্লাস স্কোর। অভিষেক ফেরার পর বিগহিটের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু মাঝপথে যা থামে রশিদ-ঝলকে। বাউন্ডারি লাইনে প্রায় উড়তে উড়তে ক্যাচ তালুবন্দি করেন।

সঞ্জুর আগে তিলক ভার্মাও (২) ফেরেন রশিদের দক্ষতায়। মিড অনে ঠেলে দিয়ে এক রানের জন্য দৌড়েছিলেন। কিন্তু নিজের বলে ফিল্ডিং করে একটিপে উইকেট ভেঙে দেন রশিদ। তখনও ক্রিজ থেকে দূরে তিলক। সবকিছু ছাপিয়ে শিবম দুবের (১৪) অসাধারণ ক্যাচ। প্রথমে দৌড়, তারপর শরীর ছুঁড়ে দিয়ে শিবমকে ফেরান রশিদ।

অভিষেক ঝড় শেষে রশিদ-এফেক্ট। যার সুবাদে কিছুটা ব্রেক ভারতীয় ইনিংসে। রানআউট হয়ে ফেরেন ঈশান কিষান (১০) ও শ্রেয়স আইয়ার (২৯)। ফলে প্রথম দশে ১৪২/১ থেকে ২২১/৭-এ থমকে যায় টিম ইন্ডিয়া। শেষ দশ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান। অভিষেক শো, ১২৭ রানের বিশাল জয়ের মাঝেও যা অস্বস্তি রাখবে থিংকট্যাংকে।

স্কোরবোর্ড

ভারত

সঞ্জু ক রশিদ বো ওমরজাই	৫০
অভিষেক ক গুরবাজ বো রশিদ	১০৮
তিলক রান আউট	২
শ্রেয়স রান আউট	২৯
শিবম ক রশিদ বো ওমরজাই	১৪
ঈশান রান আউট	১০
নীতীশ ক নুর বো আহমদজাই	১
অক্ষর অপরাজিত	৫
বিষ্ণোই অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	২
মোট (৭ উইকেট, ২০ ওভার)	২২১

উইকেটের পতন : ১৪২/১, ১৫২/২, ১৬৪/৩, ১৮৬/৪, ২০৫/৫, ২০৬/৬, ২১৮/৭।

বোলিং : ফারুকি ৪-০-৩৯-০, ওমরজাই ৩-০-২৭-২, মুজিব ৪-০-৪৫-০, নবি ১-০-২৯-০, রশিদ ৪-০-৪৩-১, আহমদজাই ৪-০-৩৮-১।

আফগানিস্তান

গুরবাজ বো অক্ষর	১৫
জাদরান ক ঈশান বো যশ	২৫
অটল ক অভিষেক বো অক্ষর	১
দারউইশ বো বুমরাহ	০
ওমরজাই ক বিষ্ণোই বো নীতীশ	১৭
নুর ক নীতীশ বো বিষ্ণোই	১১
নবী বো নীতীশ	৮
রশিদ বো বিষ্ণোই	৬
মুজিব বো নীতীশ	০
আহমদজাই ক অক্ষর বো বিষ্ণোই	৬
ফারুকি অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৫
মোট (অল আউট, ১৪.১ ওভার)	৯৪

উইকেটের পতন : ৩১/১, ৩৩/২, ৩৯/৩, ৪৭/৪, ৭০/৫, ৮১/৬, ৮২/৭, ৮২/৮, ৮৯/৯, ৯৪/১০।

বোলিং : নীতীশ ৪-০-২৫-৩, বুমরাহ ২-০-১৬-১, যশ ২-০-১৭-১, অক্ষর ৩-০-৯-২, বিষ্ণোই ৩.১-০-২৬-৩।

ম্যাচের সেরা : অভিষেক শর্মা।
সিরিজ সেরা : অভিষেক শর্মা।
সিরিজ : ভারত ৩-০ ব্যবধানে জয়ী

ইডেনের 'হোম সাজঘরে' বসবেন মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ক্রমশ বাড়ছে তৎপরতা। তৈরি হচ্ছে আগ্রহ।

১০ অক্টোবর ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন একঝাঁক তারকাও। মহালয়ার ইডেন গার্ডেন্স থেকে দেবী দুর্গার আবাহন করবেন তিনি। বাংলাজুড়ে শুরু হয়ে যাবে উৎসবের আমেজ। সন্ধ্যার ইডেনে মোদি শো-এর আসরে দোসর হিসেবে থাকছে অভিনব লেজার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনীও।

মহালয়ার পুণ্যতিথিতে ইডেনে হাজির হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি সোজা হাজির হবেন ইডেনের সাজঘরে। আরও স্পষ্ট করে বললে, ইডেনের হোম সাজঘরে। ভারতীয় দল ইডেনে খেলতে আসার পর যে সাজঘর ব্যবহার করে, সেখানেই থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। ঠিক উলটো দিকের সাজঘরটি হল ভিজিটর দলের। সেখানে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সিএবি সূত্রেই আজ এই খবর জানা গিয়েছে। ক্রিকেটের নন্দনকাননে গত কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তারা হাজির হয়ে বাংলা ক্রিকেটের প্রধান কর্তাদের সঙ্গে পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সেরে গিয়েছেন। জানা গিয়েছে, ইডেনের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী প্রথমে যাবেন হোম সাজঘরে। পরে সেখান থেকে বেরিয়ে সাজঘরের সামনের লনের উপর তৈরি হতে চলা বিশাল মঞ্চে বসবেন। সেখান থেকেই পুরো অনুষ্ঠান দেখবেন তিনি। শ্রেয়া ঘোষাল, কুমার শানুদের মতো বিখ্যাতরা মহালয়া সন্ধ্যার ইডেনে গানও শোনাবেন। তার মাঝেই পুজোর বাজনা বাজিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা সৌরভের

এসবের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সিএবির তরফে সমাজমাধ্যমে পোস্ট হওয়া ভিডিও বার্তায় মহারাজ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির ৭৭তম জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। ঈশ্বর ওঁকে সুস্থ রাখুন। আমাদের দেশের একজন দুর্দান্ত নেতা উনি। আশা করব, আগামীদিনে উনি আরও সাফল্য পাবেন।'

জামিন অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : জামিন পেলেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েল। শুক্রবার জেলমুক্তি হতে পারে তাঁর। ইতিমধ্যেই ৩৬ দিন তিনি জেলে কাটিয়েছেন। এক তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়ার করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে গত ১১ অগাস্ট গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অভিষেক। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, আপত্তিকর ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল, বলপূর্বক শারীরিক সম্পর্কের মতো গুরুতর অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া কোর্ট থেকে জামিন হয়ে গিয়েছে অভিষেকের। শুক্রবার তিনি ছাড়া পেতে পারেন।

রায়গঞ্জে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সোহম সরোগী।

চ্যাম্পিয়ন সোহম

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জে রাজ্য স্কুল ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ির সোহম সরোগী। বৃহস্পতিবার ফাইনালে সে ১৫-১৩, ১৬-১৪ পয়েন্টে দক্ষিণ দিনাজপুরের অভিরূপ বসুকে হারিয়েছে।

ফাইনালে জর্জিয়ান

আলিপুরদুয়ার, ১৭ সেপ্টেম্বর : শহিদ বাদল সংঘের চ্যাম্পিয়ন্স ক্ল্যাশ কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে পাণ্ডুয়া ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা শচীন সুব্বা।

কোয়ার্টার ফাইনালে সালেসিয়ান, ফালাকাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি সালেসিয়ান কলেজ ও ফালাকাটা কলেজ। বৃহস্পতিবার চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সালেসিয়ান ৫-০ গোলে বিজনবাড়ি ডিগ্রি কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে বিশাল শৈব হ্যাটট্রিক করেন। বাকি গোল দুইটি শুভম রায় ও কৃতিরাজ সিনহার। পঞ্চম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ফালাকাটা ৩-১ গোলে বীরপাড়া কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফালাকাটার শুভজিৎ বর্মন, মিরাজ আনসারি ও কল্যাণজিৎ রায় গোল করেন। বীরপাড়ার গোলস্কোরার নিখিল হাতিয়া। রাজগঞ্জ কলেজ ০-২ গোলে সালেসিয়ান কলেজ সোনাদার বিরুদ্ধে হেরেছে। গোল করেন কল্যাণ রায় ও সুব্রত রায়। ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ২-০ গোলে কালিম্পং কলেজকে হারিয়েছে। জোড়া গোল অনিরুদ্ধ রায়ের।

জোড়া গোল অনিতের

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের অশোকপ্রসাদ রায়, অমিত রায় ও জয়শ্রী গুপ্ত ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি লেজেন্ড এফসি ৩-০ গোলে শিলিগুড়ি কেএফসি-কে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা অনিত ছেত্রী। লেজেন্ডদের অন্য গোলটি অর্ণব ছেত্রীর।

ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর রায়। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

কোয়ার্টারে নবীন সংঘ

মাথাভাঙ্গা, ১৭ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ১৬ দলীয় ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বড় গোপালপুর নবীন সংঘ। বৃহস্পতিবার পঞ্চম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩ -১ গোলে হারিয়েছে ময়নাতলি যুব সংঘকে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর রায়। নবীনের অন্য গোলটি প্রীতম রায়ের। যুব সংঘের একমাত্র গোল করেন তন্ময় বর্মন। শনিবার ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে মাঝিরবাড়ি ইয়ং স্টার এফসি এবং এসটিএস মাথাভাঙ্গা।

লাল-হলুদের ভাবনায় লিগের অঙ্ক

ভার্চুয়াল ফাইনালে চোখ বাগান-মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কোনও অঙ্ক নেই। কোনও হিসেবনিকেশের বালাই নেই। কলকাতা ফুটবল লিগের খেতাব আর মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মাঝে দূরত্বটা স্রেফ একটা ম্যাচের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

শনিবার বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে লিগের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি মোহনবাগান-মহমেডান। দুই দলের কাছেই ম্যাচটা ভার্চুয়াল ফাইনাল। অর্থাৎ যে জিতবে, খেতাব তার। ম্যাচ ড্র হলে অবশ্য গোলপার্থক্যের নিরিখে এগিয়ে থাকায় সুবিধাজনক জায়গায় থাকবে সবুজ-মেরুন। সেক্ষেত্রে মোহনবাগানের হাতে খেতাব উঠবে কি না তা নির্ভর করবে ইস্টবেঙ্গল-কোল ইন্ডিয়া ও ভবানীপুর-ইউনাইটেড স্পোর্টস ম্যাচের ফলাফলের ওপর। মোহনবাগান-মহমেডান পয়েন্ট নষ্ট করলে, আর ইউনাইটেডকে হারিয়ে দিলে প্রথমবারের জন্য কলকাতা লিগে খেতাবের স্বাদ পাবে ভবানীপুর। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিন প্রধানের বাইরে তৃতীয় দল হিসেবে ঘরোয়া লিগ জয়ের হাতছানি তাদের সামনে।

ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হওয়ার পর কলকাতা লিগের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে মোহনবাগান। একঝাঁক তারকা নিয়ে শেষ ম্যাচে মহমেডানকে হারাতে না পারলে খেতাবের সঙ্গে সঙ্গে মানও যে খোয়াবে সবুজ-মেরুন। কেন, তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বৃহস্পতিবার বিকেলে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মহমেডান ম্যাচের মহড়া শুরু করেছিলেন মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ, শুভাশিস বসুরা। কিন্তু প্রবল বজ্রপাতের জেরে মিনিট কুড়ির মধ্যেই অনুশীলন শেষ করতে হয়। সূত্রের খবর, এদিনই মহমেডান ম্যাচের রণকৌশল তৈরি করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে তা ভেস্তে গেল। শনিবার ডাগআউটে থাকবেন না প্যানোস। তবে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের মতোই তাঁর ছকে দেওয়া নীলনকশা নিয়ে খেলবে সবুজ-মেরুন। শুক্রবার বিকেলে শেষ প্রস্তুতিতেই তা ফুটবলারদের বুঝিয়ে দেবেন গ্রিক কোচ।

মোহনবাগানের অনুশীলনে মিগুয়েল ফিগুয়েরা।

এদিকে, কলকাতা লিগে খেতাবের দৌড়ে কোনওক্রমে ভেসে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের লিগ জয়ের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত, মোহনবাগান-মহমেডান ম্যাচ নিষ্ফলা শেষ হতে হবে। হারাতে হবে ভবানীপুরকে। আর ইস্টবেঙ্গলকে কমপক্ষে পাঁচ গোলের ব্যবধানে ম্যাচ জিততে হবে। এখানেই শেষ নয়, ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে আবার তার চেয়ে বেশি গোলের ব্যবধানে জিতলে চলবে না। সব অঙ্ক মাথায় রেখেই মাঠে নামছে লাল-হলুদ। কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস বলেছেন, 'আমাদের হাতে আর কিছু নেই। শেষ ম্যাচে অলআউট যাব। তারপর যা হওয়ার হবে।' ঘরোয়া লিগে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। এবারে প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত তারাই। তবে চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে প্রথম দুই ম্যাচেই পয়েন্ট নষ্ট খেতাবের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হল? কোচ অর্চিষ্মানের ব্যাখ্যা, 'গতবার আমরা যে দল নিয়ে খেলেছিলাম, তার অধিকাংশ ফুটবলারকে এবার পাওয়া যায়নি। সেই সঙ্গে শেষ মুহূর্তে বিক্রম প্রধান, মনোতোষ মাঝির চোট পরিস্থিতি আরও জটিল করে দিয়েছে।' আসলে লাল-হলুদের আক্রমণভাগে বাড়তি দায়িত্ব নিতেন মনোতোষ। তাঁর অভাব পূরণের মতো ফুটবলার এই মুহূর্তে অর্চিষ্মানের হাতে নেই। আর সুপার সিক্স শুরুর আগে নতুন দুই-একজনকে নেওয়া হলেও তাঁরা এত অল্প সময়ে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি।

চাল দিয়ে দাবা অলিম্পিয়াডের সূচনা করলেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ।

ভারতের জয়ের দিনে অপ্রত্যাশিত হার অর্জুনের

সমরখন্দ, ১৭ সেপ্টেম্বর : দাবা অলিম্পিয়াডে খেতাব রক্ষার লক্ষ্যে অভিযান শুরু ভারতের। প্রথম রাউন্ডে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-১ পয়েন্টে জয় ছিনিয়ে নিল ভারতীয় পুরুষ দল। তবে প্রায় ৪০০ রেটিং পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত হারের মুখ দেখলেন গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি।

প্রথম রাউন্ডে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দকে। এক নম্বর বোর্ডে সাদা ঘুঁটি নিয়ে নামেন অর্জুন। থাই খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শুরুতে সুবিধাজনক অবস্থানেই ছিলেন তিনি। কিন্তু ২৯ নম্বর চালের পর থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ তাঁর হাতছাড়া হয়।

অর্জুনের হারের আগেই অবশ্য পুরুষ বিভাগে ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে জয়ের খাতা খোলেন নিহাল সারিন। তিনি সাদা ঘুঁটি নিয়ে হারান থানাদন কুলপ্রুয়েথাননকে। থাইল্যান্ডের ফারিস রশিদ আলরিয়ামিকে পরাস্ত করেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। তিন নম্বর বোর্ডে প্রতিপক্ষ তুপফাহ খুমরোরকাওয়েভকে প্রতিরোধ গড়ার সুযোগ দেননি বিদিত গুজরাটি।

অন্যদিকে, ভারতের মহিলা দল প্রথম রাউন্ডে ডমিনিকান রিপাবলিককে ৪-০ ব্যবধানে পরাস্ত করেছে। এক নম্বর বোর্ডে কোনেরু হাম্পি ও দুই নম্বর বোর্ডে রমেশবাবু বৈশালী মাত্র ৩১ চালের মধ্যে ম্যাচ জিতে নেন। চার নম্বর বোর্ডে সাবাথা শ্রীবি ৩৮ চালের মাথায় জয় ছিনিয়ে নেন। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েও জয় তুলে নেন বন্তিকা আগরওয়াল।

সিআইএল কাপ ফুটবলে জোড়া খেতাব বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েদের দল। ছবি : সূত্রধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের তিনদিনের সিআইএল কাপ ফুটবলে জোড়া খেতাব জিতল আয়োজকরা। বৃহস্পতিবার ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে বিবেকানন্দ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে কৃষ্ণমায়া নেপালি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা বিবেকানন্দের রনি বর্মন। প্রথম সেমিফাইনালে কৃষ্ণমায়া ১-০ গোলে নেপালি কল্যাণ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিবেকানন্দ ৩-১ গোলে শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলকে হারিয়েছে। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে কবি সুকান্ত হাইস্কুলকে সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল বয়েজ। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

মেয়েদের ফাইনালে বিবেকানন্দ ১-০ গোলে নেপালি কল্যাণকে হারিয়েছে। গোল করে ফাইনালের সেরা জবা রায়। প্রথম সেমিফাইনালে বিবেকানন্দ ২-১ গোলে ভারতী হিন্দি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নেপালি কল্যাণ ২-০ গোলে ইলা পাল চৌধুরী হাইস্কুলকে হারিয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, সহকারী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের গৌতম সরকার, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অম্বরীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ।